স্বকাল পুষ

আনন্দ বাগচী

বিভাব সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছেন---
‘‘আনন্দ বাগচীর ‘স্বকালপুষ’ নামে যে কাব্যোপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ আমরা এ সংখ্যায় করলাম তা বাংলাভাষায় (হয়ত সমস্ত ভারতীয় ভাষায়ও) সম্ভবত প্রথম কবিতায় লেখা উপন্যাসপ্রয়াস।
স্বকালপুষ - এর একটি ইতিহাস আছে। এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭০ (১৯৬৩) - এ। তৎকালীন কোনো কবিত ামাসিকে কিস্তিতে প্রকাশিত হবার পর ‘ধ্রুপদী’ সম্পাদক সুশীল রায় একটি বই আকারে ছেপেছিলেন। কিন্তু ঠিকভাবে ব াজারজাত হবার আগেই তা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনার তেত্রিশ বছর পরে মহাদিগন্ত থেকে বইটি আবার ছাপা হয়। বর্তমান রূপটি সেখান কারই।
মহাদিগন্ত সংস্করণে লেখক আনন্দ বাগচী জানিয়েছিলেন -- ’’ জানি যুগ বদলে গেছে, এই প্রজন্মের কবিতায় এখন অন্য ট ান, এমনকি আমার কলমেও আর সে সুর নেই। ‘স্বকালপুষ ’ পড়ে থেকে থেকে সময়ের অনেক ধুলো খেয়েছে। তাই স্বভ াবতই কিছুঅদলবদল ঘষামাজার অবকাশ ছিল। কিন্তু তা করলে উৎকর্ষ কি হত জানা নেই, তবে অবিকৃত যে থাকত না তাতে সন্দেহ নেই। রচনাটির একটি শব্দও না বদলে ছাপাবার চেষ্টাই আমরা করেছি।

।। এক ।।
চারমিনার কিনতে গিয়ে চমকে উঠল পানের দোকানে
মায়াদর্পনের মতো আয়নাখানা, চলমান কলকাতার ছবি
ধরে যেন ছুঁড়ে দিচ্ছে ; দৈত্যাকার ডবল ডেকার
দীর্ঘকায় ট্রাম, ট্যাক্সি, ঘুঙুর বাজিয়ে রিকশা, ঠেলা;
অফুরন্ত বংশতালিকার মতো নরনারী, যৌবনজনতা---
সব ছবি অনায়াসে গলে যাচ্ছে চতুষ্কোণ একখণ্ড কাচে!
নিরেট বরফে থুয়ে ছাঁচি পান, দ্রুত হাত রঙিন মশলায়
বঙ্গসংস্কৃতি যেন প্রাচীন পানশিল্পে জেগে আছে,
ঈশ্বরী পাটনী তুল্য পান - অলা, অগ্নিমুখী নারকেলের দড়ি
পাশে ঝুলছে, সামনে কাচ, মহাপ্রস্থানের দরজা যেন---
চমকে উঠল সমরেশ, মৃত্যু বুঝি উপনীত দ্বারে।

অন্যমনস্কের মতো একদিন জীবনের পাতা
উলটে গেছে, কবিতায়, কবিতা লেখায় আর জমাট আড্ডায়
দ্বিপ্রহর রাত্রিদিন কেটে গেছে, ঘুণাক্ষরে খেয়াল করেনি---

ধাবিত মৃত্যুর চর পিছনেই পা - টিপে পা - টিপে
প্রতিটি প্রহর পল চলে আসছে চোখে ধুলো দিয়ে,
পানের দোকানে আজ ধরা পড়ল অকস্মাৎ বুঝি।

বাইশ বছর কেউ পার হয়নি দুই পুষের ইতিহাসে
মনে পড়ল, পৈতৃক মৃত্যুর রোগে একে - একে অগ্রজেরা গেছে,
আকস্মিক চলে যাওয়া, চিকিৎসক যন্ত্রেতন্ত্রে তার।
কোনো প্রতিকার হয়নি, দুর্ভেদ্য রহস্যতুল্য আজো।
অরোগসম্ভব মৃত্যু অযোনিসম্ভূত প্রাণঘাতী,
বাইশ বছরে পৌঁছে নিয়তিকে অনুভবে স্পর্শ করল যেন
সমরেশ। অনিবার্য মৃত্যু গুপ্তচর তার পিছনে দাঁড়িয়ে।
বন্ধুদের মনে পড়ল বড়ো বেশি--- কফি হাউসের বন্ধুদের,
সবুজ অরণ্যচারী বৃক্ষলতা, অহংকারী গভীর শিকড়ে
অবিচল বসে আছে পল্লবিত ভাষণে মোহিতে।
করণিক কক্ষচারী জনস্রোত জোয়ার - ভাটার খেলা করে
বেতাররাগিনী ঘোরে শহরের ছায়াঞ্চলে, ধ্রুপদ - টপ্পায়
ক্যালেন্ডারে পাতা খসে, চৈত্র যায়, বৈশাখ উদাসে,
অবিশ্রাম মুদ্রাযন্ত্র, ঋতুবদলের শব্দ খবর - কাগজে
আড্ডার মৌতাতে বসে বন্ধুরা অটল তবু উন্নাসিক উপস্থিতি নিয়ে।

‘দ্বিতলের দ্বৈপায়নে মধুচত্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান অপরার্থে কফি নিরবধি’---
একদিন লঘু হাতে সমরেশ লিখেছিল রসিকতা করে,
আজ তার মনে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৃদু অপমানে
অর্থহীন দু-পকেটে চারমিনারের বাক্স নিয়ে।

‘এসো হে পোয়েট এসো, ধূপকাঠির বাক্স আছে নাকি?’ ---
তিলক চেঁচিয়ে ডাকল, ‘সমরেশ।’ কোণের টেবিল
ঝাপসা করে বসে আছে পনেরোটি উচচাঙ্গ যুবক,
চেয়ারের ব্যূহ, শূন্য অর্ধশূন্য গ্লাসে শুভ্র সাত্ত্বিক পানীয়---
জল শুধু জল দেখে চিত্ত বুঝি হয়েছে বিকল
সুদূর স্মৃতির মতো কদাচিৎ কফি আর চুট - মিনার,
উসকোখুসকো চুল, সামনে ছাইদানে ডাস্টবিনের মতো
উচ্ছিষ্ট সিগ্রেট - টুকরো, অনিচ্ছা - প্রক্ষিপ্ত দগ্ধকাঠি
উপচে পড়েছে, টেবিলেও বহুরূপী বাহু, মুষ্ঠিএবং চিবুক,
যান্ত্রিক আঙুল লিখছে স্লেটের লেখার মতো অদৃশ্য অক্ষরে
তর্কের ঘুর্ণির মধ্যে পাক খাচ্ছে যন্ত্রণার যৌবন - মুরতি।
দূরে স্বপ্নলোকে নারী, পরম রূপসী তন্দ্রালসা
পরপুষের সঙ্গে আসে যায়, আইসক্রিম কোল্ড কফির শেষে

দু-এক লহরা হেসে, অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির মতো রহস্যে মিলায়
অকথ্য কথার ভারে নুয়ে পড়া অসংখ্য বয়স
পিছু নেয়। আর ওই দক্ষিণের জানালার কোণের টেবিলে
তর্ক দ্রুতলয় হয়, ঔদাসীন্য গানের কলিতে মাথা খোঁড়ে।

সমরেশ বসে পড়ল ধপ করে, তার জন্য সদ্য - নির্বাচিত
চেয়ারের এক তৃতীয়াংশে খাসা ভোজবাজির মতো।
টেবিলের ষোলোকলা পূর্ণ হল, দুই বাক্স চারমিনার ভেঙে
ভাগ - বাঁটোয়ারা শেষে অতি দক্ষ বাদশিল্পীরা
শিরোধার্য পক্ষপাতী ঘুরন্ত হাওয়াকে অনায়াসে
পাশ কাটিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল চক্ষের নিমেষে।
প্রসঙ্গ- আসঙ্গে ব্যস্ত, তর্কজীবী ফিরে গেল ক্লান্ত জেনেভায়,
আলজিয়ার্স - রক্তপাতে, সমুদ্রান্তে সিরিয়া - উত্থানে,
চৈনিক ধৃষ্টতায়, মহাকাশে, ভারতীয় গণ - নির্বাচনে,
বাজেটের বজ্রপাতে, নিগৃহীত পশ্চিম - বাংলার
কর - রেখা - গবেষণে, পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবে,
সাহিত্যের পুরস্কারে, চলচ্চিত্রে, যৌন - মনস্তত্ত্বের ধারায়
ত্রিভুবন পরিক্রমা তোড়ে চলল, নিরপেক্ষ মুখে সমরেশ
বোকার মতন শুধু বসে থাকল, হৃৎপিণ্ডে মৃত্যু - পদধ্বনি।

'তারপর কী খবর? নতুন কবিতা আছে নাকি?'
হাত বাড়িয়ে দিলে সামনে সাগ্রহে তিলক, 'সে কী নেই?'
পু লেন্সে দু - চোখের প্রতিধ্বনি হল শুধু, কিছু বলল না,
কী আর বলার আছে, চতুর্দিকে রিপুভয়, মৃত্যুর ডুগডুগি
বাজে দ্রুত লয়ে বাজে, নিরাত্মীয় এই পৃথিবীতে।
'চলো বাইরে যাই, বাইরে, গোলদীঘি, প্রগাঢ় বিকেল,
উট্রাম - ঘাটে, দূরে প্রবাসী জাহাজে বাঁশি বাজে;
মশলামুড়ি হেঁকে যায়, চিনেবাদাম, কুলপি মালাই
চলো বাইরে যাই বাইরে, সমরেশ, প্রগাঢ় বিকেলে।'

সমরেশ উঠে পড়ল, ইতস্তত বন্ধুদের কাঁধে হাত রেখে
নিঃশব্দ বিদায় চাইল, ঘাড় নেড়ে, সম্মত চাউনিতে --
বন্ধুরা প্রসঙ্গক্রমে বিধানসভায় মত্ত হল।
তিলক চতুর চিত্রকর নয়, তবু দুঃসাহসে ছবি আঁকে,
কবিতার চোখ তার, তুলি তার কবিতার কালি,
অব্যক্ত বেদনা তার রঙে, ক্ষিপ্র রেখায় খোঁচায়;
বিজ্ঞাপন - বাণিজ্যের ধারে - কাছে ঘেঁষেনি কখনো,
আঁকেনি মলাট কিংবা ললাট - বিচিত্রা কোনোদিন
গল্পের মোসাহেবি ছবি কিংবা মঞ্চাশ্রয়ী দৃশ্যপট ---

সমস্ত অর্থের উৎস অবহেলে গিয়েছে এড়িয়ে।
ভালো লাগে সমরের। জদুগৃহ তুল্য এই পৃথিবীর ছবি
কিংবা ফুল, শুধু ফুল কেউ চায় না কসাইখানায়;

ছবি ফুটে ওঠা, এও ফুল ফোটা, দেবদত্ত ক্ষমতার ছোঁয়া,
নীরব কবিত্বে জ্বলে চিত্রশালা বুকের ভিতর।

কিন্তু আজ তিলকের কী হয়েছে? ভীত সমরেশ ভেবে ভেবে
পেল না উত্তর, এ অপ্রকৃতিস্থ সংলাপের মানে---
'ফাটকা বাজারের এক মারোয়াড়ি শ্রেষ্ঠী আসে দ্যাখো',
চমকে উঠল সমরেশ, আগন্তুক কেউ নয়; ডবল - ডেকার,
বালিগঞ্জ-পাকপাড়া চলমান; তিলকের কথায় উত্তরে
মৃদু হাসল সমরেশ, 'সত্যি, যা বলেছ মিলে যায়।'
প্রপিতামহের মতো বৃদ্ধ কেরানির দিকে আঙুল বাড়ালো,
'দুই চোখে বড়ো বড়ো হেডলাইট -- চশমার পরকলা,
মাডগার্ডজীর্ণ জুতো, বন্ধ ছাতা হুড - খোলা কাঁধে।
অধরে লিপস্টিক সাঁটা টাইপিস্ট স গোড়ালির শব্দ তুলে,
পথের অপথ্য ভিড় পাশ কাটিয়ে চলেছে --- স্কুটার।'
বসে জানালায় বসে তিলক উন্মাদ কথা বলে,
'আর কত দূরে মোরে নিয়ে যাবে কলঙ্কিনী কলকাতা আমার,
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, কালস্রোতা গোপিনী যমুনা।
তোমার প্রবল প্রেমে ভেসে যাই হাসপাতাল সমস্ত পাতাল
সব স্বর্গ - মর্ত্য, সব প্রিয়তমা নাম।
ভেসে যায়, মৃত্যু আসে, অনড় ঘুমের দেহ নিয়ে
আর কত দূরে মোরে নিয়ে যাবে, তারা
পুরোনো গলির মোড়ে, নয়া - রাস্তা সন্নিধানে কেউ,
নেমে যাবে, দু - চোখের ঘৃণা আর বিদগ্ধ বিস্বাদ চাউনি ছুঁড়ে
মুখ - বদলের এই ব্যবসায়, পালা - বদলের ইতিহাস,
তোমার কৃতিত্ব রাখো। পৃথিবীতে কবিত্ব এখন গ্রাহ্য নয়।

'কখনো দেখেছ মৃত্যু, সমরেশ, অগম গোপনে?
শিয়রে, হৃদয় - মধ্যে দ্বৈতাঘাতী শাঁখের করাত
যেতে - আসতে কেটে যায় দুটি প্রাণ, স্বয়ংবর মৃত্যুর মালায়
আকণ্ঠ রয়েছি বাঁধা, মুক্তি নেই, কদম্বকাননে।'

'দেখেছি, পিছনে আসছে উত্তমর্ণ জীবনে যৌবনে।
কী আশ্চর্য পাওনাদার, পানের দোকানে আজ তাকে
দেখেছি, ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মৃত্যুবাণ সাধে।
পালাতে পারো না তুমি, মুঠো করে ধরে আছে পথ

প্রেম, ভালোোসা, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান -- সব পথ
সব গ্রন্থ, সব গৃহ, অক্ষরডম্বর যন্ত্রযান,
ভোগ্য ও দুর্ভোগ্য সব পৈতৃক মৃত্যুর দায়ভাগে।'

অন্যমনস্কের মতো ঘাস ছিঁড়ল তিলক দু - হাতে।
সামনে ক্যাথিড্রাল রোড, শুভ্র স্মৃতিসৌধ ডানদিকে,
নিমগ্ন বকের মতো দুই জন বসে আছে ঘাসের সবুজে,
দ্ধ্বাস ভিড় - ভরতি বাসগুলো ঘুরে যাচ্ছে বাঁক।

'কাল শেষ সন্ধ্যা ছিল, ক্যান্সার হাসপাতালে তার।
হাত দুটি হাতে নিয়ে শেষবার সান্ত্বনা দিয়েছি --
''অলকা, আবার তুমি সেরে উঠবে, ছবির ইজেলে
তোমাকে অসংখ্য রূপে আবার ফোটাব, দেখে নিয়ো'' ---
''আমার একটি গান বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে'' সে
কানে কানে গান গাইতে কেঁদে ফেলল তার প্রিয় গান,
তার শেষ গান ''ভরে রইল বুকের তলা'',
দীর্ঘশ্বাসে ভারী হল শেষ সন্ধ্যা আমার অজ্ঞাতে।'

বিস্ময়ে তাকাল মুখে সমরেশ, কোনোখানে ক্ষতচিহ্ নেই,
মসৃণ কামানো গাল, নতুন ব্লেডের মতো ধারালো চিবুক,
ঠোঁটে উন্নাসিক হাসি, ঔদাসীন্যে ভরা দুই চোখ,
শোকের গভীর চিহ্ ছায়াপাত করেনি কোথাও।
অলকার নাম কিছু শোনা ছিল, তিলকের প্রথমা প্রেমিকা,
সকল ছবির উৎস, এবং উৎসাহ এই নির্জন যৌবনে।

বুঝল মনের কথা সমরেশ, কথা বলল অদ্ভুত গলায়,
'অলকার দেহ গেছে দাহ হয়ে, তার একটি কথা বলা আর
হল না জীবনে, শুধু ভরে রইল, ভরে রইল বুক,'
ব্যথায় কুঞ্চিত হল মুখরেখা, কিংবা ভুল, মনের কল্পনা,
'আমার ইজেলে তাকে শুধু পটে লেখা ছবি করে
মাঝে মাঝে ধরতে যাব, মাঝে মাঝে' -- বুজে এল স্বর।

আকাশে গলন্ত চাঁদ দেখা দিল, দক্ষিণ - সমীরে
সমুদ্রের স্বর যেন ফিরে আসছে চৌরঙ্গির মাঠে,
ঘন শিরীষের ছায়া, বায়ুভুক জনসাধারণ,
ছায়ামুর্তি ফেরিওলা, নিবিড় নিদ্রার মতো ঝিঁঝি
ঘাসের নেপথ্যলোকে ডাক পাঠায়, চুমকির চমকে
উজ্জ্বল আলোর খই আচমকা ছড়ায় জোনাকিরা।
হল না দ্বিতীয় কথা, অদ্বিতীয় শোকের স্মৃতিতে

ঝুপসি হয়ে বসে থেকে উঠে গেল রাত ঘন হলে।

প্রিয় - পতনের শব্দ মাঝে মাঝে হয় এই স্তব্ধ পৃথিবীতে
যত ভালোবাসো তুমি পদ্মপাতা টলমল করে,
শোবার ঘরের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ কাঁপে।---
দ্বিতল জানলায় মাথা রেখে আর বিবর্ণ মুদ্রায়
পথের টিকেট ধরে সমরেশ মনে মনে ভাবে--
শোক দুঃখ আঘাতের কোনো সুদুত্তর কেউ শোনাতে পারেনি।
বাসের চাকার নীচে পিষ্ট হয়, পিষ্ট হতে থাকে জনপথ,
ছায়াচ্ছন্ন মধ্যরাত এবং ঘোলাটে চিন্তা -- চাঁদ।

।। দুই ।।
মুঘলসরাই, কারো মুখ আজ স্পষ্ট নয়, দ্রবীভূত হয়ে বসে থাকা।
তরল অনল ঢালো কণ্ঠ ভরে অমৃতে অচি ভালো নয়,
গৌড়মধুচক্রে বসে নিখিলেশ সবান্ধবে
সন্ধ্যার তর্পণ সেরে নেয়।
সামনে ম্লান আলো জ্বলে, গোপন দুয়ার দ্ধ করে
শ্রমিক এবং শিল্পী, প্রমত্ত প্রেমিক, কবি, রাজনীতির লুব্ধ কারিগর,
কচি - সংসদের ছাত্র, ইউনিভার্সিটি - খ্যাত অপরাজেয় অধ্যাপক---
পানশালা পর্ণ আজ স্টেজের অখ্যাত কুশীলবে,
সংবাদপত্রের কটি পোড়খাওয়া ধুরন্ধরে,
ট্যাক্সির ড্রাইভারে।
বিচিত্র শহরবাসীর, অসমান জি - রোজগারের অধিবাসী
চোখ মুছে কেউ ঢুকছে, মুখ মুছে চলে যাচ্ছে কেউ
নেপথ্য দুয়ার দিয়ে, নিখিলেশ নির্বিকার বসে।
'দাম্পত্য - কলহ- প্রেম - পানশালা এক টেলিপ্রিন্টারে বাজে' ---
'ডিজেল গাড়ির মতো গর্ভসঞ্চারের শব্দ হয়'---
'পৃষ্ঠপ্রদর্শনে দেখি ক্লাসনোট,
পাঠ্যগ্রন্থ পোস্টারের মতো' ---
'উর্বশী - মেনকা - রম্ভা পরিচালকের কণ্ঠে গ্রহরত্ন হয়ে,
লক্কা পায়রা আমরা শুধু শুকনো ক্ল্যাপে রঙ্গমঞ্চে উড়ি'---
'দ্যাখো এই রঙ্গমঞ্চ উলটে গেছে, বিপরীত দিকে বসে আছি,
উইংসের চোরাপথ অন্ধকারে স্টেজের পিছনে
নিয়ে এল। সামনে সব দড়াদড়ি প্রক্ষেপক লাল - নীল আলো,
নৈতিক প্রম্পটার আর বারাঙ্গনা, রঙচটা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি,
স্তূপাকার দৃশ্যপট, জন্মমৃত্যু সাজঘর, দর্পনে দণ্ডিত,
ছায়া দুলছে চারিভিতে, সামনে জনতার অভিনয়।'---
আর - এক পাত্র নিল নিখিলেশ; উৎপল, অখিল, গণপতি
ইতিমধ্যে ঝাপসা দেখছে সাংখ্যদর্শনের ভ্রান্তি নিয়ে

বিমূঢ় চিন্তায় মগ্ন, নিখিলের কাঁধে ক-টি মাথা?
কানের দু-পাশে ডাকে ঝিঁঝি, এই একমাত্র অবহসংগীত।

রাত্রে ঘরে ফেরা বড়ো ক্লান্তিকর, মাঝে মাঝে কোনো কোনো রাতে।
বরিস পাস্টেরনাক, আলবেয়র কাম্যু, কাফকা, মান---
অসংখ্য অক্ষর - অধ্যুষিত দিন, রাত্রে জাগে হ্যামলেটের ছায়া,
সমস্ত বিশ্বাস চুর্ণ ---
জতুগৃহ তুল্য সব ঘর।
আর কত গ্রন্থ পড়বে দেবদূত? পাণ্ডুলিপি পতঙ্গের মতো
রাত্রি প্রদীপে জ্বলবে? শিল্প আত্মহনন - বিলাস।
তার চেয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে আদিম অরণ্যে ফিরে চলো,
বসন্তে মাতাল হাওয়া ডাকে বাইরে ডাকে; জাগরণে
যায় বিভাবরী যুবা। রাত্রে ঘরে ফেরা ক্লান্তিকর
বংশধর - ভারানত বার্ধক্যের শোভা পায়
প্রাচীন শয্যায়
অভ্যাস - দাসত্বে ফেরা নির্বাপিত প্রদীপের নীচে।
'উৎপল, ফিরো না আজ; অখিল, তোমার শেষ বাস
অনেকক্ষণ চলে গেছে! শাল্‌কের অন্ধকারে
হোঁচট খেয়ো না গণপতি।
একসঙ্গে থাকব আজ সব আলো - অন্ধকার একটি গণ্ডুষে
চলো পান করব আজ বাইরে গিয়ে, সমস্ত সংসার
মা - বোন - ভাইয়ের মুখ, প্রেম - প্রতিশ্রুতি ভুলে যাও।
মনে রাখা বৃথা চেষ্টা, মুখস্থবিদ্যায় ধরা সংসারের স্মৃতি,
কেউ কাউকে মনে রাখে? কেউ কাউকে ভোলে না কখনো?
নলিনীর দলগত জল সব --- সেই ব্লাক পড়োনি শৈশবে?
তার চেয়ে এই ভালো, স্মৃতিহীন দেহের বন্দরে
কিছুক্ষণ থেকে ফের চলে যাই,
মন কারো থাকার জায়গা না।'
অখিল বিবর্ণ মুখে বলল, 'বাড়ি যাই।
মা আছে অপেক্ষা করে, বড়দা অসুস্থ, দেখি ট্যাক্সি পেয়ে যাব।'
'শাল্‌কে বেশি দূরে নয়, হেঁটে চলে যেতে পারি আমি,
তা ছাড়া নাইট ডিউটি কাল আবার,
আস্ত রাত জাগা কি ঠিক হবে?'---
গণপতি ধুয়ো ধরল নিখিলেশ হেসে বলল, 'যাও'।

সাহিত্যিক নিখিলেশ চলে গেল।
ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ নিয়ে
ট্রাউজারের ধুলো ঝেড়ে, অকম্পিত পদক্ষেপ ফেলে
পিছনে সরাইখানা, বাস স্টপ, অর্ধালোকে মূর্ছিত কলকাতা,

রাস্তার কুকুর আর বেবিট্যাক্সি, ফুটপাতের কৃষ্ণচূড়া গাছ।
বলিষ্ঠ হাতের মুঠো উৎপলের কাঁধে রেখে রাতের বাদশাহ
সিগারেট গুঁজলো মুখে, লাইটার জ্বালল ডান হাতে।

নিশীথ - নগরী সামনে, ধু - ধু তেপান্তর পার হয়ে
বেলফুল, গোড়ের মালা, গাঁদাফুল স্রোতে ভেসে যায়
প্রলাপে জড়ানো পথ, কনস্টেবল ঊর্ধ আঁখি জাগে,
মিহি ঘুঙুরের বোল, তবলা - বাঁয়া, গানের অস্পষ্ট ভ্রষ্টকলি,
স্খলিত উল্লাস, সব পার হয়ে রানীবালার ফ্ল্যাট।

বসবার ঘরখানা অবারিত! শৌখিন কাঠের বুকশেল্‌ফ
রবীন্দ্র - রচনাবলী উঁকি দিচ্ছে কাচের জান্‌লায়,
মজলিশি টেবিলখানা মাঝখানে রেখে, ঢালুপিঠ
অনুচচ চেয়ারগুলো সাজানো রয়েছে, পদতলে
কাশ্মীরি গালিচা, ঘরে নীল আলো, একটু পতিত চিহ্ নেই
কোনোখানে প্রচলিত নেড়িকুত্তা খাঁচার কোকিল!
বহু পরিচিতা যেন রানীবালা, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কোমল,
সামনে এসে কথা বলল সহজ সুন্দর স্বাভাবিক,
বলল, 'কী খাবেন আজ, দুজনেই থাকবেন এখানে?'
রাত্রির রমণী এসো, সঙ্গে নিয়ে সুধাভাণ্ডে বিষ,
আলিঙ্গনে দংশনের জ্বালা, দুই কটাক্ষে ছলনা,
করতলে প্রতারণা, অধরে মৃত্যুর লুব্ধ ছোঁয়া,
সমস্ত রহস্য উন্মোচিত করো সম্মুখ সমরে।
চলি যায় মরি হায় বসন্তের দিন, এই দুর্লভ যৌবনে,
শিল্পে দুশ্চর ব্রতে ক্রীতদাস, মসিচর্চা আমৃত্যু নিয়তি
ফেরাতে পারি না চোখ পাণ্ডুলিপি, ছাপাখানা থেকে।

স্বর্গ অভিপ্রেত নয়, জীবন্ত নরক অভিলাষ,
সশরীরে সব অন্ধকারে দেখব, শব্দহীন অতল গহ্বর।
রাত্রির রমণী এসো, গুজঙঘা, নাভি, মধ্যদেশ,
জননের অন্ধকার, বসুধারা, রোমাঞ্চিত রেখাবলী,
তৃষ্ণার রোদ্দুর কাঁপে প্রগল্‌ভিত স্তনের শিখরে;---
এসো, সামনে, এসো নারী, আরো সামনে আমার চোখের
আলিঙ্গনে চূর্ণ করে দেবো সব অপার্থিব বাঁক।

একটি শুভ্র ধুতি পরল নিখিলেশ জীর্ণবস্ত্রতুল্য সব ছেড়ে,
একান্ত সহজ যেন সব কিছু, নিষিদ্ধ নিয়ম কিছু নেই।
পিতৃদত্ত উপবীত স্কন্ধে ঝোলে, অপলক চোখে
এক মূহূর্ত দেখে নিল; অট্টহেসে বলল, 'চলে এসো

উৎপল, যা - কিছু দেখছ কৃতক্ষেত্র, তুমি শুধু নিমিত্ত কেবল,
এই নিষ্কোষিত নারী নিয়তির মতো জেনো অপেক্ষায় ছিল।
হাত পাতো রানীবালা, এই মৃত মুদ্রাগুলি নাও,
ক্ষতিচিহ্ন মুছে ফেলো কাল ভোরে, স্মৃতিচিহ্ন ভুলেও রেখো না।
আকস্মিক আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নেই রমণী - পুষে;
হৃদয় মানি না আমি, আসা অনিবার্য হলে আসি,
উল্কার মতন জ্বালি অন্ধকারে খসে যেতে যেতে।'

চিৎপুরে সকাল হল, স্থূল রোমহর্ষক সকাল।
হোস পাইপের শব্দ ময়লাগাড়ি,
কুঁকড়ো - কাক, দুষিত মানুষ,
শব্দ করে। তবু জবাকুসুমসংকাশ, সূর্য, চালচিত্র - ভোরে
কার নামে চোখ মেলি, কোন প্রতিমার মুখ ভেবে।
বিস্বাদ গ্লানিতে ভরে সারা মন, নরকের কীট মনে হয়
নিজেকে; জ্বলে ঘোরে পরিপার্শ্ব, প্রতিবেশী, শয্যার শরিক
উৎপলের কাছে সব ইতর কুৎসিত পরিণামী, সংজ্ঞাহীন।
নিখিলের দেওয়া শেষ সিগারেট পায়ের তলায় পিষ্ট করে
উৎপল উঠে এল বহুজীবী শয্যা থেকে; রানীবালার ফ্ল্যাট
নিজের প্রেতের মতো পিছু নিল, বিগত - চরিত্র আত্মকথা
যত মনে হল তত, অধঃপাতে অভিশপ্ত, লম্পট, জুয়াড়ি,
আরো নানা প্রতিশব্দে নিজেকে চিহ্নিত করে ভিড়ে মিশে গেল।

প্রথম মদের গ্লাসে মা-র মুখ দেখেছিল কাল,
সন্ধ্যার খোঁয়ার কাটলে পিতৃ - পূর্বপুষের ছবি
ভেসেছে বিনিদ্র চোখে অপ্সরার আলিঙ্গনে থেকে
অকলঙ্ক বংশলতা, দেশপ্রেম ঘরোয়ানা ছিল,
এখনো অপাপবিদ্ধ ভাই বোন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁধা আছে
দু-লাইন পদ্য লিখে পিতৃপরিচয় ভুলে যাবে
এত স্পর্ধা উৎপলের? উৎপল মাটিতে মিশে গেল।

প্রদীপ নেভে না, তবু চূর্ণ মুষ্টি ফিরে ফিরে আসে
লজ্জা শুধু লজ্জা শুধু লজ্জা; দেহ জানা হয়ে গেলে
পরম বিস্বাদ ওষ্ঠে, কামনিষ্ঠ চিন্তায় অচি,
যৌবনের যোগফল শূন্যে প্রমাণিত, প্রসারিত।
মধ্যবিত্ত অহংকার ভেঙে পড়ে চতুর্দিক জুড়ে,
শূন্যগর্ভ আত্মাঘা, উচচশিক্ষা মনুষ্যত্বে ভাঙে,
ঐতিহ্য অসহ্য বড়ো, অশ্রদ্ধা আপাতরম্য আজ
হীন কলমচির মতো দুর্নীতির সঙ্গতে চতুর।
থাকে না, থাকবে না কিছু, যাবে যাবে সমস্তই যাবে

সব পাপপুণ্যবোধ, দেবদেবী, বীর্যবান ক্ষমা,
উচচাঙ্গসংগীত, প্রেম, আত্মজিজ্ঞাসার রাজসূয়।
নৈরাশ্যে পীড়িত হল ভূত - ভবিষ্যৎ ভেবে.....

চিৎপুরের চোরাগলি, ঘাস - চটা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক,
ক্লাইভ স্ট্রিটের চাঁদ, ছ্যাকড়া গাড়ি, ক্লান্ত কলুটোলা,
অর্ধশতাব্দীর সব স্মৃতিচিহ্ন ক্ষতচিহ্ন হয়ে
ইতস্তত ছেয়ে আছে, আহির বণিকপল্লী, নাথের বাগানে
বটতলায় পঞ্জিকায়, সোনায় সোহাগা হয়ে গরানহাটায়
মানুষের আতির্যক হেঁটে যাওয়া গঙ্গাস্নানে রমণীগোপনে
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যবসায়ে, অন্ধকার অশ্লেষা মঘায়
নিষিদ্ধ নেশায় মজা ত্রীদতাস ত্রীতদাসী প্রেম,
কুমোরটুলির স্বপ্নে আগুনের প্রতিমায় মাখা
তেল রং; কথাকলি ঢাকের কাঠির নাচে, পাতালপুরীর
রাজকন্যা জেগে ওঠে অর্ধশতাব্দীর ঘুম ভেঙে।

যখন মল্লিকাবনে কলিকাল, লম্পট ফাল্গুনে
চতুর্দিকে জনপদ, প্রতিধবনি ফেরে পথে পথে
জ্যামিতি বিতর্কে ভরা ছন্দপতনের মতো ছাঁদে,
নিপাট উডকাট ছবি, চতুষ্কোণ মুখ, বন্যা খোঁপা
দেউলে বিকেলভর রাজপথের অশ্লীলতা দেখা।

কলকাতা কলম পেষে পোষ্যভারাক্রান্ত দ্বিপ্রহরে
দড়ির আগুনে জ্বলে সিগারেট, নখচিহ্ন সিনেমা পোস্টারে
পাঠ্যবই বাহুমূলে বিদ্যালয় নির্বাসন রেখে।

সব যেন প্যারাডাইস লস্ট;
তবু কেয়াফুল কিনি আষাঢ়ে শ্রাবণে, সন্ধ্যাবেলা
রজনীগন্ধার ঝাড় হাতে নিয়ে ঘরের দরজায় ফিরে আসি,
কখনো উদাস চোখে সোনার ঝলকতোলা মেঘমালা দেখি,
রেডিয়োর নব ঘোরাই রবীন্দ্রসংগীত খুঁজে, কবিতার বই
পড়ি, ক্লান্ত হই, পড়ি; নক্ষত্রখচিত মহাকাশে
চোখ রাখি, অন্ধ বিশালতা দেখি রাশিচত্রে
কোটি কোটি আলোক - বৎসর ---
একবিন্দু তারার আলো কালের কপোলতলে জ্বলে।
জলঙ্গী--, যমুনা - কূলে শ্রীরাধিকা, ইউনিভাসিটির ক্যান্টিনে
রূপমঞ্জরীর মতো মালবিকা দিনান্তের প্রতীক্ষায় থাকে
সব ব্যবধান চূর্ণ করে তাই যেতে হয় ট্রামে বাসে অসাধ্যসাধনে,
দেহের অতীত তাই কিছু কিছু থাকে,

কালো চোখে, কালো কেশে মেঘ - চেরা আলো
হয়তো হৃদয় আছে, সবার নেপথ্যে আছে প্রেম।

।। তিন ।।
কুয়াশার ঘোমটা - টানা চতুর্দিক, বৃষ্টি পড়ে, ঘন বৃষ্টি পড়ে....
আকাশে কাজললতা - মেঘ, শুধু মেঘ আর মেঘ
আঠার মতন লেপটে আছে; দূরে বৃক্ষ জনপদ পথ
ঝাপসা, অ্যালকাথিনে মোড়া উপন্যাস রঙিন মলাট
দেখে গল্প মনে পড়ে; টালাপার্ক পানাপুকুরের মতো ভাসে,
কবন্ধ দৈত্যের মতো টালাট্যাঙ্ক সুবিশাল খাড়া হয়ে আছে।
ছাতিম জাল নিম শিশু আর শিরীষের বনে
জলসা - নাট নেচে যায় ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি পড়ে সরোদে জলদে।

বিছানায় উঠে বসল মালবিকা, ত্রস্ত মনে, আলুথালু পোশাক কুড়িয়ে
এক পলক কান পেতে রিমঝিম শব্দ শুনল জানালার ওপারে,
ক্যাবিনে পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র দেখার মতো
এক টুকরো আকাশ দেখে সমস্ত আকাশ ভেবে নিল।

অ্যালার্ম বাজেনি আজ? বেলা সাতটা! চমকে উঠে শেষে
হেসে ফেলল, স্কুল নেই, রবিবার, মেঘে - ঢাকা রবিবার আজ
স্খলিত কাজের গ্রন্থি, টাইমপিসে নিঃশব্দ সকাল খেলা করে;
অচল দোতলা বাস অপ্রসন্ন ম্যামথের মতো
অধুনা থমকে গেছে; নীচে জলস্রোত,
মেঘলা, ছুটি, ঘন বৃষ্টি ক্যালেন্ডারে লাল রবিবার ---
জল পড়ে পাতা নড়ে রূপকথার তেপান্তর মাঠে
মত্ত দাদুরি ডাকে, স্বপ্নে যেন রোমাঞ্চিত ছায়া
ঘরোয়া গল্পের মধ্যে দুলতে থাকে শৈশবযৌবন।
বিছানায় শুয়ে পড়ল মালবিকা, অ্যাকোরিয়ামের আলো জ্বলে
রঙিন শ্যাওলা, বালি, নুড়ি পাথর জলের গহ্বরে
জ্বলে উঠল অলৌকিক রাজধানী, সাতসাগরের
রাজকন্যা ঘুমিয়েছে কোনখানে, কবে জাগবে, কে এসে জাগাবে
আশ্চর্য যৌবন তার; রঙিন মাছের দল সোনারূপার কাঠি
খেলা করে, ছোটোবেলা থেকে মনে হয়
মাছের ভীষন কষ্ট, ঘুম নেই অপলক চোখে
শুধু জলরেখা কাঁপে, শুধু জলরেখা, জলরেখা।

পূর্বপুষের রক্তে, শোনা যায়, একদিন ঘরের বাহির
প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, সেইসব দোর্দণ্ডপ্রতাপ
দেয়ালে নিবন্ধ আজ তৈলচিত্রে; আবলুস কাঠের

ফ্রেমে বাঁধা বাইসন, বল্‌গা হরিণের বন্য মাথা,
গজদন্ত দীপাধারে, ব্যাঘ্রচর্ম, জন্তুর কঙ্কালে
এ বংশের জাদুঘর ভরে আছে, বড়ো বড়ো ভারী তরবারি
দেয়ালে টাঙানো, ঢাল বল্লম, কুঠার মরচে ধরে
এসেছে এখন, কিংবা বিগত রক্তের দাগ লেগে আছে, তার পাশাপাশি
সেতার রবাব বীণা নানাকৃতি, ধূলায় ধূসর
সোনার তারগুলো আজ জংধরা, তবলা পাখোয়াজ পড়ে আছে ---
বাগানবাড়ির কোন জলসাঘর আলো করে তারা
দুর্লভ বাইজির কণ্ঠে সুর দিত নিশীথ নূপুরে ---
বুকে রক্তধারা নাচত নিদ্রাহীন সুরে ও সুরায়;
আজ কীর্তিহাস সব, উচ্ছিষ্টের মতো পড়ে আছে।
বিশ শতকের এই মধ্যকালে করভারে জর্জরিত হয়ে
শেষ অবশেষ এই অট্টালিকা; কলকাতার শেষ বংশধর
মৃগাঙ্কশঙ্করবাবু, মোটামুটি মোটা মাইনে পেয়ে
বর্মাশেলে কাজ করেন, বিপত্নীক; একমাত্র মেয়ে
মালবিকা। স্কুলের চাকরিটা তার শখ করে,
এম. এ. পড়ছে, সে সঙ্গে স্বাবলম্বনের চর্চা শু।

পরদা তুলে ভজা এসে দাঁড়াল দরজায় হেঁ হে করে।
'আ মরণ! ভেংচি কাটে দ্যাখো দেখি, হতচ্ছাড়া কর্তাভজা,
অপরূপ মূর্তি নিয়ে প্রভাতে উদয় কেন, কী হয়েছে শব্দ করে বল্'---
বিলিতি যন্ত্রের যেন রিডগুলো কেঁপে উঠল আহা
বত্রিশপাটির মধ্যে স মোটা বিচিত্র রাগিণী
হাসি হয়ে দেখা দিল, এক - একটি শব্দের কাতুকুতু
লেগে লেগে নেচে উঠল ভজহরি, বহু কষ্টে মর্মোদ্ধার হল ---
নব আগন্তুক কেউ বৈঠকখানায় বসে আছে,
সম্ভবত হাস্যকর, সম্ভবত অদ্ভুতদর্শন।
ভজহরি তাই হাসছে; হাস্যকর কে আবার এল?

কে এই সকালে তার কাছে আসবে পাকপাড়ার তরঙ্গ সাঁতরিয়ে
এমন পাগলা - হাওয়া বাদলা দিনে, বৃষ্টির - নেশা - পাওয়া
চায়ের সকালে কার অনিবার্য প্রয়োজন হল?
পরিচিত নামগুলো ভেবে নিল কার্যকারণের সূত্র ধরে
হিসেব মিলল না তবু, কারো তো আসার কথা নেই।
কলঘরে ছুটে গেল, নিদ্রায় পীড়িত স্ফীত মুখ,
ডাগর চোখের পাতা নিষ্কাজল, কয়েক লহমা
আয়নায় তাকিয়ে থাকল, তারপর সুবিন্যস্ত হয়ে
নীচে নেমে এসে যাকে দেখল তাকে আদপে ভাবেনি।
একেবারে কাকমূর্তি উৎপল দাঁড়িয়ে আছে জলজ্যান্ত সাঁতার মতো।

উদাসী রেখায় আঁকা প্রোফাইল, দেয়ালের ছবি দেখছে চেয়ে
আঙুল - চালানো চুলে জল গড়াচ্ছে, দীর্ঘকায় ছায়া।
মাটিতে লুটিয়ে আছে জল, তার আপাদমস্তক থেকে জল
ভাসিয়ে ঘরের মেঝে একদিকে বয়ে যাচ্ছে সরলরেখায়।
বস্তুভার ধীরে ধীরেশ্বাসদ্ধ করে আনে যেন
নিথ্যার চেয়েও সত্য গ্লানিময় কখনো কখনো।
রমণীয় শরীরের সুগোপন রহস্য যা - কিছু
জানা হয়ে গেলে পর দেহবিজ্ঞানের গলিঘুঁজি
সব সন্ধিঅনুসন্ধিঅ্যানাটমির আশর্চ্য ভূগোল
নখের দর্পণে ভাসলে সুভ্রূ আঁখি, কেশগুচ্ছ, তরল অধর, বাহুমূল
সব মোহশূন্য লাগে, স্থূল জঙ্ঘা সদৃশ্য অরব
সমস্ত শরীরে যেন ভাষা নেই, পঙ্কিল কূপের মতো লাগে।
অথচ আশর্চ্য এই মিনে - করা বাইরেটুকু দেখে
বিমুগ্ধ সংসার চলছে ললিতে বিভাসে ঘরে ঘরে।
শঙ্খের মতন গ্রীবা, তিলোত্তমা তিল, আর কপালের টিপ
সোহাগী ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তামালা, দন্তচি আলো - করা হাসি
বিদ্যুল্লতার মতো, কণ্ঠস্বর, গমন গমক
আমাদের বিদ্ধ করে, সম্মোহিত হই আমরা আজো।
বিস্বাদ দু- চোখে ফের আলো ফিরল, রক্তমুখী বুকের ভিতর
চঞ্চলতা ফিরে এল, মালবিকা, মালবিকা, আহা!
‘এখানে হঠাৎ তুমি? আজ এই অসময়ে? স্বপ্নেও ভাবিনি
তুমি কি উৎপল রায়? জার্নালিস্ট, খবর - কাগুজে, দেখি, দেখি,
আমারই ঘরের মধ্যে এসে গেছ জলমগ্ন পাকপাড়া ভেঙে,
প্রথম এবং এই নাটকীয় আগমনে অধমা ভীষণ খুশি হল।’
‘সত্যি অসময়ে আজ, বলতে গেলে দুঃসময়ে আজ
লজ্জিত সেজন্যে---’
‘ছি ছি, তা বলিনি, আরে, বোসো বোসো।
পোশাক বদলাতে হবে, নইলে ঠিক নিউমোনিয়া জানি।
ভজা, কর্তা - ভজা শোন্’ --- পরদার আড়ালে চলে গেল।

মৃগাঙ্কবাবুর ধুতি - পাঞ্জাবিতে দেহ রক্ষা করে, জুতো খুলে
উৎপল আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকল গরম সোফায়
চতুর্দেয়াল জুড়ে পূর্বপুষের পৌষের ছবি।
হাতির দাঁতের কাকাজ করা ট্রে দু-হাতে ধরে
মালবিকা ঘরে ঢুকল, ‘কফি খাবে? গরম সিঙাড়া?’
মুখোমুখি বসে পড়ল, পেয়ালা পিরিচ ঠিক করে
রঙিন লিকারে শাদা দুধ ঢালল, চিনির চামচেয়
মিষ্টি শব্দ তুলে বলল, ‘বিকাশদার ক্যান্টিনে এমন
পাবে না নিশ্চয়। কাল মমতা নমিতা ও রা সব

ডুব - সাঁতার কথা জানতে এসেছিল কায়দা করে।'
উৎপলের মুখ খুলল এতক্ষণে, 'কে, ডুব - সাঁতা কার কথা?'
'পরম নিশ্চিন্তে যিনি ইউনিভার্সিটি ডুব দেন
শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে, অদ্য কল্য ডুমুরের ফুল;
ভিজে বেড়ালের মতো যিনি ফের বান্ধবীর ঘরে ---'
পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসল একটুখানি।
'যে - কথা বলার জন্যে এত ভোরে, এমন সকালে আসতে হল
এমন মুঘলধারা বৃষ্টিতে, সে - কথা বলতে দাও---
বিশ্বাস কোরো না তুমি আর আমাকে; সব প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেছে
আমার ক্ষুধার কাছে শুচিশুদ্ধ সমস্ত বিশ্বাসে
সব পবিত্রতা নষ্ট, ভ্রষ্টযৌবনের প্রেম আমি।'
'কবিতার ভাষা দিয়ে কীসব সংলাপ আউড়ে গেলে---
স্পষ্ট করে বলো দেখি, বোধগম্য হল না কিছুই,
কীসের যন্ত্রণা এত, ছুটে আসতে হল যার টানে?'
'তোমাকে ভীষন ভালোবাসতে গিয়ে ভালোবাসা হল না আমার
অন্ধ রজনীর টানে ভেসে গেলাম পঙ্কিল দুর্গমে,
এখন আমার আর কিছু নেই অফুরন্ত ঘৃণা ছাড়া নিজেকে দেবার।
রাত্রির কুটিল রন্ধ্রে চোখ রেখে রাত্রির রহস্য জেনে গেছি,
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, রমণী আরম্য প্রসাধন।'
'মাতাল প্রলাপে বড়ো ভয় করে;
জানতে চাই না আর কিছু, এসো---
উৎপল এখন আমরা গল্প করি, কফি ঠাণ্ডা হল, কফি খাও।'
'পাপের বেতন মৃত্যু; পাপ - জিজ্ঞাসার পরিণামে
এ - পৃথিবী নিত্তর নয়, সব শূন্য ফাঁপা নিকৃষ্ট কর্দম
ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তুমি যদি হও বিমুখ তা হলে, মালবিকা?
নিষিদ্ধ পল্লিতে আমি একটি রাত্রি যাপন করেছি
প্রভূত নেশার পরে বন্ধু - সহ, বারাঙ্গনা - সহ
মনে হয়েছিল আমি সহমৃত; নিতান্ত অচিকর চিতার উপরে
শুয়ে আছি, উলঙ্গ শয্যায়।
বহু বহু রজনীর কলঙ্কচিহ্নের মাঝখানে
অর্থ - বশীভূতা নারী পাশে শুয়ে, দেহতলে শুয়ে
শূন্য বোতলের সঙ্গে মৃত আত্মা মেঝেতে গড়ায়---'

চমকে উঠল মালবিকা উৎপলের স্বীকারোক্তি শুনে---
প্রথমে বিবর্ণ হল মুখ চোখ, তারপর দাণ ঘৃণায়
জ্বলে উঠল, কফির পেয়ালা ঠেলে দিয়ে,
আচমকা দাঁড়াল, 'এত অধঃপাতে গেছ তুমি ইতর পুষ!
জঙ্গল তোমার যোগ্য জায়গা
ফেলে লোকালয়ে কেন?

প্রেম করতে ভালো লাগে? লম্পট! এখনি বাইরে যাও,
যাও--- এই ঘর আর কলঙ্কিত কারো না---'
'সব শোনো'-----
উৎপল দাঁড়াল সোফা ছেড়ে, ম্লান অনুনয়ে যেন---
'আমার এখনো কিছু বলবার আছে, চলে যাব
সব কথা বলা হলে, চাই না বিশ্বাস প্রেম প্রীতি,
পতিত ব্রাত্য আমি, যৌবনের অধোদেশ ছুঁয়ে---'
'যাও এই মুহূর্তেই যাও আমার সামনে থেকে যাও,
যে মতলবেই এসে থাকো, লোক ডাকব এক পা এগোলে,
স্কাউন্ড্রেল---'
বাক্যব্যয় বৃথা জেনে নিত্তরে বাইরে চলে গেল।
বাইরে তখনো জল, ঘনঘটা করে বৃষ্টি এল।
ছিন্ন হয়ে গেল সব, সব স্মৃতি, চোখের, মনের।
ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকল দূর বাইরে, বৃষ্টির বলয়ে
উৎপল মিলিয়ে গেল, জলকালি আকাশের পটে
হাহাকারী হাওয়া ঘুরছে; অন্তর্জ্বালা বৃশ্চিক - দংশনে,
সমস্ত পুষ আজ হীনজীবী, নরকের কীটের মতন
নেশাচ্ছন্ন হয়ে আছে, জারতুল্য,
নারীর সুলভ মূল্য দুই হাতে গোনা।
বিশ্বাস কোথাও নেই, ভালোবাসা কাউকে যাবে না।
প্রথম পুষ আজ নির্বাসিত জীবনযৌবনমন থেকে,
অসংখ্য স্মৃতির টুকরো বুকের মাঝখানে বিঁধে আছে।
বিনিদ্র মাছের কথা মনে পড়ল, নিষ্পলক মীনাক্ষীর কথা,
জলরেখা কাঁপে শুধু, জলরেখা চোখের ভিতর।

রেডিয়ার নব ঘোরাল শুয়ে শুয়ে, একতারায় বেজে উঠল গান
'চুল ভেজাব না আমি, বেণী ভেজাব না', জলে নেমে।
ঝাপসা চোখে মালবিকা উদাসিনী রাজকন্যার মতো
পালঙ্কচারিণী, সামনে তেপান্তর, অন্ধকার রাত।

'এমনি করে মাঝে মাঝে সব পথ শেষ হয়ে যায়;
কোথাও যাবার নেই আজ আমার, ঊর্ধব - অধঃ দ্ধ হয়ে গেছে' ---
উৎপল রাস্তায় এসে মেঘভার শিরোধার্য করে,
থমকে গেল সামনে চেয়ে, থই থই পাকপাড়া পথ।
শিঙের গুঁতো মতো পিছনে ধারালো হর্ন দিল
অপ্রসন্ন ক্যাডিলাক, স্টিয়ারিং - এর পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী যুবতী
হরতনের মতো নখ রঙিন কিউটেক্সে আঁকাবাঁকা।
'কাম ইন মিস্টার বোস, দীনের গাড়িতে একটু পদধূলি হোক,
বহুদিন পরে দেখা', শব্দ করে দরজা খুলে দিল।

ফ্রেঞ্চ শিখত শখ করে, আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ঘরে
একদিন সামান্য - কিছু অন্য পরিচয় হয়েছিল
মনে পড়ল উৎপলের, একটি রসিক ছেলে অগ্নিশিখা বলে
ডেকেছিল। তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর 'হে পতঙ্গ মোর
বন্ধ কোরো না পাখা অ্যাট ওয়ান্স।'
হাসি নিভে গেল।

।। চার ।।

জীবন-, যৌবন - ব্যাপী জনপথ, জন্মজন্মান্তর ছুঁয়ে আছে
নিকটে বুকের কাছে, দূরে বৃক্ষলোকে; পিতামহ
পুন্নাম - পতিত, পৌত্র আত্মহন্তা, অযোনিসম্ভূত আমি
কার বুক চিহ্ করে লক্ষ্য সাধি অব্যর্থ বুলেটে
হাতল ঘোরালে পথ, ধীরোদাত্ত মর্মভেদী পথ
জটিল ধাঁধার মতো, অন্ধকার চক্রনেমি নারী
সব পিষ্ট করে চলি তথাগত বয়স্ক বিলাসে।

হাতল ঘোরালে পথ, অন্ধ দরজা খুলে ফেললে পথ।
নিখিলেশ পথে নামল অতিকায় বৃত্তি নিয়ে যেন,
পিছনে গগনচুম্বী ছায়া, সামনে ডাইনে বাঁয়ে কারা
কীটতুল্য আসে যায়, ঝুঁকে দেখলে মনুষ্য - আকৃতি
গাড়ি বাড়ি, জনশিক্ষা, মৌমাছি - সমাজ, গির্জা মঠ
সমস্ত পায়ের নীচে ফেলে ফেলে ইতিহাসতুল্য নিখিলেশ
হেঁটে যাচ্ছে পিষ্ট করে, উল্লাসরভসে একা একা
হাতে মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারে - অপব্যবহারে
অথচ মুখের হাসি শুভময়, অলক্ষ্যে কুটিল বসে আছে
কেউ তা জানে না; হায়, মানুষের মুখশ্রীতে অটল বিশ্বাস
এখনো মানুষ রাখে, বিশ্বাস এখনো বেঁচে আছে?

জানলা দিয়ে উড়ে এল খবর - কাগজ শব্দ করে
নিদ্রিত মুখের পরে নিউজপ্রিন্ট, কবোষ্ণ কালির
ঘন ছাপা, হেডলাইনে রণাঙ্গন ব্যূহ করা, প্রেসের গুঞ্জন
নিদ্রাহীন লেগে আছে, রাত্রির আশর্চ্য গন্ধ, স্খলিত পঞ্চম
পৃষ্ঠা চোখে লাগল, তাই স্বপ্নভঙ্গ হল অবশেষে
নির্জলা খবরে চোখ ধুয়ে, আরো কিছুক্ষণ শুয়ে
সদ্য দেখা স্বপ্ন দেখল জেগে জেগে মেজাজি আমেজে,
কলকাতার কলরব জানলার ওপিঠে কাকভোরে।

সুদৃশ্য সুজনির ঢাকা গেছে মথিত শয্যায়,

কোথাও কালির দাগ, ক্যাপ - খোলা কলমের নিব
বিঁধে আছে নরম তোশকে শয্যাশায়ী খোলা বই,
পাতার গভীর ফাঁকে সিগ্‌রেটের অসাবধান ছাই
ট্রেনের জানলায় যেন কয়লার গুঁড়োয় সিঁথি ভরা।

ফুলস্ক্যাপ পড়ে আছে ভাঁজ খাওয়া, ঘামে - জুলে - যাওয়া
লেখাগুলো, অসংখ্য অক্ষর - কীট দগ্ধপক্ষ প্রদীপের নীচে
জাগরণে তিন - চতুর্থাংশ বিভাবরী, বাকিটুকু
ভঙ্গুর নিদ্রার মধ্যে, রক্তচক্ষু নিখিলেশ দ্যাখে
সবুজ ঘেরটোপে ঢাকা আলো জ্বলছে, বালিশের নীচে
রূপোর টাকার মতো হাতঘড়িটা মৃদু তালে বাজে।
টেবিলে বাংলা বইয়ে একগ্লাস জল ঢাকা ছিল
হাত বাড়িয়ে খেয়ে নিল সবটুকু, বুকে যেন দাণ পিপাসা।

মাথার উপরে ঠিক তেতলায় মা - বাবা এখনো শুয়ে আছে
অটুট দাম্পত্যে আজো দ্রব হয়ে; কণ্ঠালিষে প্রণয়িনিজনে
কিং পুনর্দূরসংস্থে; ত্রিশ বছর এক খাটে এক বিছানায়
নিবিড় ঐক্যের মতো, পৌঢ় পারাবতী প্রেম জাগে।
এমন সন্তুষ্ট সুখী গৃহস্থ - গৃহস্থী কদাচিৎ
দেখা যায় এ - যুগে, যখন ---
গাঁটছড়া খুলে সব যুগলেরা মনোবিজ্ঞানীর কাছে যায়,
দুর্বোধ্য জটিল বিকর্ষণে ভোগে
জতুগৃহ; আইন আদালত
অধুনা তুড়িয়ে ছাপে প্রেমকিস্‌সা ঘরে - বাইরে জুড়ে।

এমন সুখের নীড়ে নিখিলেশ সুখ পায় না তবু।
সৌভাগ্যে বিদ্রোহী মন, স্বচ্ছলতা সম্পূর্ণতা সব
এই যুগে অর্থহীন, দুরারোগ্য জন্মাবে মানুষ
তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় ভুগবে, ডুববে ডোবে সব কিছু,
Life begins with fire and ends in smoke:

অর্থাৎ চারমিনার, কটু কড়া তাম্রকূট, পোড়ে
অগ্নিজ্বালা বুকে নিয়ে, নৈরাশ্যে ধোঁয়ায় অবশেষে!
ভুখা মিছিলের মধ্যে পরিতৃপ্ত পাকস্থলী নিয়ে
আত্মার প্রশান্তি নিয়ে, প্রেম নিয়ে, পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে
দ্বিরাগমনের চেয়ে দুঃখ নেই; 'সিলি', অর্থহীন, 'ভালগার'।
এর চেয়ে নষ্টনীড় ঢের ভালো, সবার ধারণা চূর্ণ করে
স্বাধীন প্রমত্ত হওয়া, উচ্ছৃঙ্খল, বন্দী প্রমিথিউসের চেয়ে
অভাব, উদগার, ক্ষয় --- নরকের নাগরিক হওয়া।

পৈতৃক ছাদের নীচে কে আর যযাতি হতে চায়!
ব্যাঙ্কের সকল অঙ্ক তাকে লক্ষ্য করে, নিখিলেশ
জানে, আর জানে বলে এত ভয়, ছক - বাঁধা ভালোমানুষ হতে
দুর্গতি অনেক ভালো গতানুগতির চেয়ে; ভাঙো, ভাঙো,
সমস্ত দেওয়াল, সিঁড়ি, সমস্ত নিজের বর্মগুলি,
নপুংসক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, অন্ত্যজ বিশ্বাস
থাকবে না, থাকে না কিছু, অতিকায় মানুষের কাছে
কাম্য হোক শক্তিশেল, কাম্য হোক প্যারাডাইস - লস্ট।

বিস্বাদ মুখের রন্ধ্র, পীড়িত দু-চোখ জ্বালা করে। নিখিলেশ
ছিন্নভিন্ন পাণ্ডুলিপি তুলে রাখল কাঠের দেরাজে,
নেভাল রাত্রির আলো সুইচ টিপে, পকেট হাতড়িয়ে
দেখল চারমিনার, পয়সা, দেশলাই অদগ্ধ কাঠি অনাহৃত আছে,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা, এই রবিবারে, আহা নাচে
উৎপল - সমর - গণপতি সব জমায়েত, বিলিতি গানের এক কলি
শিস দিয়ে বাজাল কলঘরে গিয়ে, অতঃপর কয়েক মিনিটে
সুসম্পন্ন নাগরিক বাইরে এল, অনর্গল খোলা বুকে
সমস্ত বোতামছুট ঘরগুলোয়, রোমাঞ্চিত বক্ষপটে,
ট্রাউজার কোমরে এঁটে পদাতিক পথে নেমে এল।

গলির মুখের কাছে 'সঞ্জীবনী কেবিন' - সবাই
দাবার বোড়ের মতো বসে গেল উলটেপালটে চেয়ার সাজিয়ে,
রোববারের পাতা নিয়ে, আজগুবি খবর নিয়ে কেউ,
সমর এক তাড়া প্রুফ মেলে ধরল নিখিল - সমীপে
পত্রিকার শেষ ফর্মা ছাপা হতে যাচ্ছে এইবার
নিখিলের গল্প যাচ্ছে, নতুন রীতির গল্প,
তাই প্রুফ দেখা সমীচীন।

পকেটে তুলির গুচ্ছ, তৃপ্ত মুখে তিলক পেয়ালা টেনে নিল,
উৎপল উদ্যমহীন বসে আছে ভাঁজ - করা কাগজের মতো
কী হয়েছে তাই তার, হয়েছে কী, কিছু কি হয়েছে?
একটি নতুন মুখ তার পাশে, একাধারে নাট্যকার - নট,
শৌখিন মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে
অখিল এনেছে তাকে এ - আড্ডায়, শনিবার অভিনয় - শেষে
মফস্বল থেকে ফিরছে, এখনো চোখের কোলে কালি,
মেক - আপের অনুষঙ্গ লেগে আছে তামাম মুখের চৌধারে
ক্রেপের কুচির সঙ্গে ঝুটোদাড়ি, স্পিরিটগাম, পেন্ট,
সুর্মার বিস্তার চোখে, বহুত ধকলে ধুতি - শার্ট
দুমড়ে - চুমড়ে ভাঁজ খেয়ে একাকার। টোস্ট খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে।

অখিল দেখি ক্যাপুস্টেন দেখি একগোটা, আমাদের নাট্যকারকে দাও---
কাল রাত্রে তুলকালাম হয়ে গেছে, বেঘোরে প্রাণটা যেতে বাকি,
মফস্বলে আর নয়, এই নাক কান মলছি বাপ।
যাত্রার আদিরসে টইটম্বুর, নবনাট্য লবডঙ্কা হবে
গেঁজেল গোঁয়ার গোল দর্শকের...উফ্ - ফাদার...
গণপতি এই অখিল ওকী হচেছ প্রাতঃকালে খিস্তির স্যাম্পেল,
এক কাপে শানায়নি, আউর একঠো ডবল হাফ চাই ?
মফস্বল - বাংলা তুলে ফের যদি কোনো কথা শুনি ---
অখল একটা মহৎ দোষ, ইডিয়ট, নাক গলানো যেখানে সেখানে,
যা জানিস না তাই নিয়েই বত্তিয়ার খলজি বনে যাস
অ্যাকটিং - এর বুঝিস কিছু, অডিয়েন্স - সাইকোলজি ? ছাই !
তিলক হাত থাকতে মুখে কেন ভ্রাতৃবৃন্দ---
নাট্যকার কলকাতার স্টেজে কিন্তু বয়ঃসন্ধি ঘুরে ঘুরে আসে,
'ওল্ড কিউরিয়ো' যেন উনিশ শতক, তাই বঙ্গসংস্কৃতি,
তাই যাত্রা, তরজাগান, কবি - লড়াই, সমরেশবাবু,
লোকে চাইছে পুরাতনী, নতুন বোতলে ভরে মান্ধাতার রস--
যুগচি চত্রবৎ, কলিতীর্থ কলকাতায় বসে
স্টেজের চেহারা দেখলে কান্না পাবে, সব অন্ধকার
ফাটা রেকর্ডের মতো মঞ্চের পোস্টার ঘুরে ঘুরে
একই কথা কয়, শুধু রজনীর সংখ্যা বাড়ে পাশে,
নতুন নাটক নেই, একই সেতু বন্ধ হয়ে আছে;
এখন সাহিত্যচর্চা অন্যদিকে, প্রেস - নোটে ধাবিত---
সমর এত ভঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, স্টেজে ঘুঘু চরছে বলতে গেলে,
ওদিকে সিনেমা উড়ছে পিয়ারি পরীর ডানা মেলে,
তবে কেন বৃথা চেষ্টা ঘুরন্ত মঞ্চের পিছু ঘুরে
ম্যাজিক দেখিয়ে স্টেজে, নাচ দেখিয়ে, ভানুমতীর খেল
জনতা বসবে না আর, যে সব লোকের চোখে জল
ছিল তারা চলে গেছে অনেক কাল। This stage of
ত্স্প জ্ন্দ্বব্ধত্তজ্জ্ব প্রেস তার চাইতে বেশি দামি,
অধিক নগদ মূল্যে দুই হাত ভরে দেয়, তাসে গোলাম
তাই আমরা, জীবিকার বাজি ধরতে হলে
তে - পেয়ে ঘোড়াকে কার ভরসা হয় ? স্টেজ ওয়েস্টেজ !
নাট্যকার জুয়াড়ির মতো কথা হল বটে। জীবনে কেবল জুয়া নেই
অন্যতর জয় আছে, শিল্প অপবিত্র সংস্থা নয়;
দারিদ্র্য ছিল না কবে, কবিতায় পয়সা কবে ছিল,
মাথার উপরে ছাদ পড়োপড়ো কবিপ্রতিভার
চিরকাল, তবু এটা বাংলাদেশ কবিতার দেশে হয়ে আছে।
সমর কাব্যের প্রশস্তি শুনে ধন্যবাদ। মানলাম সমস্ত জুয়া না,

পৃথিবীতে জুয়ার অতীত কিছু আছে
সেটা জাদু। জাদু নয়? অন্যতর হাত - সাফাই নয়?
মৃত্যুর যমকল্পে ব্যাজস্তুতি, ইন্দ্রিয়তাড়ন, যাচ্ছেতাই
ভেবে দেখলে কোনোখানে ভরসা নেই কাব্যে কি নাটকে!
উৎপল সম্প্রতি নতুন কিছু লিখলেন, নতুন নাটক?
নাট্যকার আমরা অভিনয় করি নাটক, কিন্তু অতিনাটক নয়
শিল্পে কি সাহিত্যে কোনো অভিনয় অভিপ্রেত নয়
তাই মনে হয় এটা অনধিকার চর্চা করছি শুধু;
এখন ভরসা মাত্র আপনারাই, মুখ ফেরান যদি
ভিক্ষুক স্টেজের দিকে, সব মুদ্রাদোষ ভুলে গিয়ে
অর্থানর্থে অবিত্রীত, অবিকৃত শেষ অবধি থেকে।
সমর অভ্যেস হয়েছে শুধু দূর থেকে রঙ্গমঞ্চ দেখা,
তৃতীয় পুষ আমরা, উইংসে হয়নি উঁকি দেওয়া,
সব স্টেজ - রিহার্সালে, গ্রিনম রহস্যের মতো
অভিনেত্রী প্রহেলিকা, যাকে বলে মঞ্চমূর্খ তাই।
সেই আমাদের হাতে নাটকের ভার পড়লে আর
দর্শক খেপতে কিছু বাকি থাকবে?
সমস্ত চেয়ার চূর্ণ হতে?
নাট্যকার আপনার মতন কবি এই কথা বলবে, শুনব তাই?
এখনো সমস্ত দেশ মনে মনে কান পেতে আছে
যাত্রা - উত্তরাধিকারী, রীতিমতো রীতি বদলালেও,
কাব্যনাট্য চাই, তার অনিবার্য প্রয়োজন আছে;
নাটক লিখুন দেখি, কাব্যনাট্য, এ-যুগের সমস্ত হাহাকার।
আমি তাকে রূপ দেবো, কণ্ঠ দেবো, প্রাণমন যতটুকু আছে
দেবো, সব দেবো যাতে চোখের পলক
ফেলতে ভুলে যায় গোটা বাংলাদেশ। হাত মেলান দেখি---

'সঞ্জীবনী কেবিন'--- এর ঠিক সামনে ট্যাক্সি থামল এসে,
অবাঙালি মেয়ে একটি মুখ বাড়াল, 'শুনুন, শুনছেন?'
নিখিলেশ সামনে ছিল, উঠে গেল, 'বলুন কী চাই?'
'বৃন্দাবন মিত্র লেন এইটে তো? উনিশ নম্বর কোনদিকে
পড়বে বলতে পারেন কি?' শুভ্র দাঁতে হাসল একটুখানি।
পথের নির্দেশ দিয়ে নিখিলেশ ফিরে এল বন্ধুদের কাছে।
'একেবারে অগ্নিশিখা', অখিল টিপ্পনী কাটল আড়চোখে চেয়ে,
আজকের দিন তোমার ভালো যাবে মনে হচ্ছে দেখে।'
'পারশি মেয়ে মনে হল', গণপতি সহাস্যে বাত্লালো,
'চমৎকার বাংলা বলল কিন্তু দ্যাখো, বিজাতীর জড়তার লেশ
নেই, শুধু তাই নয়, শাড়ির মারপাঁচখানা লক্ষ করলে কিছু?'
'ড্রামাটিক হিট দিতাম এমনিধারা হিরোইন পেলে,'

‘মঞ্চ তো মালঞ্চ নয়’, নাট্যকারের জবাবে অখিল।
একখানা পেনসিল - স্কেচ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে,
পূর্ব - অনুবৃত্তি বন্ধ, অঙ্কুরে বিনষ্ট হল বক্তৃতার মালা।
‘ট্রাঙ্ক, হোল্ড - অল দেখলে কেরিয়ারে?
বলতে গেলে পাশের বাড়িতে
কে এল আবার দ্যাখো; তোমার তো উনিশের - দু?’
উৎপলের চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল নিখিলেশ।
‘মাঝে মাঝে কী যে হয়’, সমরেশ ভাবল মনে মনে,
‘মুখের মিছিলে কোনো কোনো মুখ চমকে দিয়ে যায়,
এলোমেলো হয়ে যায় সব চিন্তা, ঘুমছুট চোখে
এসপার - ওসপার করি নিঃসঙ্গ বিছানা, কেন? কেন?’

হতবুদ্ধি নিখিলেশ চমকে গেল আড্ডা থেকে ফিরে
বাড়িতে ঢোকার মুখে, সেই পারশি, অবাঙালি মেয়ে
তার মা - র সঙ্গে বসে গল্প করছে অন্তরঙ্গ হয়ে!
‘ফেরার সময় হল এতক্ষণে? দ্যাখ্ দেখি, কে এসেছে দ্যাখ্!
শর্মিলা, চিনতে পারো নিখিলদাকে? মুঙ্গেরের কথা
নিশ্চয় তোমার ভালো মনে নেই। মধুবাবু? তোমার বাবার
বাল্যবন্ধু, তাঁর মেয়ে এ শর্মিলা, কলকাতায় থেকে
এম. এ. পড়বে বলে আজ এসে গেল, কী রে, কথা বল্?’
‘ট্যাক্সিতে দেখেছি কিছু আগে ওঁকে, খুঁজছিলেন উনিশ নম্বর।’
‘ছোটোবোনকে আপনি কী রে! কী যে হচ্ছ দিন - কে - দিন বাবা,
মতিগতি বোঝা ভার!’ মহামায়া হাসলেন আড়ালে।

।। পাঁচ ।।

পৌরাণিক দৃশ্যগুলি স্পর্শ করে সম্মুখ বাস্তবে
ফিরে এসে চমকে চেয়ে দ্যাখে
পুষ্পকরথের দরজা খোলা সামনে, সুভদ্রা সারথি বসে আছে।
চতুর্দিকে ঘোলা জল, দুরান্বয়ী অনুমানে কুটিল কলকাতা
গাড়ি - বারান্দার নীচে,
মেঘলা ছাতার অন্ধকারে
দোকানের অবরোধে চেয়ে - থাকা অত্রেতা বিত্রেতা,
উৎপলের মনে হল নির্দেশ - যাত্রার তরণী
এসেছে সম্মুখে তার তণী শ্যামার সখ্যতায়
বধ্য বজ্রসেন লাগি। গাড়ির সদর দরজা খোলা।

পথের নাটকে আরো দৃশ্য প্রয়োজনা হাস্যকর,
নিমন্ত্রণ লুফে নিয়ে উঠে বসল, অভিজাত শব্দ করে পাশে

দরজা বন্ধহয়ে গেলে মৃদু হেসে উৎপল জানাল,
‘আমি শ্রীউৎপল ঘোষ, বসু নই,
না - না, এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই,
নাম মনে রাখা বড়ো শক্ত কাজ, তা ছাড়া মানুষ
নিজে সে নামের চেয়ে ঢের বড়ো, মানুষের স্মৃতির বেঁচে থাকা
বুকের অ্যাটাচি কেসে, পোর্ট ফোলিয়োর মধ্যে সেফ ডিপোজিটে
এই দেখুন, সত্যি বলতে আপনার নাম ভুলে গেছি---’
‘বেশ কিন্তু কথা বলেন, হিউমারাস সিমিলি মিশিয়ে,
হোয়াট ইজ ইন এ নেম, আমি ধন সুচেতা বিশ্বাস,
আপনার ধারণা কিছু বদলে গেল, বদলায় কি তাতে?
এখন কোন দিকে? কিছু কাজ আছে, যেদিকে দু - চোখ যায়?
সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছি দয়া করে দু-চোখ বুজুন,
সমাজসংসার ঘর মিছে সব, এই ঘন বর্ষার রোববারে।
এক যুগ পরে দেখা, এ - বেলায় ছাড়পত্র নেই
বলে দিচ্ছি আগে থাকতে, ওঃ অ্যফুলি স্যরি
মিসেস কি ঘরে এসেছেন?’
‘পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর তার আজো।’
‘বুঝেছি, বুঝেছি’, হাসল তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা
পক্কবিম্ব অধরোষ্ঠে রক্তরাগ খেলা করে গেল,
‘অর্থাৎ লগ্ন শুভ...তথৈবচ রক্ষা পাওয়া গেছে---’
স্টার্টারে আঙুল নামল লঘু ছন্দে গিয়ার হেলিয়ে
অ্যাকসিলারেটারে মৃদু চাপ দিল অবয়বময়ী।

জলে ঢেউ দিয়ে যন্ত্রযান জলের উজানে
পশু - হাসপাতাল ফেলে, বেলগেছে পুলের পিঠ বেয়ে
ট্রাফিক পাঁচ - মাথা ফুঁড়ে নির্জলা রাস্তায় উঠে এল,
কেবল সুরেলা হর্ন ধ্বনির পতাকা মেলে দিল
ধাবিত ধাতব পথে, জন - যান অট্টালিকাবলী
পশ্চাতে নিক্ষেপ করে দ্রুতগামী অ্যালবামের মতো।

উৎপল নির্বাক বসে মিটারের কাঁটা দেখছে শুধু,
স্পিড বাড়ছে ক্রমাগত, গাড়ি দুলছে দোলনার মতন;
এঞ্জিনের মধ্যে বুঝি দিগ্বিজয়ী পক্ষীরাজ ঘোড়া;
রেয়ার উইনডো ঝাপসা গলদশ্রু মেঘের প্রপাতে,
সজল চোখের পাতা কেঁপে যাচ্ছে কাচের উপর
চোখের জলের দাগ মুছে দিচ্ছে ক্লান্ত ওয়াইপার।

ধারালো ছুরির মতো নগ্নদেহ,
মারাত্মক আঁকাবাঁকা রেখা

গ্রীবা, স্কন্ধ, বাঁকা চাঁদ, বাহুমূল নির্জন পীড়িত,
নিশ্বাসস্ফুরিত নাসা, রেশমি - ফাঁস ঘূর্ণমান শাড়ি
মোহন মৃত্যুর মতো কবোষ্ণ সান্নিধ্য থেমে আছে।
উৎপল নির্বাক বসে মিটারের কাঁটা দেখছে শুধু।
স্পিড শুধু স্পিড বাড়ছে আলো অন্ধকারের ভিতর
দুর্বোধ্য রক্তের মিড়ে ফিনকি দিয়ে ফায়ার স্টোন জ্বলে।
বহু পথ খরচা করে অবশেষে লক্ষ্যভেদ হল
সুদৃশ্য ফটক পার হয়ে এসে আইভি - ছাওয়া গাড়ি - বারান্দার
গভীর আশ্রয়ে এসে থেমে পড়ল মসৃণ টায়ার।
ইঙ্গ চি সবখানে, পরদা থেকে দরজার পাপোশে,
উর্দি - আর্দালির সঙ্গে, হিংস্র কুকুরের আনাগোনা,
বাইবেল - খ্রিস্ততা, নিয়মিত চার্চ ইত্যাদিতে
গৃহস্বামী - স্ত্রীর গতিবিধি আছে, দুহিতা খেয়ালি।
'সন্ধ্যায় আমার আজ জন্মদিন---'
'জন্মক্ষণ না কি?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, জন্মক্ষণ,' হাসল সুচেতা মুক্তাক্ষরে
'আমার বন্ধুরা সব আসছে, আপনি সেই অবধি থেকে
কৃতার্থ করেন যদি, আপনি জার্নালিস্ট, ভালো কথা
কোন কাগজের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড এখন জেনে রাখি---'
মৃদু স্বরে নাম বলল, পরে বলল, 'আজকে বিকেলে
আমার সময় নেই, অফিসের ডিউটি আছে কিনা;
নির্জন, নিরালা, বেশি ভালো লাগে
এই ভালো একা একা গল্প করে যাব
আপনার জন্মদিনে, শুধু - হাতে এলাম এই যা---'

'জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি
আজি বিজন ঘরে' --- কোনো কথা বলল না সুচেতা,
অর্গানে বসেইছিল, সুর লাগল রবীন্দ্রসঙ্গীতে।
ক্যালকাটা সেন্টারের কম্পেয়ার, চলে যাবে সুদূর বিদেশে
'ভয়েস অব অ্যামেরিকা' ডাক দিয়েছে, মা - বাবা গররাজি,
একমাত্র মেয়ে কেন দেশ ছাড়বে প্রথম - যৌবনে!
টাকার অভাব নেই, গাড়ি বাড়ি, ব্যাঙ্কগুলি পিছনে
রয়েছে যখন, কেন, চাকরি করতে দূরে চলে যাবে?
মেয়ে অন্য কথা বলে, নিজেকে জানতে হলে কিছু,
স্থির মানচিত্র ছুঁয়ে লাভ নেই, সমস্ত নগর রাজধানী
পৃথিবীর প্রতিবেশী, সমস্ত জীবিকা জানতে হবে।
সংসার - ছকের মধ্যে ছক্কা পাঞ্জা ধরে লাভ নেই
চুল্লিমুখী বসে থেকে কিংবা ভাঁড়ারের অন্ধকারে
ঘোমটা টেনে, বড়োজোর সহকর্মী - সন্তান ধারণে

মহিলা - মহল গেল। ঘৃণা করে বঙ্গজ বালিকা
দেখলে। অকাতর যাচ্ছে হেঁসেল টু হাসপাতাল; পথে
ব্রেকজার্নি দাম্পত্য জীবন, আর নেই, কিছু নেই।

নিরেট কঙ্কণে বাঁধল দুই হাত, কানের দুটি বেদানার দানার
উজ্জ্বল চুনির ফুল, ঝুঠা মুক্তামালা দিল গলে,
একটি হীরকবিন্দু স্ফুরিত নাসার বাম দিকে
গহীন আয়নায় ফুটল তন্বী চতুরালি, শেষ রোদে
ভেসে যায় কলকাতা, চৌবাচচায় শব্দ করে জল,
অপ্সরাপল্লিতে, এই রূপসী রাত্রির আয়োজন!
সন্ধ্যার মেঘমালা জানালায় রানীবালা বসে,
প্রসাধন - পর্ব শেষ, আরশির মতন ধরে আছে
একখণ্ড উপন্যাস, ধরাতলে পসী কে সকলের চেয়ে?
তার মুখ দেখবে বলে, এই উপন্যাসে তার মুখ
অক্ষরে অক্ষরে আঁকা আছে এই মায়াবী দর্পণে---
বড়ো ভয় করে তবু চেয়ে দেখতে, তাসের দেশের রাজাঙ্গনা
হরতন চিড়িতন ইস্কাবন চারপাশে নিয়ে ---
স্বপ্নের ভনিতা স্মৃতি, রঙ - করা বর্তমানগুলি---
অতলান্ত শূন্যতায় ভেসে আছে ছিন্নসূত্রধর।
নিজের অতীত স্মৃতি রক্তাক্ত বুকের মতো জ্বলে,
বহু দূরকালে নয়, সন্নিকটে, অতীব নিকটে।
স্কটিশে যখন পড়ত ফার্স্ট ইয়ারে, ধূর্ত ধীবরের
জালে বাঁধা পড়ে গেছে অভিজ্ঞান - চিহ্নহীন মীন,
বাজে - শিবপুর থেকে কলকাতার বিচিত্র ধাঁধায়
শিক্ষিতা রমণী ডুবল, দুষ্যন্তের মানব - মৃগয়া
চতুর্দিক জুড়ে চলেছে, দেবের অজ্ঞাত যদি কিছু
এই পৃথিবীতে আছে --- রমণীর ভাগ্য, পুষেরা
দুর্জ্ঞেয় চরিত্র, লোভ -- এই দুটি অতি অবশ্যই।
নিশ্চিহ্ন নিহিত দিনরাতগুলি কূলহীন বর্তমানে ডোবে
অতীত বৃশ্চিকজ্বালা, ভবিষ্যৎ অনন্ত তমসা
মাঝখানে একা আমি, রানীবালা, আশর্চ্য আজব
জীবিকার ক্রীতদাসী, প্রেম - অপ্রেমের অভিনয়ে
রঙ্গমঞ্চে চেয়ে আছি, চতুর্দিকে দূষিত রসনা
রসের নাগরিকতা, মুখে অন্ধকার এসে লাগে
যৌবনে পরম ঘৃণা, প্রতিশ্রুতিহীন ফিরে আসা
আপন রেশমে অন্ধ গুটিপোকা, বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ি,
হল না রঙিন প্রজাপতি হওয়া,
ঘরনী হওয়ার মতো ঘর
নেই কোনোখানে এই নিরাত্মীয় বিমুখ সমাজে;

একমাত্র ধ্রুবপদ কেউ নেই, নিঃসঙ্গতা ছাড়া।
ওষধি বৃক্ষের মতো নারীজন্ম, প্রেম ঋতুপুষ্পের উপমা
মৃত্যুকে বহন করো, কোনোখানে পুনর্জন্ম নেই।
বাসবদত্তার মতো বিসর্জিত নগরের নটী
পড়ে আছি জ্যোৎস্নারাতে, বসন্তের মাতাল বাতাসে
সুপ্ত সন্ন্যাসীর পথ চেয়ে, পথ চেয়ে চোখ গেল।
কখন সময় হবে কোন রজনীতে কে তা জানে
শিয়রে দাঁড়াবে এসে, মুখে দেবে পিপাসার জল,
কোলে টেনে নেবে এই ক্লান্ত দেহ --- মারিগুটিকায় ভরে গেছে,
এই নীল নির্জন অসুখ, এই অদম্য পারার মতো পাপ।
পূর্বাপরজন্মহীন বসে আছি, হায় ইহজন্মের দেবতা,
যৌবন - পঙ্কের মধ্যে আর কতকাল পাক খাব!
আত্মহত্যা মহাপাপ, এই মৃত্যুবহন তার চেয়ে;
কত শঠ শ্রেষ্ঠী এল, তামাদি নবাব, একে একে
নানা মুখ, সব মুছে গেল একই মৌন অন্ধকারে।

একটি আলোর চাবি অন্ধকার বন্ধ- দ্বার খোলে
ব্যথার মোচড়ে; শুধু একটি যুবক জুড়ে আছে
বক্ষের বাসরঘর, হৃৎপিণ্ডে পদধবনি তার
সে চায় অপ্রেম - প্রেম বিষধর মুদ্রার বদলে,
কথায় কথায় তীক্ষ্ণ আচম্বিত চুম্বনের জ্বালা ---
হাতের বইখানা দেখল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রানীবালা
সচিত্র প্রচ্ছদে যার নাম লেখা, অভ্যন্তর পরিচ্ছেদগুলি
তাকেই ঘোষণা করছে ছেদচিহ্নে, মুদ্রিত অক্ষরে
বহুমুখী সম্ভাষণে, অন্তর্ঘাতী সংলাপে - সংঘাতে
অধরা লেখক শেষে ধরা পড়ল
আত্মঊর্ণনাভ - মায়াজালে।

জলকালি আকাশ চুঁয়ে জল নেমেছে, দুর্লভ রোদ্দুর
কখন হারিয়ে গেছে অপরাহ্ন অপগত হলে,
জলছবি শহর আজ উড়ে যাচ্ছে জলপরীর মতো
বিজলি আলো বুকে নিয়ে, আঁকাবাঁকা জ্যামিতিক ছাঁদ
দুর্গম নিমগ্ন গলি, দরজায় কে কড়া নাড়ল জোরে,
চমকে উঠল রানীবালা, এ দুর্যোগে কে ভ্রান্ত পথিক?

বন্য অন্ধকার যেন ঘরে ঢুকল দরজা খুলে দিত,
পায়ের তলায় মাটি সরে গেল, ক্ষীণপ্রাণ কপোতীর মতো
শূন্যে চলে গেল যেন রানীবালা দ্বান্বাস নিঃশব্দ আশ্লেষে,
পেশল বাহুর মধ্যে, রোমাঞ্চিত বক্ষের কোটরে

অন্তহীন পিপাসার মাঝখানে চুর্ণপিষ্ট দলিত কুসুম,
বাসকসজ্জিতা বধূ নগরীর অন্যতম নটী;
বাইরে অন্ধকারে শুধু জল পড়ে, অবরোধে চোখের পলক,
শরীরে জলজ ঘ্রাণ, অপ্রকৃতিস্থ উত্তাপ, পিপাসা
গুভার বধিরতা পেশির প্রতিটি গ্রন্থি জুড়ে,
উৎকর্ষ স্নায়ুর রেশ, বাক্যহীন চুম্বনে প্রহারে
প্রলয়প্রয়োধিজলে কোন পুষের সঙ্গে ভাসে
অতর্কিত রানীবালা? দরজা খোলা স্তিমিত আলোয়।
'এ বই কোথায় পেলে?' হাত থেকে কেড়ে নিল রঙিন মলাট,
সহসা বিকৃতকণ্ঠে হাহা করে হেসে উঠল ছায়া,
'নিখিলেশ সেনগুপ্ত?' ছুঁড়ে দিল উপন্যাসখানা
দূরের দেওয়ালে যেন ঘৃণা ভরে, 'এসো নষ্ট নারী তুমি এসো----'

মেশিনগানের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে সিসের লহরা
ছুটে যাচ্ছে, তপ্ত ধাতু রূপ নিচ্ছে ধারালো অক্ষরে
লাইনো মেশিন থেকে, অব্যর্থ সিসের ছররা যেন
মানুষের বুক লক্ষ করে ছুটবে ক্ষণপরে। নানা ছন্দে ছাঁদে,
পাণ্ডুলিপি, গ্যালিপ্রুফ পড়ে আছে কম্পোজ সেকশনে।
কনফারেন্স টেবিলের মতো দীর্ঘ সেক্রেটারিয়েট,
সমস্ত দৈনিকগুলো ভাঁজ করা, লাল - নীল পেনসিল চিহ্নিত
পড়ে আছে একধারে, ড্রয়ারে রেডিয়ো - সেট ভরা,
বাঁ - পাশে ঘুরন্ত শেলফে সাংবাদিক অভিধানগুলি
খণ্ডে খণ্ডে রাখা আছে, নিউজ অ্যালবাম থেকে ভূগোলেতিহাস
সব চিন্তাধারা জড়ো, রাজনীতি, অর্থনীতি, ফোটো,
ইনডেক্স, সামনে রাখা শাদা কালো দুটি রিসিভার
ঘরে - বাইরে কান পেতে আছে যেন বার্তা - সম্পাদক
ক্ষিপ্র চঞ্চলতা দুটি চোখে ফিরছে, ঠোঁটে সিগারেট
চেন স্মোকার, নিকোটিনে হলদে হয়ে গেছে
দু - হাতের তর্জনি মধ্যমা, যেন মেহেদি পাতার রসে রাঙা।
চতুর্দিকে দ্বন্দ্ব - প্রতিদ্বন্দ্ব সব খবরের কাগজে কাগজে
ফাটকা বাজি; স্পেকুলেশন, খবরের আশর্চ্য জুয়ায়
হার - জিত খেলা চলছে, কুটনীতি ধুরন্ধর একা
রূপকথার দুধরাজ হাতে তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিয়ে
জেগে আছেন, অন্তরীক্ষে, অন্যদিকে বহির্দৃশ্যে দেখি
সাঁজোয়া গাড়ির মতো প্রেস - ভ্যান, রিপোর্টার জিপ
ঘুরে যাচ্ছে বারংবার, মুদ্রাযন্ত্র বিরাট মৌচাক,
দুষ্প্রাপ্য মধুর ফোঁটা মৌমাছিরা বয়ে আনছে শুধু,
পসারিনি কলকাতা বৃহদারণ্যের মতো রাতে
ফোটোগ্রাফারের দল ক্যামেরা ট্রিগারে হাত রেখে

শিকার সন্ধানে ফিরছে, চতুর্দিকে ঘটনা রটনা।

রাত্রির সমুদ্রে ভাসছে টাইটানিক, অন্তস্তলে প্রচণ্ড বয়লার
শিস দিচ্ছে মত্ত কণ্ঠে, ক্ষিপ্র নখে কম্পোজ - সেকশন
টাইপিস্টের মতো, ফাউন্ড্রিতে মেশিনগান ছোটে
লাইনো - লহরা। স্টোরে অতিকায় নিউজপ্রিন্ট - রোল
সারি সারি পড়ে আছে মুদ্রারাক্ষসের শেষ গ্রাস।
'এই তো উৎপল, এই, সারাদিন কোন চুলোয় ছিলি!
তোর বাড়ির কড়া নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল দ্যাখ্,
জরি দরকার ছিল, বার তিনেক ভিজে ভিজে গেছি---'
প্রুফশিট হাতে নিয়ে গণপতি সামনে উঠে এল।

দোতলায় ব্লক - হেডস, ডাকনামেল্লেষে ভরা আছে,
বিরাট দপ্তর জুড়ে সহ - সম্পাদকবৃন্দ বসে,
অন্য পাশে ব্লক - মেকার্স, সেলুলয়েড স্টুডিয়ো সমীপে
ডার্করুমের অন্ধকারে কেমিস্টের দল সমাহিত।
ইঙ্গিতে আড়ালে ডাকল গণপতি সামনের প্যাসেজে
উইংসের মতো পথ রাত্রিসমাগমে জনহীন,
আহত জন্তুর মতো গ্রাউন্ডফ্লোর বিকৃত গর্জনে
কেঁপে উঠছে পদতলে, বাতাসে শিস টানছে যেন
লোহার চাবুক,
দূর মফস্বল ছাপা হচ্ছে এই প্রথম প্রহরে।

উৎপল কী দরকার বলে ফ্যালো, আজ রাত্রে মেলা কাজ বাকি।
সমস্ত শরীর ক্লান্ত সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে----
গণপতি সংক্ষেপে তা হলে বলি, তিলকের খবর জানিস?
চৌরাঙ্গির চোরাগলি তার নখদর্পণে এখন
বিচিত্র হোটেল - বারে তাকে দেখা যাচ্ছে নিয়মিত
পানীয় অস্পৃশ্য জানত যে তিলক, এই অধোগতি
তার, ভাবতে মায়া লাগে, তবু শুধু এইটুকুই নয়
সঙ্গে একটি টেঁসো মেয়ে, কী কারবার ফেঁদেছে তিলক
সঠিক জানে না কেউ, তবে আমাদের আড্ডা থেকে
সরে গেছে; ওকে বাঁচা, একমাত্র তুই পারিস উৎপল!
উৎপল তোমরা ভীষন ভাবো, কী হয়েছে, পুষমানুষ
একটু যদি চতুর্দিক চেখে দ্যাখে ভুবনের স্বাদ,
এত কেন ভয় পাও? তা ছাড়া ও জাতশিল্পী - লোক
অব্যয় অক্ষয় হস্ত, ওর জন্যে এত ভাবনা কেন!
হয়তো মডেল খুঁজছে কিংবা নব্য স্টাডি কোনোখানে,
তা ছাড়া হালফিল একটা বড়ো গোছের শক পেল বেচারা,

অলকার কথা বলছি, অলকার কথা ভুলে গেলে?
গণপতি কিছুই ভুলিনি তাই এত ভাবি, জাতশিল্পী তাই এত ভয়
পার্ট - টাইম হ্যান্ড্রিক্রাফ্ট আর্ট নয়, আর্টের ছলনা,
একনিষ্ঠ লক্ষ্য হবে, কেবল পাখির চোখ ছাড়া
সমস্ত অদৃশ্য থাকবে তার অস্ত্রপরীক্ষা সফল।
যার মধ্যে স্টিম আছে তারই আছে দুর্গতির ভয় ---
উৎপল আর্ট এখন বাই - প্রোডাক্ট, উদ্বৃত্ত সময়ের শখ
সদাগর - পুত্রদের, বিজনেসে রিক্রিয়েশন
মন্দ কী যদি বা হয়, কমার্শিয়াল বাই - প্রোডাক্ট কিছু ---
পোয়েট্রি পেনটিং প্লে --- সব লঙ্‌ফেলোদের হাতে,
অ্যামেচার অটোক্রাসি শেষ হল, মধ্যবিত্ত শেষ।
আমাদের গান - গল্প আর বেশিদিন বাঁচবে না
অ্যানিমিক ইক্‌নমিতে যক্ষ্মায় ক্যান্সারে।
হাংরি জেনারেশন আসছে, তাদের ক্ষুধার জন্যে ফুল
রেখে যাব রিক্ত হাতে ব্যর্থ পিতা - পিতামহ মোরা।
রাত্রের তপস্যা বুঝি চিরকালই ব্যর্থ হয়ে থাকে
গণপতি, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
ন্যাংটো নুলিয়ার মতো কত আর ডিঙি ঠেলে যাব
মুদ্রারাক্ষসের হাতে আমাদের অপমৃত্যু স্থির।

আজ তুমি যাবে, কাল আমি যাব,
হায় মেলোড্রামার ক্লাউন,
কী হবে নাসিকা বৃদ্ধি করে, গালে চুনকালি মেখে
হয় - কে নস্যাৎ করে, নস্যকে নমস্য করে তুলে
পত্রিকার ঘাঁটি আগলে, পিঠ চুলকে, অশ্রাব্য খিস্তিতে?
তিলক সান্যাল গেল, যেতে দাও,
অন্ধকারে ফিরে যেতে দাও
সব যাবে, সব যাবে -----
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে
এখনো দুটি চোখের কোলে
যায় যে দেখা জলের রেখা ---
গণপতি খাস এডিটোরিয়াল! কিন্তু বাপু এ জিনিসটি দ্যাখো ---
এইসব ন্যুড ন্যাস্টি, পর্নোগ্রাফি কে এঁকেছে জানো
কার হাতের তীক্ষ্ণরেখা রঙ এত অন্ধকার জানো?
একপলক ছবিখানা চেয়ে দেখল বিষণ্ণ উৎপল
চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে চৌরঙ্গিতে ছবির অ্যালবাম,
অসুস্থ ক্রেতার দল মুখ লুকিয়ে আসছে যাচ্ছে দ্যাখো---
'কী মশাই', টেলিফোন বুথ থেকে ডি. ডি.
'কচ - দেবযানী বেশ জমেছিল, হিরো - হিরোইন

নয়া ক্যাডিলাকে বসে, তা - তা, বেশ উড়ছেন আজকাল
মিষ্টান্নমিতরে জনা না কী বলে, সংস্কৃত আবার
তেমন আসছে না, যাক, দিলখুস বলে দিন সাফ
অথ বিবাহঘটিত কিংবা শুধু
ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স সার।'
থপথপে চেহারার উমাপদ লুব্ধ মুর্তি নিয়ে
দুজনের মাঝখানে আকস্মিক খাপছাড়ার মতো
জমে গেল একটু আগের খবর - কুড়ুনে রিপোর্টার,
ডেথ অ্যান্ড ড্যামেজ তার নির্ধারিত এলাকা বলেই
সংক্ষেপে সবাই ডাকে ডি. ডি. বলে।
হাসপাতালে পুলিশ - স্টেশনে
হন্যে হয়ে খোঁজে শুধু দুর্ঘটনা, সেই উমাপদ
প্রেম - প্রেম গন্ধ পেয়ে রোমান্টিক ডায়ালগ ছাড়ে।
'এই কী হচ্ছে উমাপদবাবু! কী যে যা - তা বকেন মশাই
স্থানকালপাত্র সব ভুলে যান'--- গণপতি সমঝে দিতে চায়
'যা - তা বকি? আমি যা - তা বকি! মাইরি দাদা,
শিবনেত্র হয়ে স্লেপ বসে থাকতে, পাকপাড়ায় যদি
সেই দিন দেখতে আজ! মনে হল শিককাবাব করে
রেখে গেল কলজেখানা, বিউটি একে বলে!'
'আপনার জবাব আমি পরে দেবো', তিক্তকণ্ঠে উৎপল জানাল,
'আর একদিন এ - বিষয়ে হবে, আজ থাক।'
পাশ কাটিয়ে চলে এল অন্যপ্রান্তে নিঃশব্দে দুজনে।
উৎপল আজ থাক গণপতি, ক্লান্ত আমি, বড়ো ক্লান্ত আমি
কচ - দেবযানী কথা পরে শুনো, আজ আমার মন ভালো নেই।
গণপতি যাই প্রুফশিট দেখে দু - চোখ জুড়োই বসে বসে।
উৎপল ভালো কথা গণপতি, নিখিলের সঙ্গে দেখা হল?
গণপতি নিশ্চয়। না হবে কেন, সে তো তোমার মতো না।
মুঘলসরাইয়ে আজ সারা দুপুর একসঙ্গে ছিলাম
সংঘাতিক মুডে ছিল নিখিলেশ, বেলা তিনটে থেকে
এক নাগাড়ে মদ্যপান করে গেল, তাজ্জব কলিজা!
বারণ শুনল না কারো, একা বসে বসে লড়ে গেল
একটু বিচলিত নয়, চোখের রক্তাভা ছাড়া আর
প্রামাণ্য ছিল না কিছু; বেহেড মাতাল বনে যেত
অন্য কোনো শর্মা হলে, নিখিলের সিকিটাক খেলে।
'চিৎপুরে চল্লুম, কেউ সঙ্গে যাবে?' হাঁক দিল একবার
তারপরেউঠে গেল হিপ পকেটে গরম নোট গুঁজে।
উৎপল ডিসপেপসিয়ার চেয়ে লিভার - অ্যাবসেস ঢের ভালো
নিখিল রহস্য করে মাঝে মাঝে বলে থাকে শুনি,
লেট দি ওল্ড - এজ কাম, দেখা যাবে কার কী নিয়তি।

টেলিপ্রিন্টারে যেন অশরীরী স্টেনো বসে আছে।
নির্বিচার বার্তা আসছে স্বল্পকাটা যন্ত্রের ভিতর,
অবিরাম শব্দ হচ্ছে, অক্ষরের অক্ষমালা বুঝি
টাইপ চেহারা নিয়ে বাইরে আসছে ভৌতিক উপায়ে।
কোষ্ঠীপত্রিকার মতো প্রলম্বিত নিউজপ্রিন্ট ঝোলে
টেলিপ্রিন্টার থেকে, চলছে; ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলে টেবিলে
দিয়ে যাচ্ছে, নিমগ্ন বকের মতো সহ - সম্পাদক
বার্তা অনুবাদে ব্যস্ত, অভিধানে মাথা নত করে।

বাইরে ফের ঘন বৃষ্টি, কালো আকাশ রাত্রিতে রাঙানো
কাচের শারসিতে বাজছে বৃষ্টির আশর্ষ্য চটপটি
জলের কবরে গেছে কলকাতা, কালস্রোতে লীন হয়ে আছে।
প্রতিটি মুহূর্ত স্থির, অচপল, অন্ধপরবশ,
দমকত বিদ্যুৎ, হৃদয়ে হৃদয়ে সেই বেদনার আলো,
দেওয়ালি - পোকার মতো মৃত - চিন্তাবলী পড়ে আছে
আলোর বৃত্তের নীচে উৎপলের নিজের টেবিলে;
তবু মন উথালপাথাল, যেন শান্তিহীন যন্ত্রের যন্ত্রণা!
সুলতার সৌজন্যকে মনে পড়ছে রমণীয় সান্নিধ্যের মতো,
আরক্ত অধরপুট মৃত্যু - অমৃত করে দান
কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ, শুধু কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ,
তারপরে মুছে যায়, তারপরে সব একাকার।
মীনের হৃদয়ে শুধু অন্তহীন জলরেখা কাঁপে,
যেমন কমল - কণ্ঠে, গোলাপের আশর্ষ্য গ্রীবায়
বিষধর কণ্ঠকের জ্বালা, পুষ্পে পীত কীট
প্রথম প্রেমের বুকে তেমনি মৃত্যুবাণ বিঁধে থাকে,
দুরারোগ্য স্মৃতি ছুঁয়ে ভ্রান্ত অন্য রমণীর শব।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে।
এত বৃষ্টি হয়ে গেছে পয়লা রাতে সমস্ত শহরে
ট্রাম বাস বন্ধ ছিল, বিরল - পথিক - পথে নির্বাপিত আলো,
দ্বিতল - ত্রিতল ব্যাপী স্তব্ধতা চৌদিকে, নিদ্রাতুর
অন্ধজানলাগুলি খোলা, দুঃস্থ বেড়ালের ছানা কাঁদে
ভুতুড়ে পল্লির মধ্যে;
ব্যাং ডাকা অসম্ভব ছিল না এখানে
কিন্তু পরিবর্তে শুধু ঝিঁঝি ডাকছে
কাব্যে যার ঝিল্লি নামডাক;
মধ্যরাত পার হয়ে গেছে।
আড়ষ্ট হাতুড়ি ঠুকে পেটাঘড়ি রাত দুটো বাজালো।
আলুথালু হাওয়া দিচ্ছে জোলো আকাশ। মাতাল, পুলিশ

পথে কেউ নেই আজ, দুর্যোগ রজনী অন্ধকার;
বাড়ির দরজায় এসে নিখিলেশ বিব্রত দাঁড়াল,
এতক্ষণ সে এসেছে ঝোঁকের মাথায় হেঁটে হেঁটে
ট্রাউজার গুটিয়ে, হাতে জুতো নিয়ে, নেশা - ভর করে ---
দেখেনি ঘড়ির কাঁটা পরস্পর কোন ঘরে জমেছে
ফস করে দেশলাই জেলে নিখিলেশ স্তব্ধ হয়ে গেল।
জাগিয়ে সমস্ত পাড়া দোর খোলাবে, রামকেষ্ট ব্যাটা
কটকি ঘুম ভেঙে যদি দরজা খোলে, তার বহু আগে
মা বাবা জাগবেন, সেটা বিশ্রী হবে।
আজকে বড়ো বেসামাল আছে,
দিশি গন্ধ বড়ো তীব্র, কিছুতেই গোপন থাকে না।
কৌশলে বাইরে থেকে দরজা খোলা যায় চেষ্টা করে,
এক খিল দেওয়া থাকলে, ছিটকিনি নামানো থাকলে তবে।
নিখিল দু - হাতে সেই চেষ্টা দেখল লুকোনো লোহার তার দিয়ে;
হঠাৎ ভিতরে যেন আলো জ্বলল, দরজা খুলে গেল,
শর্মিলা দাঁড়াল সামনে, থির বিজুরির রেখা যেন
কয়েক পা পিছিয়ে গেল নিখিলেশ ভূত দেখার মতো।
'রাত দুপুরে ও কী হচ্ছে, চলে আসুন ভিতরে আসুন'---
কোমল নিখাদ কন্ধেশর্মিলা শাসন করল যেন,
যন্ত্রচালিতের মতো নিখিলেশ টালমাটাল পায়ে
সিংদরজা পেরিয়ে তার ঘরে ঢুকল, জুতো - জোড়া ফেলে
ভাবল লম্বমান হবে অন্ধকারে খাটের উপরে;
অচল অগম্য দেহ, চোখ জ্বলছে, মাথায় যন্ত্রণা
ক্লান্তি শুধু ক্লান্তি যেন মোটের মতন চেপে আছে,
পীড়িত সর্বাঙ্গ তার, পেটে লাগছে অসহ্য মোচড়
মনে হচ্ছে ফিনকি দিয়ে উঠে আসবে অন্ত্রতন্ত্র সব,
বমি পাচ্ছে; দ্রুত পায়ে ফের বারান্দায় ফিরে গেল।

'ইস একী! এত জ্বর! সর্বাঙ্গ যে পুড়ে যাচ্ছে দেখি---
খুব হয়েছে উঠে আসুন,' মাথা ধুইয়ে ধরে নিয়ে এল
শর্মিলা ঘরের মধ্যে, আলো জ্বালল, 'এই নিন কাপড়,
ইউনিফর্ম ছেড়ে ফেলুন, ওইসব নটবর বেশ,
বাইরে দাঁড়াচ্ছি আমি, ডাক দেবেন, প্রয়োজন আছে।'
স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল শর্মিলার দিকে,
ঘন যামিনীর শান্ত স্থির বাক্যহীন অন্ধকারে
নিঃসংকোচ দরজা ছুঁয়ে, গহীন গাঙের মতো চোখ
মনে হল শর্মিলার; মনে পড়ল রানীবালার কথা,
ফ্রেশ - হকার সোনাগাছি দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে
কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি নিহত নষ্ট নারী;

অনিবার্য অন্ধকারে স্বর - গরলের মতো রাজে।
‘আপনার মা বাবা কেউ বাড়ি নেই,
কসবায় গেছেন সন্ধেবেলা।
বড়োমেসোর বাড়াবাড়ি, গাড়ি এসেছিল তাই নিতে,’
অস্বস্তি কাটাতে যেন যেচে কথা বলল, ‘ঢাকা আছে
রাত্রের খাবার, কিছু খাওয়া উচিত।
অমন করে চেয়ে আছেন কেউ?’

কবরখানার মতো অন্ধকার। বাড়িগুলি এক - একটি কফিন,
নিখিল ভাবল, সব মৃতদেহ নিয়ে শুয়ে আছে,
খিলানে অলিন্দে স্তম্ভে লেগে আছে শেষ নির্জনতা;
একটু আলোর রেশ নিয়ে জাগে কে ব্রতচারিনী
জনহীনতার মধ্যে, গহীন গাঙের মতো চোখ,
স্তোকনম্রতায় আর শ্রোণীভারে অলস - গমনা এই নারী
এখন অবধ্য নয়, অনায়াসে দেহের নিষাদ
পারে অরণ্যের শস্য তুলে নিতে দুই করতলে।
দুঃসাহসী হে রমণী, কী বিশ্বাসে এসেছ এখানে?
কতটুকু জানো তুনি, কী জানো আমাকে অন্ধকারে?
আমরা সবাই আছি অন্ধকারে
মুখে লোধ্ররেণু আলো মেখে,
হঠকারী রক্ত বুকে খেলা করছে, পেশি স্নায়ু তন্তুজাল জুড়ে
দুর্বোধ্য একক আমি, ও বাহু, অন্ধতলদেশ;
সমস্ত বিনষ্ট হলে ভালো লাগে নখরে স্বাক্ষরে,
জেনেছি রমণযোগ্য দুর্বলতা, সৌন্দর্য অক্ষম...
ধুতি আর গেঞ্জি নিল হাত বাড়িয়ে, ‘আপনি শুতে যান,
এত রাত জেগে আছেন, খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে
দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, এইবার শুয়ে পড়ব আমি।’
‘নিজেকে বিনষ্ট করে কী যে লাভ জানি না সে - কথা
দুর্গম শিল্পীর মন, আমি অতি সাধারণ মেয়ে
তবু বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, অন্ধক্রোধে নিজেকে ভাঙছেন’---
কী যেন বলতে গেল নিখিলেশ,
শর্মিলা শুনল না, চলে গেল।

।। ছয় ।।
‘শুধু লুব্ধ লোকচক্ষু, নিছিদ্র নিরেট কলকাতায়
হতচ্ছাড়া মানুষের ভিড়, কোনো নির্জনতা নেই
কেউ ছাড়তে রাজি নয় সূচ্যগ্র মেদিনী কোনোখানে---
লেকে পার্কে রেস্তোরাঁয় ট্রাম - বাসের গহ্বরে - বিবরে,
দ্রষ্টব্যে কী অদ্রষ্টব্যে, সমস্ত ‘‘কী - হোলে’’ চোখ রেখে

নষ্ট কৌতুহল ঘুরছে ব্যক্তিগত গোপনতা লাগি....
ভারি ক্লান্ত লাগে এই কলকাতায় সকালে বিকালে,
কুঁকড়ো - কাক ছাড়া কোনো পাখি নেই, জনতা ব্যতীত
একজন মানুষ নেই যাকে বলব মনের মানুষ।
''লাখে না মিলায় এক'', এই লক্ষ লক্ষ লোকালয়ে
কেবল অসংখ্য মাথা, চক্ষুকর্ণ, চটুল চিৎকার ---
ভারি ক্লান্ত লাগে তাই, অফিস ছুটির পরে পরে
হস্টেলে কী মেসে ফিরতে, পৌরাণিক পিত্রালয়ে, একা
না - মেলা অঙ্কের মতো নারীজন্ম, জীবনযাপনে
শুধু ক্লেশ, নিঃসঙ্গতা, কলঙ্ক, নির্লজ্জ মিথ্যাস্তুতি,
দিনগত পাপক্ষয়ে একাকিত্ব দিনে দিনে বাড়ে....'
কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল মনে মনে
সাতটি মেয়ে বহুদিন পরে ফের একসঙ্গে হয়ে।
ব্রান্দাগার্লস - এ একদিন সপ্তপর্ণা নাম পেয়েছিল,
বাংলার সুনন্দাদি ডাকতেন সপ্তস্বরা বলে ---
সেসব কিশোর - স্মৃতি মূল্যবান রাংতা - মোড়া যেন,
সাত সমুদ্দুর আজ ছিনিয়ে নিয়েছে সাতদিকে,
কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে, অ্যাকাউন্টসে, রাইটার্স বিল্ডিং-এ
কেউ মেডিক্যালে পড়ে, ইউনিভার্সিটিও বাদ নেই।
একসঙ্গে না দেখা হোক, আছে ঠিক যোগাযোগ আছে
চিঠিতে, মারফতে, ফোনে মনে মনে সাতজন একজনই।
টাইটম্বুর আজ কফিখানা, ওয়াই. এম.সি.এ. - তেও ভিড়
বসন্ত কেবিনে ঠাঁই নেই, বসবে কোনখানে গিয়ে
জরি সমস্যা এই মিটে গেল দিলখুসায় এসে
একটু আড়াল মিলল, নির্জনতা যেটুকু সম্ভব,
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেনুকার্ডে চোখ রাখল সবাই
'কে খাওয়াচ্ছে', 'কে খাওয়াচ্ছে', কেবিনে হইচই পড়ে গেল।
মাথার উপরে ঘুরছে সাদা ভোমরা, ঠাণ্ডা শ্বেতপাথর টেবিলে।
যবনিকা কম্পমান একপাশে; বয় উঁকি দিল---

অমলা জানিস মল্লিকা, সেই মুখপোড়া জব্দ হয়ে গেছে,
মেসের জানলার কাছে যে লপেটা দাঁড়াত দু - বেলা
কিঞ্চিৎ দুর্গতি তার বরাতে নাচছিল জানতাম।
মঞ্জু এসেছিল কাল, ওকে দেখে শিস দিয়েছে যেই
যা ঘটার ঘটে গেল, ফস করে সিরিঞ্জ বার করে---
হাসতে হাসতে অমলার জলের গেলাস উলটে গেল
বললে, 'আসুন তবে, হয়ে যাক! চতুর্দিকে সংক্রামক রোগ,
তা ছাড়া মুখ - চোখ দেখছি ভালো নয়, লক্ষণ ভালো না' ---
পিলে চমকে গিয়েছিল লোকটার

ভড়কে গিয়ে তোতলা হয়ে গেল,
'ক্যা ক্যা ক্যা কেন কী হয়েছে', 'মন্টু ধর্ তো লোকটাকে
ইঞ্চি দুই ফুঁড়ে দিই' --- মঞ্জু তার ভাইকে হাঁক দিল।
মল্লিকা তারপর অমলা বল্, থামলি কেন?
নে না কেন আরেক গ্লাস ঢাল্ ---
অমলা হি - হি, গেল, হয়ে গেল, লেজ গুটিয়ে স্ট্রেট দৌড়ল
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণটা হাতের মুঠো করে।
সুলতা ইউনিক! ইউনিক! এমনি করে কড়কে দেওয়া ভালো।
মনে নেই, কী রে মঞ্জু, দেশপ্রিয় হকার্স কর্নারে
সেই আমাদের ভাই বড়ো সাধের অভিমন্যু - বধ
একজন স্ট্রেট কাট দিল, অন্যজন দশ হাতে আটক
আমরা পাঁচজন মিলে খ্যাংরাপেটা পেটালুম তাকে
পায়ের স্লিপার, নাগরা, হাইহিল যা ছিল যেখানে,
ডুগডুগি বাজিয়ে তবে ছেড়ে দিলাম পাবলিকের হাতে ---
মঞ্জু জানেনি কাদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে এসেছিল,
যে ব্যাটা ফসকে গেল সেই ছিল পাজির পাঝাড়া,
'জানেন আমরা কে? মনে রাখবেন, দেখে নেব',
শাসাতে শাসাতে হাওয়া, আর তার টিকি দেখা গেল?
মল্লিকা জেন্টলইটি নেই আর জেন্টসদের
শিভ্যালরি, সে মধ্যযুগে ছিল,
এখন পুষ মানে কাপুষ, পরস্ত্রীকাতর
Hollow man! পথে - ঘাটে ন্যক্কারজনকে ঘোরে - ফেরে
স্ত্রীয়াশ্চরিত্র নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে শুধু ---
অমলা আমি সাফ বাংলা বুঝি, নিজের দু - পায়ে স্ট্রেট চলো;
গাঁটছড়া - ফাঁটছড়া স্বয়ংবরা মা - জননী হয়ে
প্যারাসাইট বনে যাওয়া আমাদের শোভা পায় না ভাই।
সুলতা তা ছাড়া পুষ মানে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, শঠ
অ্যায়সা সুবিধেবাদী জীবজগতে দ্বিতীয়টি নেই
সযত্নে গাছের খাবে, তলার কুড়ুবে বাইরে গিয়ে---
মালবিকা কী হচ্ছে সুলতা এই! মুখের আগল একটু রাখ্
কী যে ভাষা হচ্ছে বাপু, মুখ খারাপ বড্ড বেশি তোর ---
সুলতা বুঝেছি কোথায় লাগছে! তোমার তো লাগবার কথাই---
মঞ্জু আঃ সুলতা, চুপ করা দিকিনি
একদম বেহেড তোর কথাবার্তা,
পার্সোনাল অ্যাটাক ভালো না!
সুলতা প্রেম করে বেড়াবে, শুধু বললে দোষ! যাচ্ছলে বিচার,
আমি এই থেমে গেলাম, কিছুর মধ্যে আমাকে পাবে না,
অনীতা বল্ না তুই ওর ফিঁয়াসের কীর্তিকথা
ক্যাডিলাক - বিহারিণী আপটু - ডেট মডেলের কথা,

সুচেতার জন্মদিনে কী হয়েছে খুলে বল্ না ছাই!
সবাই তাকাল কৌতুহলে মুখ তুলে
অনীতা সুচেতা শ্বাস নাম্নী কশ্চিৎকান্তা খেলায় নেমেছে,
উৎপল ঘোষের নামে ফেন্ট হতে সামান্য বাকি থাকে
স্বচক্ষে সেদিন আমি দেখে এলাম কাণ্ডখানা সব।
আর কিছু বলতে চাই না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে শেষে---

'উৎপল আমার কে? তার কথা আমার কাছে না,' ---
একবার ভাবল বলে, 'কে উৎপল, আমি তো চিনি না,
অসংখ্য যুগল মিলে পৃথিবীতে বহু কাণ্ড করে
প্রতিদিন, কিন্তু তাতে কী এসেছে গেছে আমাদের!
অত্যন্তই চিকর পরচর্চা রমণীয় রসনায়, ঠিক
লোকে ঠিক কথা বলে, শাড়ি - গয়না দাঁড়ের ময়নায়
রূপ নিয়ে ক্ষান্ত থাকলে ভালো হত। তার চেয়ে এককাঠি'--
উঠে পড়ল মালবিকা, উদ্‌ভ্রান্ত বিকল চিত্ত নিয়ে
কেন যেন কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে নিশ্বাসে - প্রশ্বাসে
তালুতে কণ্ঠের কাছে, নাকের দু - পাশে তপ্ত ব্যথা
চোখ ফাটছে, মনে হচ্ছে ভিতর থেকে মনসুন এসেছে।

বন্ধুরা বিস্মিত হল, পিছু ডাকল আন্তরিক অনুরোধে
শরীরে জ্বরের ঘোর মালবিকা পথে নেমে এল।
কে তাকে চরম অপমান করেছে কোন কথা বলে
সঠিক জানে না, তবু মনে মনে বিপুল যন্ত্রণা,
রেডিয়োতে গান হচ্ছে, সেই গান, আবার আবার সেই গান
'চুল ভেজাব না, তবু মনে হচ্ছে বিপুল যন্ত্রণা,
রেডিয়োতে গান হচ্ছে, সেই গান, আবার আবার সেই গান
'চুল ভেজাব না আমি বেণী ভেজাব না,' কী যে মানে
ভাবতে পারল না শুধু বুঝল কিছু ঘটে যাচ্ছে কোথা
যার উপরে হাত নেই অক্ষম বিলাসী মানুষের
অন্তঃসারশূন্য বলে বোধ হল নির্জনে নিজেকে
চতুর্দিকে আবছা ভয়, স্পষ্ট নয় সেই আরো ভয়
সব অন্যখানে যেন কিছু ঘটছে দুর্ঘটনায়;
কার যেন কথা ছিল আসবে বলে, সে কথা রাখেনি।
দুঃসংবাদী কাক ডাকছে অদৃশ্যে কোথায় খাঁ খাঁ করে
বড়ো অভিমান হল, বড়ো দুঃখ, শোকের মতন।

জীবনে পরম লগ্ন প্রেম সমাবর্তনে মেলে না,
যা এসেছে একবার, মৃত মল্লিকার মালা নিতে
আর সে আসে না, ভোমরা ক্ষণকাল প্রাণ - ভোমরা হয়,

উৎপল এখন নেই, ইউনিভার্সিটি অন্ধকার
দিন পরে দিন যায়, মালবিকা বসে বসে ভাবে
পাকপাড়ার বাসে উঠে দোতলার জানলা থেকে দেখে
ছাদের কার্নিশে ঝুলছে শেষ রৌদ্র দুর্লভ অর্কিড,
বাদল - সাঁঝের অন্ধকারে মৌন কলকাতা হারায়
সমস্ত খোয়াই স্মৃতি ফিরে আসে
আশুতোষ দ্বারভাঙা বিল্ডিং -এ!

সেনেট খনন শেষ।
'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!'

ইনডোর শুটিং চলছে, ফ্লোরে ব্যস্তবাগীশের দল,
মুভি ক্যামেরায় বসে শট নিচ্ছে
রীতিমতো দক্ষ গোলন্দাজ
কখনো এগিয়ে আসছে মিড ক্লোজ - আপে, কখনো লংশটে
ফিরে যাচ্ছে, অপারেটর, ডিজলভে ফেড ইন-এ
জাদুকর মুহূর্তকে ধরে নিচ্ছে, সমস্ত মুখের কাকাজ।
অনেক উঁচুতে আলো ঝুলে আছে, চতুর্দিকে নানা অ্যাঙ্গেলে
থিয়েটারি ঢঙে রাখা ফ্লাড লাইট, ট্রাপিজের খেলা
শু হবে মনে হয়; দড়িদড়া, বৈদ্যুতিক তারের শিকড়
মাটিতে ছড়িয়ে আছে! 'কী বোর্ডে' দু-জন টেকনিশিয়ান
সুইচে হাত রেখে শুধু চেয়ে আছে, সিনারিও হাতে
যে লোকটা নৃত্য করছে তার দিকে; নায়ক - নায়িকা
মুখোমুখি, টেম্পো উঠছে, স্পিট হাতে প্রম্পটার,
অ্যাসিস্যান্ট ডিরেক্টর পাশে ঘুরছে চোরের মতন
কিছু ফার্নিচার আর আঁকা দেওয়াল, মিথ্যে দরোজায়
ঘরের আভাস দিচ্ছে নিভছে জ্বলছে শেডের তলায়
আলো - পাখা, অন্ধকারে ক্যামেরার রিল ঘুরছে শুধু।

সমস্ত বিস্বাদ লাগল, যন্ত্রপুরী ধূর্ত তাসঘর
আলোর আশর্চ্য ধাঁধা, কৃত্রিম কপট উচচারণ,
ধাস দ্ধ করে আছে চতুর্দিকে ছলনার জাল,
বীক্ষণ কাচের খেলা কান্না হাসি বৈভব বেদনা
প্লাস্টিক সার্জারিতে ভরে তুলছে ক্ষতচিহ্নগুলি
শূন্যতা ভরাট করছে সেলুলয়েড, স্টেস্ট- টিউব মিক্সচার
কেমিক্যাল রি - অ্যাকশন, ধোঁকা দিচ্ছে মাস্ক- প্লেয়ার সেজে
নটবর - নববধূ; স্টোরি - কাটিংস, মোক্ষম মন্তাজ
লিলিপুট - মিনিয়েচার অ্যামপ্লিফিকেশনের রসদ,
সমস্ত স্টুডিয়ো ফ্লোর নিষিদ্ধ জুয়ায় জমে গেছে

সিজারিয়ান অপারেশন সব মিথ্যা জুড়ে জুড়ে দেবে।
অভিনয় মাঝে মাঝে অভিনয় নয় হয়ে ওঠে
সমর দেখছে তাও, রঙ্গমঞ্চ রংমশলা হয়ে
কেমন চোখের জলে আলো ফেলে, নগ্ন আলিঙ্গনে
দেহমন বাষ্পদ্ধ, গ্রিনম পরশকাতর
ভ্রষ্টলগ্নে, জাগরণে, রঙ্গমঞ্চে যে রজনী যায়
কেমনে ফিরাব তারে উইংসের জনপথ দিয়ে---
ফিটন, বৈঠককানা, পায়রাদাগা, বুলবুলি - লড়াই
বাইজি বাগানবাড়ি, ঝাড়বাতির ফুলঝুরি আলো
যেমন নিভেছে, গেছে, মুছে গেছে, যে রজনী যায়
হায় এই কলকাতায়, কেমনে ফিরাব জলসাঘরে
কালের যাত্রার ধবনি স্টেথোস্কোপে ধরা পড়ে নাকি!
আসলে সমস্ত যাবে --- আয়ু অর্থ আত্মা নষ্ট দাঁত
শখের কবিতা - গান, সংক্ষিপ্ত প্রণয়, রঙ্গালয়।

নাট্যকার ফিরে এল নীলচে ধুতি - পাঞ্জাবি চড়িয়ে
মুখে আবশ্যিক রং, চোখে সুর্মা, স্বেদাক্ত কপালে
কিছু চূর্ণ চুল, সঙ্গে নিয়ে উপনায়িকা একজন,
হাতে হলদে টিনভরতি সিগারেট, সিগ্রেট লাইটার,
'কেমন দেখলেন আজ, অভিনয় উতরালো কেমন?
রমলা কেমন করল এই সেটে, ক্লাইম্যাক্স শুটিং -এ' --
সমর সামান্য হেসে বলল, 'টুকরো দৃশ্য দেখে কিছু
বলা যায় না, সিনেমা তো জলজ্যান্ত থিয়েটার নয়'---
'মঞ্চের সপক্ষে আপনি, নিদাণ
অ্যান্টি ফিল্ম মনোভাব কেন?
ডাইং কনভেনশন নিয়ে পড়ে আছেন উনিশ শতকে,
রিভলভিং স্টেজগুলো হাতে কাটা চরকা মনে হয়
অকিঞ্চিৎ সূত্রধার, মাস্ চাইছে মোশন পিকচার
ইমোশন্যাল রিয়ালিটি কেউ চায় না এই সেঞ্চুরিতে'---

বিস্মিত সমর ভাবল, এ কী শুনছে মন্থরার মুখে
শৌখিন সে নাট্যকার কোথায় নস্যাৎ হয়ে গেল,
সেই দেহ অন্য মুখ, অন্য - এক আত্মার বিকার!
সেদিন যে বলেছিল, 'কলিতীর্থ কলকাতায় বসে
স্টেজের চেহারা দেখলে কান্না পাবে, সব অন্ধকার---
ফাটা রেকর্ডের মতো মঞ্চের পোস্টার ঘুরে ঘুরে
একই কথা কয়, শুধু রজনীর সংখা বাড়ে পাশে
নতুন নাটক নেই,' কথাগুলো আজো কানে বাজে
এখন ভরসা শুধু আপনারাই, মুখ ফেরান যদি

ভিক্ষুক স্টেজের দিকে, সব মুদ্রাদোষ ভুলে গিয়ে
অর্থানর্থে অবিত্রীত, অবিকৃত শেষ অবধি থেকে...
আমি তাকে রূপ দেবো, কণ্ঠ দেবো, প্রাণমন যতটুকু আছে'---
বাঁ - হাতে গাড়ির দরজা খুলে ধরল দীপ্ত অভিনেতা
বিনয়ে কুর্নিশ করে বলল, 'আইয়ে আমার গাড়িতে
একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, টেকনিকালার এমন বিকেলে
পাক স্ট্রিটে চা খেতে বড়ো ভালো লাগবে, বিশেষ রমলা' --
চোখের ঈষৎ ভঙ্গি করে ঠোঁটে সিগারেট খে
বলল, 'রয়েছে সঙ্গে সন্ধেটুকু রমণীয় হবে' ---
সমর সামলে নিল নিজেকে সাবধানে সামনে থেকে,
'আজকে উপায় নেই, নিপায়, অন্যখানে এনগেজড রয়েছি'---
'উইশ ইউ গুড লাক, গুড আফটারনুন, গুড টি'---
নতুন মডেলখানা উড়ে গেল অবজ্ঞায় ধোঁয়া ছুঁড়ে।
স্টুডিয়ো গেটের কাছে সমরের 'নিশ্চল মুরতি';
ভাবল, পথ বেঁকে যায় এমনি করে প্রকাশ্য আলোকে,
হয়তো সমস্ত চর্চা তপশ্চর্যা একদিন যা জেনেছে ভুল
স্বার্থসুদপরায়ণ, মবিল - লুব্রিকেশন চৌদিকে,
সমস্ত অমৃতভাষী জননেতা, গণপ্রতিনিধি অভিনেতা,
সবাই সুবিধেবাদী, ব-কলমে ইজম্ - প্রচারী।
তিলকের কথা কেমন মনে পড়ল এই অবেলায়,
বহুদিন দেখা নেই, শুধু লোকশ্রুতিটুকু ছাড়া;
তিলক তছনছ হয়ে গেছে তীব্র শোকের আঘাতে।
উন্মাদ যন্ত্রণা তাকে অন্তরীণে আবদ্ধ রেখেছে
ইজেলের মুখ দেখছে শুধু, রঙে সেঁকছে রক্তের ভাবনা।

চিবুকে ক্লান্তির রেখা, ঠোঁটে জ্বলছে জঙ্গি চারমিনার,
একমাথা রুক্ষ চুল, মুখ বাড়াল বিরক্ত তিলক
দুমড়ানো মলিন জামা - পায়জামা ময়লা গিলে করা
কয়েক রাত্রির সহবাসে অধ্যুষিত অত্যাচারে
অনেক রঙের ছিটে তুলি মোছার অসাবধান দাগ
লেগে আছে উতস্তত, বুকপকেট আস্ত তুলিদান
চুমড়ানো গোঁফের প্রান্তগুলি যেন উঁকি দিচ্ছে, হাতে
রক্তাক্ত অস্ত্রের মতো জ্যান্ত তুলি, 'আরে আরে,
ফিল্ম - পোয়েট এসো,'
সর্বাঙ্গে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল তিলক।

সাবধানে ঘরে ঢুকল, চতুর্দিকে ছড়ানো কাগজ
পড়ে আছে অর্থহীন অথবা দুর্বোধ্য রেখাচিত্রে হত হয়ে
অনেক হেঁয়ালি ছবি, ক্ষুরধার রেখা সংঘাতে

বর্ণানেকান বিপ্রা বহুধা বদন্তি, মনে পড়ে,
হয়তো অনেক রং, রং নয়, রেখাগুলি নিঃসঙ্গ একক
অন্তর্ঘাতী বেদনায় আত্মভুক চুপ করে আছে,
ন্যাংটো মেয়েছেলে ঝুলছে ইজেলের স্তব্ধ হাড়িকাঠে।
‘ও এক কর্ণার কিক! আজ বলতে পারি, this is
the way the world ends:
তন্তন্দ্বব্ধন্দ্বন্দ্ধ ব্দনপ্রব্ধন্তু ব্ধভ্রপ্স ওখানে
just a naked whore ---যোনি জঙঘা স্তন অধর নিয়ে
দ্রুতগতি চলে যাচ্ছে, অ্যানাটমি ডাবল এক্সপোজারে
কোথাও স্টপেজ নেই, পাংচুয়েশন মানিনি কোথাও।’

সমরেশ বসে পড়ল, ‘তোর সব অ্যাবস্ট্রাক্ট বাজেট
এখন স্থগিত থাক কিছুক্ষণ, চা খাওয়া দিকিনি,
হলিউড থেকে আসছি, টালিগঞ্জ ফ্লোর ঝেঁটিয়ে এই ---
কিন্তু আমি ফিল্মে গেছি এ - তথ্য কোথায় পেলি শুনি
বহুদিন পরে এই দেখা হল, সঞ্জীবনী কেবিনে সেই যে’ ---
স্টোভ ধরাল তুলি রেখে, জল চাপাল, কেতলি ভরতি করে,
‘আর কিন্তু কিছু নেই, ওনলি কফি’ তিলক জানাল।
‘কফিই কফিন হবে মনে রেখে যত পারো গিলো
ওনলি কফি খালি পেটে, আমি কিছু বলতে আসব না
বোহেমিয়ান সুইসাইডে শিল্পের চূড়ান্ত করে যেয়ো।’

‘দেখেছি পিছনে আসছে উত্তমর্ণ জীবনে যৌবনে
কী আশর্চ্য পাওনাদার, পানের দোকানে শুধু নয়’---
অট্টহাসি হেসে যেন ভেঙে পড়ল তিলক সান্যাল,
‘মুদিখানা, স্টেশনার্স বাড়িওলা, সিগারেটওয়ালা,
রেস্টুরেন্ট, বুকস্টল, সম্ভবত এভরি থার্ডম্যান
কিছু পায়, তাই এই গর্তে ঢুকে বসে আছি একা।
সব বাইরে থাবা পাতা, ক্ষুরধার বহির্জগৎ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিৎ আমি---
টোব্যাকো ভীষন জমে এম্পটি স্টমাকে মাই ফ্রেন্ড!’
পোড়া বাদের গন্ধেঘর যেন ভারী হয়ে আছে
তিলকের কথাগুলো হাসি দিয়ে শু হয়েছিল
আচমকা কোথায় যেন গিয়ে থামল
কোন গভীর খাদের কিনারে!
বাক্যহীন সমরেশ অপমৃত্যু - খসড়া দেখছে যেন,
কেবল স্টোভের শব্দ, টাইমপিসে অনুচচ স্পন্দন...

চৌখুপ্পি রোদ্দুর এল জানলা দিয়ে আসন্ন বিকেলে
বাইরে দূর রাস্তা দিয়ে কাঁসার বাসনঅলা গেল

পরিচিত ঘন্টি পিঠে, উঠোনের চৌবাচচার কলে
জল পড়ছে শব্দ করে কলরব ভেসে আসছে মৃদু
মধ্যাহ্ আলস্য ফেলে আড়মোড়া ভেঙেছে কলকাতা
ট্রাম - বাসে সরগরম হয়ে উঠছে মৌলালির মোড়
কফির পেয়ালা নিয়ে দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে
অনেকক্ষণ কথা নেই, অনেকক্ষণ কোন কথা নেই
দু-জনের মাঝখানে পরমাত্মীয় নীরবতা
কী এক গভীর শোক, কোন এক বিচ্ছেদবেদনা
নিয়ে যেন জেগে আছে; বাইরে অথর্ব ম্লান আলো।

'আর্ট বড়ো ট্রেচারাস, বিশুদ্ধ শিল্পের চর্চা রেখে
আর একটু নেমে আয়, বাঁচতে হবে, আগে বাঁচতে হবে
এখন সবাই দ্যাখ্ তাই করছে, বই - পাড়ায় দ্যাখ্ চেষ্টা করে
মলাট, গল্পের ছবি, বিজ্ঞাপন, হেডপিস, কার্টুন
এঁকে যা দু- হাতে দুটো পয়সা পাবি,
শিল্প বড়ো দুরারোগ্য ব্যাধি!'
'বাজারেই নাম লেখাব এতদিন পরে, সমরেশ,
তুচ্ছ বাঁচার জন্যে? জলকালিতে যে নাম লিখলাম
মুছে ফেলব? অলকার শেষ ছবি যে আঁকা হয়নি ভাই;
বুকের খোলের মধ্যে লোহাচুর গন্ধক সোরায়
বিস্ফোরণ জমে আছে, তাকে আমি কী করে ঠেকাব
অনেক গহ্বর আছে, রসাতল, উল্কার পতনযোগ্য স্থান
মর্মস্পর্শী অন্ধকার ঢের আছে মহানগরীতে
যেতে হলে সমরেশ, যেখানেই যেতে পারব আমি---'
'আমাকে ভুল বুঝো না, আমি তোমায় সে কথা বলিনি
তোমাকে বাঁচতে হবে শুধুমাত্র নিজের জন্যে না,
যুদ্ধের ভাটায় ভাসছি আমরা সব
চতুর্দিকে ঘোলাজল পাঁক,
গলিত শবের গন্ধ, আবর্জনা, অর্থহীন ভগ্নাংশ ছড়ানো।
শিল্পকে বাঁচাতে হলে নিজে আগে বেঁচে থাকতে হবে,
অক্ষয় তুণীরে থাক সিদ্ধ তুলি, তুমি অন্য হাতে কাজ করো ---'
'সেলুলয়েড তাই তোমাকে টেনে নিয়ে গেল ওইখানে
তোমার স্বপ্নের স্বর্গে হলিউডে?
তুই এখন গোলাম - খানসামা
ডিরেক্টর ডেমি - গড, ডিকটেশন নিচ্ছিস দু - বেলা
শুনে বড়ো কষ্ট হল, কাল সকালে যখন শুনলাম।'
ওপাশে নির্জন গির্জা, গির্জার বাগান দেখা যায়
জানলাটাকে মনে হয় ক্যালেন্ডারে আঁকা কোনো ছবি
আচমকা এমন একটুখানি জায়গা ভাবা যায় না যেন।

দাবা পাশা ক্যারমের মতো চতুর্দিকে অস্থিরতা
কেবল পরস্বগ্রাস, উল্লঙ্ঘন, সংঘাত সজোরে,
ভীষণ ভয়াল খেলা, চক্ষুরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধির সূচনা।
বহুক্ষণ বসে আছে বুলেট বুকের মধ্যে নিয়ে
জ্বলন্ত সিসের ক্ষত, কথা কয়নি, আর্ত সমরেশ
তিলকের কথাগুলো মনের গভীরে বিঁধে আছে ...
দগ্ধ চারমিনার শেষে পেয়ালার মধ্যে ফেলে বলে,
'হয়তো জানিস না তুই, আমি জানি, আর বেশিদিন বাঁচব না
আমার রক্তের মধ্যে স্বল্পায়ুতা
পিতৃঋণাবদ্ধ হয়ে আছি---
বাঁচাটা আমার কাছে তাই এমন বড়ো মনে হয়
আমার বিধবা মাকে তুই দেখিসনি
অসহায় ভাইবোনগুলো
আমারই মুখের দিকে চেয়ে আছে
ভীত ক্লান্ত জল - ভরা চোখ ---'

আলোর ফাঁসের মধ্যে ঘোর - লাগা উত্তর - কলকাতা,
প্রথম প্রহর রাত, গর্ভিনী গলির মন্থরতা জমে আছে
সমরেশ ফিরে এল চুপিচুপি তার জীর্ণ পৈতৃক ভবনে
নিজের সংকীর্ণ ঘরে অন্তরিনে, নির্জন গোপনে,
সমস্ত দিনের ক্লান্তি ম্লান ধুলো লেগে আছে গায়ে
অবিশ্বাসী বর্তমান এ - বাড়ি সমস্ত দেয়ালে
ছায়া ফেলে চতুর্দিকে কেমন আবছা ভী ভয়
জেগে আছে। শুধু হিমশীতলতা, গ্লতার মতো।
ছোটোবোনটা ঘরে এল, পিঁপড়ের মতন মৃদু পায়ে,
'মা কেমন, ভালো আছে?' জামা খুলতে খুলতে সমরেশ
প্রশ্ন করল। যে অতি স্বাভাবিক এ - মুহূর্তে মা-র
ভালো থাকা।
'ব্যথাটা বেড়েছে আরো, জ্ঞান ছিল না বিকেল অবধি,
অসহ্য যন্ত্রণা, দাদা, দেখা যায় না,
বিকেলবেলায়
ফিরে আসবি ভেবেছিলাম, কিছু ভেবে পাচ্ছি না কী হবে!'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে সমরেশ জামা গায়ে দিল।
একটু উত্তাপ আলো এই ম্লান মূক সংসারের
অসাড় শরীরে চাই; অন্ধকারে,
মাতৃস্নেহ বড়ো প্রয়োজন।

।। সাত ।

হয়তো রক্তের বাইরে পথ নেই; পরিত্রাণ নেই!

এইসব চোতা শব্দ আওয়াজ দিচ্ছে না আজকাল
বহুবার গর্ভপাতে রক্তশূন্য, বিবর্ণ মলিন,
গু মধ্যদেশ নিয়ে অপারগ, বাংলাভাষা হাজার বছরে।
মিথ্যে মাটি খুঁড়ে আর লাভ নেই, ঝনৎকার নেই
কোথায় লুকোনো অর্থ? কোথায় অর্থের ব্যভিচার?
সামাজিকতায় বাঁধা, অভিধানে; সব শব্দ কুলীন কুর্নিশে
মূল্যবান। নয়া শব্দ নতুন টাঁকশাল থেকে জন্মাবে
তেমন কবজি কই?
পরাঙ্মুখ পরিভাষা; সব শব্দ মৃদু তালে চলে
হাতঘড়ির রাশিচক্রে, কবি লেখকের হাতে হাতে।
জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা যায় না কিছুতে
ভাষার মাধ্যম মৃত, মুখের বিস্বাদ উচচারণে
নষ্ট রব ফিরে আসে, বাক্যব্যয় বলাৎকার ছাড়া
কিছু নয়; ভেবে দেখলে গুটিকত ধর্ষিত অক্ষরে
অসম্ভব এই যুগে পূর্বতিরিশের কথা বলা।

ভাবছি সমস্ত লেখা ছিঁড়ে ফেলব, উপন্যাস, ব্যর্থ উপন্যাস
কেবল গল্পের গলগ্রহ, যেন মেদবৃদ্ধি শুধু,
হয়তো রক্তের বাইরে পথ নেই, পরিত্রাণ নেই।
কয়েকজন অন্ধ মিলে পথ খুঁজছি
খিস্তির ভাষার মতো লোকায়ত, জীবন্ত, অ-বশ
উন্মাদ অল্পের মতো ব্যাকরণ বল্গাচ্যুত ভাষা
অশ্রাব্য সংসারে চাই, নইলে মহামারী মানুষের
আত্মভুক চেতনার শব্দচিত্র কোনোদিন সম্ভব হবে না,
অন্ধ রক্তস্রোত, ত্বক, স্নায়ু ধারা, প্রতিক্রিয়াশীল
হৃদপিণ্ড; সর্বাঙ্গের প্রোথিত কাঠামো অ্যানাটমি
ভাষার দর্পণে আনব, মনস্তত্ব দেহতত্ত্বশায়ী।
নপুংসক বঙ্গভাষা চোখে কানে অসহ্য আমার।
ভাষার অ্যালার্জি বড়ো ভয়ানক, আমি জানি, হে রবীন্দ্রনাথ,
তোমার হাতেই সব নষ্ট হল, তুনি তার দুর্ভাগ্য বিধাতা।

সমস্ত হরফ জানা, পাইকা, স্মল পাইকা, বর্জাইস
খোলার বস্তির নীচে কেউ থাকে, অ্যাজবেসটাসে
করোগেট - শেডে
কংক্রিট ছাদের নীচে অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট নরনারী
ছায়া ধরার ব্যবসা করছে, ক্ষয়রোগে অশান্তি অসুখে
যৌবন ফুঁকে দিচ্ছে -- দেখেছি সমস্ত রাজধানী

সব মফস্বল, গ্রাম, দূরবাংলা, মদের দোকান,
অনষ্ট চরিত্র, নষ্ট, বেশ্যা, ছদ্মবেশী দেশসেবী
তাজ্জব নাটকে সব লেপটে গেছে
ধোঁকা দিচ্ছে রঙিন পোস্টার।

সরীসৃপ সরে যাচ্ছে খাট থেকে মেঝের ওপাশে
মেদগুহীন রৌদ্র চলমান, যেন কোন কবোষ্ণ কর্পূর
মুছে যাচ্ছে শয্যা থেকে, প্রলম্বিত পদতল থেকে
আচ্ছন্ন স্মৃতির মতো ঘ্রাণ রেখে লেপের ওয়াড়ে।
বালিশে ঠেসান দিয়ে ক্লান্ত নিখিলেশ বসে আছে,
ক-টি শয্যাশায়ী দিন - রাত্রি গেছে তন্দ্রা - জাগরণে
মর্মঘাতী যন্ত্রণায়। সুতীক্ষ্ম ছুরির ফলা দিয়ে
অন্ত্র তন্ত্র চিরে যাচ্ছে, মারাত্মক গাঢ় রক্তপাতে
অভ্যন্তর ভরে গেছে রক্তাপ্লুত জাগর যন্ত্রণা
হয়তো কিডনি - স্টোন, সিরোসিস, লিভার অ্যাবসেস,
অ্যাপেনডিসাইটিস থেকে ব্যথা ধরছে, অথবা অথবা
অনারোগ্য দ্রুতগতি অন্য কোন অদৃশ্য দংশনে
নিখিল ফুরিয়ে যাচ্ছে, ঘড়ির ডায়ালে শেষ রোদ
মনে হয়েছিল সেই দিনগুলোকে,
সংজ্ঞাহীন বিভাবরীগুলি
শর্মিলার মতো শুধু কপাটে হাত রেখে ফিরে গেছে।

নিস্তরঙ্গ ক্লান্ত দেহ। ভাটার পাণ্ডু পলিমাটি
পড়ে আছে বিছানায়; চশমার পীড়িত পরকলা
ধূর্ত ধূসরতা নিয়ে ছবি দেখছে
অবিশ্বাস্য বহির্জাগতিক,
প্রতিবিম্বমালা যেন উদ্ভট রহস্যে উলটে আছে
খোলা জানালার লেন্সে, সব ধৃষ্ট ধারাবাহিকতা
স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম, সকাল দশটার পদাতিক
যৌন - বাসনার বাইরে ছুটে যাচ্ছে অন্তত একবার
খুদে পিঁপড়ে, কাচপোকা, বহুচক্ষু মাকড়সা, মৌমাছি
আরশোলা টিকটিকি সব একাকার, ক্যালেন্ডার,
ঘড়ি ডায়াল।
দুমড়ানো ফুলস্ক্যাপগুচ্ছ পড়ে আছে, চক্ষুশূল কালো
প্রখর অক্ষরমালা, দুর্ভেদ্য ব্যূহের মতো ঠাসা
চতুষ্কোণ পাণ্ডুলিপি। মস্তিষ্ক খেয়েছে কুরে কুরে
এতদিন যত চিন্তা পিপীলিকা - প্রবাহের মতো
ফিরে যাচ্ছে অর্থহীন শূন্য শুভ্র এক সমতলে।

কো তুমি? শর্মিলা! এসো, বোসো এই সঙ্কীর্ণ চেয়ারে
যেমন টিপয় জুড়ে চেয়ে আছে আঙুর বেদানা
অপ্রতিভ কমলালেবু, নির্লজ্জ আপেল নাসপাতি
নিষ্ফল তাকিয়ে থাকো দূর থেকে
আমি আজ কাউকে ছোঁব না।
ক্লান্ত, বড়ো ক্লান্ত আমি শর্মিলা, ভীষণ ক্লান্ত আমি
ইচ্ছামৃত্যু শুয়ে আছি, স্ত্রৈণ স্পর্শকাতরতাহীন।
এত স্তব্ধ কেন আজ চতুর্দিক, এমন স্তব্ধতা কেন, কেন?
শব্দহীনতায় যেন মুণ্ডহীন, অপদার্থ তুল্য স্থিরতায়
এমন স্তব্ধতা কেন, রাজধানী এত স্তব্ধ হয়ে গেল কেন
মনে হয় হাওয়া আটকে আছে, প্রতি মনুষ্যনিশ্বাসে
হাওয়া দমবন্ধ হওয়া, আটকে আছে সবার ফুসফুসে
কলকাতার বৃহত্তর হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনি নেই।
সব পাংশু রক্তহীন, ক্রোধ রক্তহীন এই মধ্যাহ্নশ্মশানে
সমস্ত চিৎকার চুপ, আর্তনাদ ময়নাতদন্তের অপেক্ষায়
সব শব্দ খরচা করে হাসি নিঃস্ব, পক্ষাঘাতে যৌনতা, যৌবন
মৃত, স্থির, ভয়াবহ রাত্রি আসে পৃথিবীতে, কলকাতার জীর্ণ পৃথিবীতে
বন্ধুরা স্বপ্ন না মায়া কিংবা মতিভ্রম, ছায়াবাজি
শর্মিলা, কোথায় আমরা, কত দূরে, শর্মিলা কোথায়
ভেসে যাচ্ছি, এই শবদেহ নিয়ে, এই শবদেহ
নিয়ে, এই শব...ভেসে...এই যাচ্ছি, কথা বলো, কথা
বলো শব্দ করে, আরো জোরে, আরো জোরে আরো জোরে।
আমার এই নখগুলো কত বড় হয়ে গেছে দেখো
আমাকে পাগল ভাবছো ? ভয় করছে! কষের দাঁত দুটো
আরো বাড়বে, ক্রমে তীক্ষ্ণতর হবে মাথায় যন্ত্রণা---
হাজার বছর ধরে একই আয়না মুখে করে আছি---
ক্রমে তীক্ষ্ণ হবে বিজ্ঞ মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে; দ্যাখো
হাত দিয়ে দ্যাখো ঠিক এইখানে, ঠিক এইখানে এইবার
শিং উঠেছে; আহা, আহা, আরো কতদিন পরে আমি
সম্পূর্ণ উলঙ্গ হব, শুয়ে থাকব স্তূপীকৃত শব্দের উপরে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা চতুর্দিকে, মৃতের আওয়াজ
কাদার ঘ্রাণের মতো আমার এই দেহ ঢেকে দেবে...
উলঙ্গ আদিম দেহ, আর কতকাল পরে পাব,
কিছুকাল বাদে। তুমি অপেক্ষা করবে না, হে মানবী?
ভালোবাসা কীরকম জানি না তো, প্রেম - ভালোবাসা কীরকম?
কী হয় প্রেম দিয়ে এই নচ্ছার পৃথিবীতে, প্রেম দিয়ে কী হয়!
দেহ, মন, আত্মা, নিজ বিষণ্ণতা, ভালোবাসা দিয়ে
ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করা যায় নাকি অশ্লীল নিয়মে?

শর্মিল, শর্মিলা তুমি রাজধানীর প্রেতাত্মার মতো,
আজ আমাকে, ভালোবাসছ, ভালোবাসা ক্ষুধিত পাষাণ
টানে, বুকে টানে, পাকযন্ত্রে টানে, ভালোবাসা এমন যন্ত্রণা
সমস্ত ইন্দ্রিয় টানে; রানীবালা; ভালোবাসা অসুখের মতো
সমস্ত নিশ্বাস শুষে, রক্ত শুষে, সব খুশি আনন্দ ভরসা
শুষে নেয়, আলো অন্ধকার থেকে, অন্ধকার আলো
থেকে, সব থেকে, এই দেহ থেকে, দেহান্তর থেকে।
দুর্বল অস্থির করে ভালোবাসা, দুর্বল গোড়ালি
ভর দিয়ে পৃথিবীতে গ্‌ণতম হেঁটে - ফিরে চলা
ভালোবাসা। ভালোবাসা পদ্মপাতায় জল, ভালোবাসা।

শর্মিলা, তোমাকে বড়ো গ্‌ণ ম্লান অবয়বহীন
মনে হচ্ছে, সামনে ঝুঁকে, স্থবির পাখির মতো, ক্ষীণ
ধূসর স্তিমিত চোখে চেয়ে আছে, বলিরেখা - ঘেরা
মুখ, ভাঙা মুখ, যেন অস্থি -র খোয়াই, নির্জলতা
চোখের পল্লবে, কোলে নির্জনতা, বিষণ্ন বিষাদ,
সব বধিরতা আসে এমনি করে বার্ধক্যের মতো।
সমস্ত দর্পণ দূরভাষিনী, আয়নায় মুখ দেখা
মানে ভবিষ্যৎ দেখা, অত্যাসন্ন অথর্বতা দেখা;
বহু বছরের ধুলো একবার ফুঁ- দিয়ে উড়িয়ে
আয়নায় তাকালাম, দেখলাম বলিরেখা নেমে
এসেছে চিবুকে, মুখে, কপালে, কপোলে, ওষ্ঠাধরে,
অনন্তযৌবনা চোখে কালপেঁচার প্রতিচ্ছায়া কাঁপে,
বটের ঝুরির মতো অধোমূল শিকড়ের জাল
ধূর্ত, ক্ষিপ্র, নরভুক, অদৃশ্য মাকড়সা বুনে যায়।
আয়ু মৃত আমলকী কাঁপতে থাকে লোভীর থাবায়...
কপাটে হাত রাখল ধীরে শর্মিলা সহসা, বাইরে থেকে
ঝুঁকে পড়ে দেখল কেউ ঘরে নেই, শূন্য চেয়ারের
দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে নিখিলেশ বকে যাচ্ছে একা,
হাতের নিকটে স্ট্যান্ডে রিসিভার নামানো রয়েছে।
টেলিফোনে কথা বলছে মনে হয়েছিল কিছু আগে
এখন এ- দৃশ্য দেখে চমকে গেল, আতঙ্কিত হল।

।। আট ।।
আজ এই অন্ধকারে মাতৃস্নেহ বড়ো প্রয়োজন,
বড়ো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু জানি জীবনে যৌবনে
প্রয়োজন কোনোদিন মেটে না, মিটবে না, বৃথা ক্ষোভ...
চাওয়া - পাওয়া কোনোদিন এক শুভদৃষ্টিতে মেলে না,
ঈশ্বর অনেক কিছু, বহু কিছু, কৃপণতা করে

মধ্যবিত্ত আমাদের হাতে দেননি, এবং যেটুকু
ভুলে দিয়ে ফেলেছেন, আশ্চর্য তান্ত্রিক জাদুকর
মৃত্যুর মতন ক্ষিপ্র হাত সাফাইয়ে সরাচ্ছেন, সরিয়ে নিচ্ছেন
সমস্ত নিশ্চিহ্ন করে, তাই তোমার আনন্দে আমার
হৃদয় বিদীর্ণ, তুমি তাই এসেছ নীচে, অন্ধকারে
মাতৃস্নেহ বড়ো প্রয়োজন ছিল, অস্পৃশ্য ঈশ্বর
অসুর, অনৃতভাষী, পরশ্রীকাতর ভগবান,
তোমার মঙ্গলময় হস্তে আজ কুষ্ঠের কুশ্রীতা,
অকৃণ কুণ্ঠা আমি ঘৃণা করি, নির্বাসিত অদৃশ্য দেবতা
একমাত্র জননীকে কেড়ে নিলে কোন মঙ্গলের অভিপ্রায়ে ?

মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই। সব পাওনাদারের মুখোশ
খুলেছি নিজের হাতে, তাই 'আমি মৃত্যু - চেয়ে বড়ো'
রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি, কবিতার শেষপঙ্‌ক্তিগুলি
হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্বলছে, এইবার আমার কলমে
আমার অমৃত আত্মা ভাষা পাবে, সুবর্ণরেখায়
জ্বলবে অন্তঃকরণীয় যন্ত্রণা অগাধ, জেনে গেছি
হৃদয় হৃৎপিণ্ড নয়, ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি তুলে বেঁচে থাকা নয়,
নিশ্বাস নিয়ম নয় অনিয়ম, বহতা রক্তের
সীমিত স্রোতের মধ্যে আমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে
ভেসে নেই; বেঁচে আছি তার চেয়ে অনেক বৃহৎ
মূল্য দিয়ে, মহত্তর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মানবতা
তেমন দরিদ্র নয় দেবতা - দ্বারস্থ হবে আয়ুর ভিক্ষায়।

মুণ্ডিতমস্তকে স্তব্ধ সমরেশ বসে আছে, ঘরে
অশ্রু নির্বাপিত প্রায়, এখন রোদনক্ষান্ত ভাইবোনগুলি
ইতস্তত সরে আছে, শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কাল,
মনে হচ্ছে একযুগ পার হয়ে গেছে ইতিহাসে
জীবনের অলিখিত ইতিহাসে বহু প্রেক্ষাপট উলটে গেল
যারা ছিল নেই, যারা আছে তারা ছিল না কখনো।
'সমরেশবাবু, চিঠি, চিঠি আছে,' জানালার ফোকরে
ডাকপিওন চিঠি ছুঁড়ল ক্ষিপ্র হাতে, কোলের উপর
খামের চিঠিটা ভীত কপোতের মতো উড়ে এল---
ভিতরে একরাশ কথা অতি চেনা অক্ষরে ছড়ানো
বাদামি কালির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে
মনে মনে চিঠি পড়ল, অদ্ভুত চিঠিটা এইরকম ---

বন্ধু, চোদ্দো-শ শাল অনেক দূরের পাল্লা, অতদূর পৌঁছব না। বিশ বছর
পার হলেই চলবে আমাদের। বারো বছরেই শুনেছি একযুগ, অতঃপর বিশ বছর!

কফি হাউসের পঞ্চম সংস্করণ দেখলাম। জেনারেশন বদলে গেলে। অবাক কাণ্ড!
স্মৃতি হাতড়ে দেখি, যেসব চেনামুখ ছিল চেতনায় অবচেতনায়, তারা
বুকের মধ্যেই বাসা বেঁধে আছে; নেই সত্যি করে কোথাও নেই,
ক্যালেন্ডারের পাতায়
হরফ একই পিঁপড়ে পায়ে লাল কালি অক্ষরে চলেছে, নেই শুধু সেই
সোনার খাঁচায় রাখা আফিমখোর দিনগুলো, সেই পাখাভারী বর্তমান, সেই
আমাদের কাল, কলেজ স্ট্রিটের লোহার রেলিং , চালচিত্তির বুকস্টল, হারিয়ে যাওয়া
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বয়স, দক্ষিণের বারান্দা, লেখকচরিত নিয়ে এবং অচরিত নিয়ে
আলোচনা, উত্তম মধ্যম তর্ক। সেদিনের রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া কোন দাম্ভিক
যৌবন কবজিতে নিল লটকে। চারমিনারের ধোঁয়ায় সেঁকে নেওয়া মগজ
কোন সংসারের ঘুলঘুলি দিয়ে অদৃশ্য। তবু আমরা, আমরা আছি; কফি হাউস,
কলেজ স্ট্রিট, পত্রিকা অফিস, এখনো আমাদের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত জাদুঘর, মৃত
অতিকায় প্রাণীর মতো আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

শাদা দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, বন্দুকের নল
পিঠ লক্ষ্য করে, শিউরে উঠছি, চোখ বন্ধ; ট্রিগারে তর্জনী রেখে
আমাদের বিচারক পিছনে দাঁড়িয়ে; তবু আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি
আজন্ম দণ্ডিত ঘোড়ার মতো, বেতো বাতিল পায়ে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বলে। ইত্যবসরে বাইরের পৃথিবীতে কাল - বদলের পালা।
দ্রুত বদলে যাচ্ছে, দূরের দেওয়ালে, ক্যালেন্ডারে দিন - তারিখের কালশিটে পড়া
টিপছাপ! আমাদের শুনানি মুলতুবি রয়েছে, দিন মাস যায়, বছর
ঘুরে আছে, শেষ রায় বেরোয়নি এখনো। প্রজনন - পটিয়স কীর্তিকলা নিয়ে
সাহিত্য করে যাচ্ছি, দু - হাতের কবজি ডুবিয়ে, পাল্লা দিচ্ছি নব্যরীতিতে,
কঠিন গদ্যে
শীর্ষাসন খাড়া রেখেছি।
This is the beginning of the end--- বিশ বছর পরের ইতিহাস!

কবিতাকে কুর্নিশ ঠুকে সমরেশ সরে এসেছে। কবিতা আর নয়।
সাহিত্যের বারোয়ারিতলার মুদিখানায় মুনাফা যথেষ্ট
ইদানীং বেঘোর সংসারী তিলকের দ্বিতীয় পক্ষে মন বসেছে
মারাত্মক; পুত্র ও পুস্তক দুইই যন্ত্রস্থ হচ্ছে বছরে বছরে। গণপতি
হতাশ লেখক, তণদের দেখলেই দাঁত খিঁচোয়, উৎকটতম নাট্যকার
উৎপলের প্রতিটি নাটক সহস্র - এক রজনীর আরব্য - উপাখ্যান। আমি
রয়েছি জাদুঘরের তাকে; ধুলোয় পলেস্তারা খসিয়ে মাঝে মাঝে
দেখি নিজেকে। অবিশ্বাস্য আর অবিস্মরণীয় মনে হয়। একদিন আমাদের
রায় বেরোবে হাইকোর্ট থেকে; কিন্তু তার আগেই, তার আগেই
এইসব ব্যক্তিগত পরিণতি, এইসব ...যাক --- নিখিলেশ।

একী চিঠি? কিংবা অন্যতর কিছু? দস্তুরমাফিক

গদ্যকবিতার খসড়া, স্বগতোক্ত আত্মচিন্তাবলী?
হিং টিং ছটের মতো স্বপ্নমঙ্গলের কথামৃত
সমরের কানে পৌঁছে দিতে কেন চেয়েছে নিখিল,
কোন প্রয়োজন ছিল? আকস্মিক এই পত্রাঘাতে
গভীর ইঙ্গিত আছে হয়তো লুকিয়ে কোনোখানে।

স্মৃতির পেয়ালা যেন উপছে পড়ছে, জলতরঙ্গের
মতো সাতটি সপ্তস্বরা পেয়ালায় ফেনিলতা যেন
অবিশ্রাম কথা হয়ে ফুটে উঠছে, উচ্ছ্বাসে হাসিতে
প্রচণ্ড ঠাট্টায়, গল্পে, প্রহসনে, সর্বাঙ্গীণ অভিনয়ে
প্রাক্তন ঘটনার বহুস্মৃতিজীবী প্রতিধ্বনি
জেগে আছে, কলস্বরে গুটি সাত তরলা তণী
জমাট আড্ডায় মগ্ন, মালবিকার ছোট্ট ঘরখানা
লাউড স্পিকারের মতো সরগরম, পাশে গ্রামোফোন
চিৎকৃত কনসার্ট বাজছে, কেউ শুনছে কেউ বা শুনছে না।
'চিরকাল এমনি থাকব, অভাব শূন্যতা, কোনো কিছু
আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না,' মল্লিকা জানাল,
'বুড়ি হয়ে মরব না, এ - কৈশোর চিরস্থায়ী হোক।'

'কৈশোর? হ্যাঁ, সেই ভালো, কেননা যৌবনে
কেবল যন্ত্রণা, স্মৃতি - পরবশ ইন্দ্রিয়তাড়না,
অন্ধ চাওয়া, অন্ধতম পাওয়া বা না - পাওয়া
কৈশোর অপাপবিদ্ধ, কিছু নেই, বিস্ময়মুগ্ধতা
শ্বাস ইত্যাদি ছাড়া,' অমলা বলল মৃদু হেসে।

মঞ্জু হয়তো একলা থাকা ভয়ংকর, সর্বজনবিদিত বেদনা
নিঃসঙ্গতা, পক্ষাঘাতে পতিত দেহের মতো একা,
পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা শাস্ত্রে বলে, আমরা ক্রীতদাসী
যৌবন - সমাগমে সঙ্গীহীনতায় ভীত হয়ে।
কেউ আমরা একা নই, সুতরাং প্রয়োজন নেই
রূপযৌবনের এই ক্ষণকাল - বন্ধকি - কারবারে।
মল্লিকা প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে কিংবা পরভৃৎ হয়ে সেই
সন্তানধারণ, সেই পরচর্চা, অন্যের অস্তিত্ব রক্ষা করা,
কারো ভাগ্যে রক্তাল্পতা, কারো ভাগ্যে কল্পিত কাঠগড়া
কেবল সন্দেহ ক্ষোভ প্রাত্যহিক সওয়াল জবাব---
কোনোদিন কারো দিকে আড়চোখে চেয়েছিলে কি না
তোমার এই হাত ঠোঁট রমণীত্ব কোনোদিন কেউ ছুঁয়েছিল?
অর্থাৎ অধিকারী, কিংবা উত্তরাধিকারী পার্থিব সম্পদে
তিনি আজ? এই শয্যা চিতাশয্যা অবধি বিস্তৃত

হলে বড়ো ভালো হয়, অবশ্য মনে নেগেটিভে
অন্য কারো ছবি নেই --- এই নিশ্চয়তা আগে চাই।
অমলা ঘেন্না ধরে গেল এই ঘর করায়, নিজেকে যতই
ছোটো করি, এর চেয়ে ছোটো করা অতি অসম্ভব
তার চেয়ে এই যুদ্ধ ঢের ভালো, এই যুদ্ধে প্রমাণিত হবে
সংবিধানে আমাদের কতখানি স্বাধীনতা আছে,
আমরা মেয়েরা আরো কী কী পারি, গৃহ - পালনীয়
রাঁধা খাওয়া শোওয়া ছাড়া, কতখানি সাধ্য ও সাহস
আছে, দেশপ্রেম আছে, সবলা অবলা কোন রূপ
আমাদের, প্রয়োজনে দশভুজা হতে পারি কি না।
সুলতা এবারে অচীন চীন ভারতের দরজায় এসেছে
দুর্ধর্ষ হুনের মতো, স্বপ্নভঙ্গ হবে এইবার
নপুংসক যুবগোষ্ঠী অতি যত্নে টেড়ি বাগাবে না,
বন্দরের কাল শেষ, মহাদেশে এসেছে আদেশ,
অশোকস্তম্ভের সেই নিদ্রিত কেশরী এইবার
বহুযুগ পরে বুঝি জেগে উঠল,
যাব আমরা যাব
প্রয়োজন হলে এই যুদ্ধে যাব, প্রয়োজন হবে।
মল্লিকা দেবী নহি, নহি মোরা সামান্যা রমণী, মনে রেখো।
সুলতা ঠাট্টা নয়, সত্যি কথা বলে ফেলেছিস
আমরা বিংশ শতাব্দীর চিত্রাঙ্গদা প্রমাণিত হবে।
মল্লিকা তা হলে কুমারী চিত্রাঙ্গদা বলো,
মরণদশা ধরার আগের;
নইলে ছি ছি, অপাণ্ডব এই যুগে কী যে হবে ভাবো!
সুলতা ভীষণ অসভ্য হচ্ছ দিনকে দিন
এটা লক্ষ করেছি আজকাল
প্রত্যেক কথার সূত্রে পুষ - প্রসঙ্গ আসা চাই
নইলে ভারি মন কেমন করে! যেন বর খুঁজতে বেরিয়ে
ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে ফিরে আসা হয়েছে, সেহেতু
নিন্দা, অবিশ্রাম নিন্দা একমাত্র করণীয় আজ।
অমলা সত্যি, মল্লিকার ভারি বদ অভ্যেস
ও একটু পুষ ঘেঁষা আছে।
মঞ্জু মনে মনে ---
অমলা হ্যাঁ হ্যাঁ তাই! মনে মনে, ওর একটু ছুঁকছুঁকে স্বভাব
মঞ্জু যা বলেছ, ইদানীং ধরা পড়ছে, কিন্তু মানে
মুখ টিপে হাসছে যে!
ইয়ার্কি আমার সঙ্গে, রসিকতা হচ্ছিল, তা হলে
জেনে রাখো, আমি তোমার গুজন, নেট আড়াই বছরের বড়ো
ইয়ার্কির পাত্র ঠিক আমি না তোমার, মনে রেখো---

মঞ্জু ইয়ে, মানে কথাগুলো ব্যাকরণ - কটু হল নাকি?
ব্যাকরণে কী যে বলে গুর্বী হবে, ইয়ার্কি বিষয়ে
পাত্রী হওয়া প্রয়োজন, কারণ তুমি পুষ - ঘেঁষা না!
মল্লিকা তা ছাড়া আরেকটা কথা, আমি মুখে যাই বলি - না কেন
গোপনে মনের মধ্যে ডোমেস্টিক অ্যানিমেলদের
তোষাখানা বানাইনি; হয়তো কেউ মানুষ নামক
দ্রৌপদী জন্তুদের জবরদস্ত পতিদেবতা ভাবে,
শতং ভাবো মা বদ --- তেনারা ভেরি ডেঞ্জারাস জেনো,
এই কে ? ভজা---
মালবিকা কর্তা - ভজা! কী হেতু তোমার আবির্ভাব?
ভজা ইয়ে এঁজ্ঞে! সব সময় গাল দেন, আমি কী করেছি---
মালবিকা ভালো মুখে গাল দিই বুঝেছিস ভজা হতভাগা?
ভালো ভালো গালাগাল খেয়ে অব্ধি এমন অচি!
ঠিক আছে এবার থেকে পরের মুখে ঝাল খেতে কেমন
লাগে বুঝবে। এইবার ভগ্নদূত, কহ নিবেদন---
মল্লিকা উহুঁহুঁ। মাইকেলী ঢঙে সেই বলো - না ---
কহরে সন্দেশবহ ---
অমলা বার্তা?
মঞ্জু নহে নহে হে সুন্দরী, ডাকো ওরে ভীমনাগ বলে
বিখ্যাত সন্দেশবহ ভজহরি, কড়াপাক সন্দেশ খাওয়াল
একটু আগে, ভুলে গেল?
মল্লিকা বিলিতি বার্তাকু কিংবা দিশি, ম্যাডাম?
অমলা কই বলো,
এমন অজাত শত্রু বোবামুর্তি কেমন, ভজহরি!
মঞ্জু তোমার ওই টেকনিকালার দাঁতগুলো বার করে
একবার কিন্নরকণ্ঠে সুধা ঢালো, অয়ি সুরন্ধনে!
(হাতের চিরকুটখানা মালবিকার হাতে গুঁজে দিয়ে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভজার পলায়ন।)

চিরকুটে তাকাল কিছু অবজ্ঞায়, যৌবনের ভিজিটার কেউ
এসেছে এই সন্ধেটাকে নষ্ট করতে, ইনিয়ে - বিনিয়ে
সেই একই কথা বলতে, সেই একই কথা, একটি কথা
যে - কথা সর্বপ্রথম কথা বলতে শিখে প্রত্যেক পুষ
বলে, কাউকে বলে, যাকে সামনে পায়,
মালবিকা প্রচুর জ্বলেছে

প্রভূত বিরক্তি নিয়ে চিরকুটের ভাঁজ খুলে তাকাল ---
কালিটা তখনো কাঁচা, ভারি অন্যমনস্ক সইটা
বুকে রক্ত চলকে উঠল অকস্মাৎ, সমস্ত আকাশ

যেন নেমে এল নীচে, সূর্য জ্বলছে ঘাড়ের পিছনে,
মুখে ভাসছে রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ড আওয়াজে
মনে হল গুঁড়ো হয়ে যাবে বুঝি
বহু শ্রমসাধ্য বেঁচে থাকা।
পরক্ষণে আলো নিভল, দুলে উঠল নীচের পৃথিবী
বিবর্ণ আকাশ, ঝাপসা, সব শব্দ তালগোল পাকানো
অর্থহীন, সব দৃশ্য অবয়বহীন একাকার।
মালবিকা জানল না, বন্ধুরা অবাক চেয়ে আছে
তার বর্ণহীন মুখে, তার আকস্মিক ভাবান্তরে।

মল্লিকা কে রে! কী ব্যাপার হল, কী হয়েছে খুলে বল্ - না ছাই ---
অমলা আ রে, আ রে, বসে পড়্, ফেন্ট হয়ে যাবি শেষকালে।
কোনো দুঃসংবাদ নাকি? বল্ না কেন
আমরা তো রয়েছি---
মঞ্জু কাউকে ফোঁড়াতে হবে? বল্ - না, সঙ্গে সিরিঞ্জ রয়েছে---
মালবিকা কেউ না, কিছু না, তোমরা, একটু বোসো এক মিনিট, আমি
ফিরে আসব, কিছু হয়নি। কিছুই হয়নি, আসি ভাই---

শূন্য সোফা - কোচ, মৃদু আলো, দক্ষ দেয়ালচিত্রের
স্থিরতা, অস্থির ঘোরে, হাতঘড়ির অন্তরঙ্গ কাঁটা,
দ্বিতলে, উৎপল শুনছে, হাসিগল্প; পর্দার ও - পিছে
তার দস্তখত করা স্লিপ গেছে বহুক্ষণ আগে
অথচ জবার নেই, মালবিকা এল না এখনো---
চিন্তিত উৎপল ভাবল, হাতে আর সামান্য সময়
বিদায় নেবার আগে দু - একটি কথা বলার ছিল।
কত কতকাল পরে আরেক বার উৎপল এসেছে
তার শেষ আরজি নিয়ে, হাতে আজ নগণ্য সময়
সাক্ষাৎ - প্রার্থনা বুঝি ব্যর্থ হল, দেখা করবে না
মালবিকা। তাকে আরো একবার
এমনি করে ফিরে যেতে হবে
শূন্যতার অপমানে, যন্ত্রচালিতের মতো, যন্ত্রণাচালিত।

বর্ষা চলে গেছে দূরে, উত্তীর্ণ আশ্বিন কুয়াশায়
পাকপাড়ার মাঠ ভরে আছে।
ধান - পাকা হেমন্ত এখন; কলকাতায় শীতের অ্যালবাম
প্রিয় মুখ, প্রিয়তমা মুখ, স্মৃতি, দূরগন্ধবহ অন্ধকার
যৌবনবিদায় বুকে কাঁদে, স্তব্ধ বৈঠকখানার সরাই
নিঃসঙ্গ, নির্জল লক্ষহীনতা হিমের সন্ধ্যাগুলি,
ভুতড়ে আলোকতীর্থে বাসস্টপ, কেউ শেষ পারানির কড়ি

পকেটে মুঠোর মধ্যে ধরে অবিশ্বাস্য চেয়ে আছে
ফেরারি অদৃষ্ট আছে কত দূরে? বিলম্বিত ডবল ডেকার
টালাপার্ক ফুঁড়ে সামনে দেখা দেবে, উৎপল অবশ
ট্রান্সমিটার এরিয়াল প্লানচেটে প্রেতকথা ধরে,
কষ্টিপাথরের মতো অন্ধকারে তাজা কাঁচা রক্তের স্বাক্ষর
তার রক্তচক্ষু জ্বলে, টালা পার্কে, অনেক উঁচুতে।

রাত্রির তরঙ্গে কাঁপছে ভায়োলিন, ইডেন উদ্যানে
প্রাণের ভোমরা কোন স্টুডিয়োতে, বিদ্যুতের ফাঁদ
পাতা এ - ভুবনে, কে যে ধরা পড়ছে কখন গোপনে,
কার কণ্ঠস্বর যে দগ্ধ পঞ্চশর হয়ে ভাসে
ইথার - সমুদ্রে, আহা, বিস্ময় কলকাতার ঘরে
বিচ্ছুরিত হয়ে যায়, মুহূর্তের রক্তিম তর্জনী
ওঠে পড়ে শব্দহীন, ঘড়ির ডায়ালে অক্ষমালা।
উৎপলের মনে পড়ল, একদিন সুলতার কাছে
স্টুডিয়োর বহু গল্প শুনেছিল, রেডিয়ো - ক্যান্টিনে
বসে, আজ যদি অকস্মাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়,
বড়ো নাটকীয় হবে, সুলতাই যদি তার নাম
অ্যানাউন্স করে দেয় এই প্রথম, শেষবারের মতো।

সশস্ত্র পাহারা আজ চতুর্দিকে সতর্ক প্রহরী।
রেডিয়ো - স্টেশন ব্যস্ত, এমার্জেন্সি সমস্ত মহলে
এয়ার - ফিল্ড মনে হচ্ছে স্টুডিয়োকে, স্টুডিয়ো - বাহিরে
গোপন প্রস্তুতি চলছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে অনুষ্ঠান,
যুদ্ধ কি সত্যিই এল, 'প্রিয় - ফুল - খেলবার দিন'
অদ্য ও প্রত্যহ নয়, চাই এবার সুরের আগুন
জ্বলুক সমস্ত দেশ, মনেপ্রাণে গানে ও নাটকে।
'কাম ইন মিস্টার ঘোষ, আসুন আসুন উৎপল, আসুন
আজকে প্রোগ্রাম আছে আমি জানি' -- সুলতা দাঁড়াল
কাচের পুশ - ডোর ঠেলে, নাটকীয়, অতি নাটকীয়
মনে হল; একটু আগে এই কথাই ভেবেছে উৎপল।
শিফনের শাড়িখানা রাঙা প্রজাপতি যেন, গায়ে
বসেও বসছে না শুধু চঞ্চলতা, পাখা নাড়ছে; হাতে
কিউ শিটখানা নিয়ে সুলতা অধীর চেয়ে আছে।

।। নয় ।।
স্কাইলাইটের থেকে দীর্ঘ নখ কয়েক ফলক
ধারালো রোদ্দুর যেন জ্যামিতির মতো নেমে এসে
সবুজ দ্বীপপুঞ্জে কিছু লক্ষ করছে, প্রথম সকালে।

মোমেন্টাল মিউজিয়াম মনে হয়, ছায়াচ্ছন্ন ঘেরাটোপে
দগ্ধপ্রায় নরনারী হৃদয়ে চাবির গর্ত নিয়ে
বসে আছে, সামনে শুধু কফির পেয়ালা, চামচে, কথা।
অলক্ষ্যে শব্দের ট্রাম - বাস যাচ্ছে, জনপদে অদৃশ্য অঙ্গার,
সমস্ত কলকাতা যেন বদলে গেছে কয়েক প্রহরে।

সমরেশ একা বসে বসে ভাবছিল।
আমরা চল্লিশে যারা অপ্রাপ্তবয়সী কিংবা অনতিকিশোর
ছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিছু ভালো মনে নেই
দিনপ্রতিদিনপঞ্জি অনুক্রম,
বিশ্বরাজনীতির্বেদ কিছু
আমাদের ক্ষুদ্র নখদর্পণে ছিল না, স্পষ্ট করে
ভূমিকা জানিনি কারো, কোন অন্ধ ফলশ্রুতি লাগি
ডলার স্টার্লিং ছুটছে স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে।

দেয়ালে পোস্টার ঝুলছে নিষ্প্রদীপ কলকাতা জুড়ে
অন্তিম আহত দেহ প্লাস্টারে ব্যান্ডেজে ঢাকা যেন
উন্মুক্ত কবর খোঁড়া চতুর্দিকে, শ্লিট - ট্রেঞ্চ,
এ. আর. পি. শেলটার;

সমস্ত বাজার ছেয়ে যুদ্ধের রসদ, কাঁচা মাল
হরেকরকমবা ভরতি ডিসপোজাল, বিচিত্র নিলাম---
এয়ারক্রাফট, নেভিকাট, ক্রাইম ফিকশান আদি
নানাবিধ জ্বলন্ত জার্নাল।

প্রত্যক্ষ সাঁজোয়া, ট্রুপস - বিচলিত রাজপথ জুড়ে,
সুতীক্ষ্ণ সাইরেন আনে অমৃতলোকের আর্তনাদ
প্রতিটি গলিতে, রন্ধ্রে, গৃহতলে, আতঙ্কে - অথর্ব কলকাতায়
কিছু কিছু মনে আছে, কর্ণ - দার আজব গুজবে
অধিকৃত রাজধানী, প্রত্যহ রেশন - কিউ খাড়া;
কাঁচা পয়সা চতুর্দিকে, মুদ্রাস্ফীতি, লোকচি কৃতার্থ সহসা
ট্রাপিজের খেলা, মানে গ্রিপ - রিঙ্ক, ধূর্ত স্পেকুলেশন - সজাগ
অখণ্ড ভারতবর্ষ, বাংলা দেশ, দূর দিল্লি নিকট কলকাতা।

অনেক রহস্য গল্প, দুর্ঘটনা, সব মিলে বিচিত্র রোমান্স,
মধ্যবিত্ত জীবনের উপকূলে উদ্বেল বারিধি।
যুদ্ধ বলতে এইসব রোমাঞ্চিত প্রাক্তন চেতনা,
তৎসহ আরো কিছু কাটাছাঁটা দৃশ্য - দৃশ্যান্তর;
যুদ্ধান্তে নিকটপ্রিয় - বন্ধুজন - সম্মিলনে দেখা

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্মৃতিচিহ্ন, বিস্মৃতি, বেদনা।
চল্লিশে ছিলাম যারা অপ্রাপ্তবয়সী, আজ ভাবি---

'তারপর সমরেশ কতক্ষণ, কফি হয়ে গেছে, নাকি হবে?'
সমর তাকিয়ে দেখল গণপতি অখিল তিলক এসে গেছে।
কফির ফরমাশ নিয়ে চলে গেল বকশিশ - ঘনিষ্ঠ ওয়েটার,
ঠাণ্ডা জলের গ্লাসে ঠোঁট ভিজিয়ে ভ্রাম্যমাণ চোখে গণপতি
সমস্ত অ্যালবাট হল ঘুরে এল 'কালার বক্সে',
'ম্যাক্স ফ্যাক্টরে'।
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'সত্যি বদলে যাচ্ছে সব,
রূপ - চি - জেনারেশন, বঙ্গজ মজলিশে একী দেখি
মারোয়াড়ি কীর্তিকলা, মার্কেট - মনোপলি গেল।'
দূরের কর্নার থেকে রিটার্ন ভিজিট অখিল সযত্নে লুফে নিয়ে
অন্ধকণ্ঠস্বরে বলল, 'যা বলেছ, খাঁটি কথা নিখিল লিখেছে
সমস্ত অচেনা মুখ, মুখরতা, ব্যস্ততাবিলাস
আমরা ক-জন শুধু টিকে আছি অন্যপূর্বা এই ব্যাবিলনে।'

সমর বিরক্ত হল, বলল, 'বাজে কথা আজ থাক
যুদ্ধের অবস্থা বড়ো ঘোরতর, কিছু ভেবেছ কি
সে - বিষয়ে? যদি ভেবে থাকে বলো শুনি!'
'সত্যি, আমাদের কিছু করা উচিত, কিছু করতে হবে
যুদ্ধ সমাগত কালে শিল্পী সাহিত্যিক কোনো দেশে
নিষ্ক্রিয় থাকেনি কেউ', গণপতি স্বীকারোক্তি করে।

তিলক স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচে!
সমগ্র ভারতবাসী রক্তমূল্যে, দাণ বিপ্লবে
তিল তিল আত্মদানে, পীড়নে, যা অর্জন করেনি
দাতব্য সে স্বাধীনতাহীনতাই
নপুংসক নগ্নতা এখন
মাদ্রাজ গুজরাট সিন্ধু উৎকল বিহার বাংলা জুড়ে;
জানি না নারীর মূল্য, অশুচি ঈর্ষায় চেয়ে দেখি,
নিতান্ত বিবেকহীন, জাল ওষুধে, ভুয়ো দেশপ্রেমে
শিশুর ক্ষুধার অন্নে বিষ মেশাই, বৃদ্ধকে সবলে
ঠেলি, আমরা ভারতীয় জাতি নই, জনতা বিশেষ,
উচ্ছৃঙ্খল হতে বড়ো উৎসাহ, জানি না সোজা হয়ে
দাঁড়াতে সহিষ্ণু হয়ে, অসন্তোষ মজ্জাগত ব্যাধি,
গণপতি তিলক, কী বলছ তুমি, এই তিলক, এদিকে তাকাও!
তিলক প্রয়োজন ছিল এই আঘাতের, আমাদের প্রাপ্য এ- আঘাত;
আরো রক্তক্ষয়, ধ্বংস, মুষ্ট্যাঘাত পদে পদে হীন পরাজয়

আমাদের ভাগ্যলিপি, হে দুর্ভাগা আমাদের স্বদেশ---
ধার - করা স্বাধীনতা, বিনামূল্যে অর্জিত স্বরাজ
নিয়ে আর কত দূরে যাবে, এই আত্মভুক্ত আত্মীয়তা নিয়ে
প্রাদেশিকতায় অন্ধ, পরশ্রীকাতর কাপুষ
ঝি - ভিক্ষুকতা আর সহ্য হয় না এভাবে এখন।
গণপতি চুপ করো হে তিলক, বাক্য বড়ো দাহ্য সংক্রামক,
দেশদ্রোহিতার মতো শোনাল তোমার কথাগুলি
দেশের জরি এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বসে
বাদে ভ্রূক্ষেপ নেই, আগুনের ফুলকি নিয়ে খেলা
ভালো নয়, ছদ্মবেশী কোটালপুত্রেরা কাছাকাছি
হয়তো রয়েছে কেউ শুনে ফেলবে, চিন্ময় ভায়েরা
আরো খুশি হবে, বঙ্গে রঙ্গ বড়ো মন্দ জমছে না।
তিলক টপ - টু গ্রাউন্ডফ্লোর ভুল ইটে গাঁথা হয়ে আছে
ঢেলে সাজো, ঢেলে সাজো --- যতীন্দ্রনাথ ঠিক লিখেছেন,
দাবার ছকের মতো সংবিধানে রাজা - মন্ত্রী - নগর কোটাল
মধ্যবিত্ত বোড়েবৃন্দ, শিল্পপতি শখের নটুয়া
সব উলটো চালে চলছে, স্থানকালপাত্রমিত্র সব
গোড়ায় গলদভরা গণিতশাস্ত্র ডকুমেন্টারি স্যাটিসটিক্স
ব্লু - প্রিন্ট বক্তৃতামালা, প্রেস - পন্থী ক্যামেরা - কনশাস;
পরভোজী বৃক্ষমূল, চতুর্দিকে ব্যাকডোর সুইপার,
স্বজনতোষণ আর দুর্বল শোষণ এক সাথে।
সমরেশ তোমার কথাই বলছি, আমাদের প্রাপ্য এ - আঘাত
শাপে বর হয়ে দেখা দিল বুঝি, হয়তো ইউনিটি
ইন ডাইভারসিটি, যাকে বলে, বিবিধের মাঝে
মিলন মহান, সেই দেখা দেবে, হীনমন্যতার
গ্লানি দূর হয়ে যাবে, কবি চাষি মন্ত্রী পাশাপাশি
দাঁড়াব দুর্জয় প্রতিরোধে আজ, শেষ রক্তবিন্দুর শপথে!
গণপতি পাইকা, স্মল পাইকা, টোন, হাফটোন, অ্যান্টিক কাগজ
প্যাস্টেল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, ফ্রেস্কো, ডাইমেনসন্স
যারা জানি তারা
এবার বুলেট চিনব, টেকনিক্যাল টেকনিক যা কিছু
থ্রি - নট - থ্রি কাকে বলে, Ack- Ack, রাডার গ্রেনেড
ওয়ার - লাভার নই, আমরা কেউ, তবু যুদ্ধে যেতে হবে, যাব।
কমিক ভঙ্গিতে ডি. ডি. নিউজ - স্যাচার উমাপদ ঢোকে।
উমাপদ হাইকোর্টের দিক থেকে হেভি বোলিং, থ্রি উইকেট ডাউন, ইন্ডিয়া
কাহিল ব্রাদার, আজ বিশেষ ঘোষণা শুনেছ কি
রেডিও - কণ - কণ্ঠে রক্ত চাইছে সীমান্তের আহত জোয়ান।
গণপতি লজ্জা নেই উমাপদ? তোমার এই দামড়া মূর্তি নিয়ে
গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছ হতভাগা, বর্বর বাঙালি,

খবর কাগজে শালা মাইনে পাচ্ছ এই বাবদে নাকি?
দেশের চরম সর্বনাশ যখন শিয়রে দাঁড়িয়ে
তখন বত্রিশ পাটি বার করে খেলা দেখছ, আজ
এখন আমার হাতে এটা কার চিঠি বলতে পারো!
উৎপল ঘোষ বলে কাউকে চিনতে? যার কেচ্ছা - কথা
সেদিন করছিলে দ্যাখো, কী লিখেছে দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো---
উমাপদ মানুষের জন্মগত অধিকার থিঙ্কিং - ফিলিং, আমি তাই
আমার স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করেছি, কিন্তু তুমি
আমাকে গাল দিতে পারো এত স্পর্ধা কোথা থেকে পেলে!
সমর উইল ইউ প্লিজ শাট আপ---
অখিল উৎপল কোথায়, কেন, কী লিখেছে, এতক্ষণ গণপতি তুমি
চুপ করে ছিলে কেন, পড়ো, জোরে চিঠিখানা পড়ো,
আরেক রাউন্ডতবে কফি হোক, বসুন আপনি উমাপদবাবু
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আসুন ওই টেবিল থেকে---
গড়পতি উৎপল নেফায় গেছে সবিশেষ প্রতিনিধি হয়ে,
খবর জেনেছি আগে, কাল তার চিঠি পেলাম আমি।
অসম্ভব ভালো লাগল চিঠিখানা, তাই সঙ্গে নিয়ে
কাল থেকে ঘুরছি যদি কাউকে পাই শোনাব এ - ভেবে!
উৎপলের চিঠিখানা এইবার পড়ছি তবে শোনো---
এখন যেখান থেকে চিঠি লিখছি, চতুর্দিকে খাড়াই পাহাড়
বুনো বাঁইসের মত গোঁয়ার জঙ্গল মাথা তুলে
চতুর পর্বতে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রবঞ্চক পথ
উদ্ভট ধাঁধার মতো আছে -- নেই, মানচিত্রে এখনো অধরা
কোথাও তুষারতীব্র চূড়াগুলি গভীর আকাশে
শব্দহীন ঘন্টাধবনি বিঁধে আছে; নগরাজ বিগ্রহের মতো....

‘আমাদের ওয়ার ফ্রন্ট কোল্ড, বিটার, নেকেড অ্যান্ড ডেড।
ছোটো ছোটো গর্ত খুঁড়ে, পাথরের চাঙড়ে গা ঢেকে
নিজের কবরে নিজে বসে আছি, থ্রি - নট - থ্রি - এর ব্যারেল
তর্জনীর মতো শুধু সামনে মেলা,
ভিউ - ফাইন্ডারে চোখ রেখে
এল. এম. জি. গানার স্থির নির্জনতা ঝিঁঝির মতন,
পাহাড়ি ফাটল থেকে পোকা ডাকছে,
হয়তো বা বজ্রকীট হবে;
নিকট বৃত্তের মধ্যে পাখি নেই, মর্টার শেলের শব্দে সব
কাল রাত্রে উড়ে গেছে, আহা কাল পূর্ণিমার রাত
কুয়াশা জ্যোৎস্নায় মিশে মায়াময় হয়ে উঠেছিল
অরণ্যের রন্ধ্র থেকে একরাশ ডালাপালা মুখে
জীবনানন্দের চাঁদ উঠে এসেছিল ধীরে ধীরে,

আশর্চ্য পালিশ - করা ভিজে নুড়িপাথর জ্বলছিল
রেয়ার স্টোনের মতো, পাপিয়া - প্লাবিত চারধার।
তখন সামান্য রাত, রাত - জ্বলা ঘড়ির ডায়ালে,
কবজিতে হৃৎপিণ্ড বেঁধে বসেছিলাম, মৃত্যু গুঁড়ি মেরে
এগিয়ে যে আসছে তা কে - বা জানত, প্রাইভেট চেম্বারে
লাইভ কার্তুজ, শেল, উন্নাসিক মর্টার সাজিয়ে।
আমি তখন মনে ভাঁজছি গুনগুনিয়ে -- পূর্ণ চাঁদের
মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে -- অকস্মাৎ
বিচিত্র খবর এল ওয়াচ অফিসারের কাছে থেকে
পঙ্গপাল এসে গেছে, পূর্ণচন্দ্র চূর্ণ হয়ে গেল,
দূরবিনে তাকিয়ে দেখি চক্ষুস্থির! ছেয়ে গেছে ত্রিকোণ পাহাড়
মৌচাকের মতো সব মনে হচ্ছে হেলমেটের সারি,
সংখ্যা দ্বিগুণ হবে আমাদের, শু হল হঠাৎ অ্যাটাক।

‘মৃত্যুর সাথে যে পাঞ্জা - লড়া; উৎক্ষিপ্ত পাথরকুচি, মাটি,
বিচ্ছিন্ন বৃক্ষে শাখা, ঝলসানো বাদ, গ্যাস, ধোঁয়া,
বিস্ফোরণে মাটি কাঁপছে, মেল ট্রেন চলে যাচ্ছে যেন
টানেল কাঁপিয়ে, তেমনি অন্ধকার, কম্পমান ভীত অন্ধকার
রক্তাক্ত বুদ্ধুদ তুলে কাটা পড়ছে।
দেয়ালির রাতের হোলি খেলা।
মাটি কামড়ে পড়ে আছি, পিঠ ছুঁয়ে মৃত্যুর মক্ষিকা
শিস দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম---
আমি এক হতভাগ্য জার্নালিস্ট, কাগজ পেনসিল
ক্যামেরা সম্বল মাত্র, দূরে বাংলা দেশে প্রিয়জন,
অতৃপ্ত বাসনা, বন্ধু অপ্রিয়ভাষিণী প্রণয়িনী;
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, কলকাতায়
অনাদায়ী যৌবনেরে ক্ষমা করো পঁচিশ বছরে!---

‘দুঃস্বপ্ন--, প্রলাপ - ভরা রাত্রি ডোবে বিষাক্ত জ্যোৎস্নায়।
নির্ভুল মৃত্যুর মধ্যে অবিশ্বাস্য রহস্যের মতো
বেঁচে থাকা, বেঁচে আছি, সর্বাঙ্গ বধির, হাতঘড়ি
মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি, সেকেন্ডের কাঁটা
ঘন্টার কাঁটার মতো জীবন্মৃত, সময় নিশ্চল।
আগ্নেয়গিরির মতো ডাইনে বাঁয়ে সামনের পাহাড়
রাত বারোটায় সব স্তব্ধ হল,
অপ্রত্যাশিত নীরবতা
স্তব্ধতা ভীষণতর, স্তব্ধতাকে বিভীষণ বলে মনে হয়।

‘নিদ্রাহীন রাত্রি চলে গেল।

আমাদের ওয়ারফ্রন্ট, কোল্ড, বিরাট, নেকেড অ্যান্ড ডেড
ধবনি - প্রতিধবনি সব মৃত, ছিন্নভিন্ন শুয়ে আছে
রক্তাক্ত জোয়ানবৃন্দ, শ্যেনচক্ষু, ইস্পাতের পেশি
এল. এম. জি. বুকের নীচে, থ্রি - নট - থ্রি - এ মাথা রেখে
দৃঢ়কল্প। চতুর্দিকে পোড়া বাদের গন্ধ ভাসে
দুমড়ানো চিঠির প্যাডে বাদকালির টিপছাপ
ইতস্তত লেগে আছে সেই সঙ্গে রক্তের ছিটেও;
হোলির আবির - ফাগ মনে কোরো, দেওয়ালির নেভানো বাদ।
এখন সেখান থেকে চিঠি লিখছি, যুদ্ধের আইনে
তার নাম অপ্রকাশ্য, রিয়্যালিস্ট বর্ণনা কিছুটা
স্বচ্ছন্দে পাঠালাম, কবি সমরেশ হাসবে, জানি।'

সমরেশ   সমরেশ হাসবে না, সমরেশ হাসেনি, এ-কথা
নিজস্ব সংবাদদাতা তুমি একা রণাঙ্গণে বসে
হয়তো জানলে না, কিন্তু আমি জানি বর্ন - পোয়েট তুমি!
গণপতি   দুমড়ানো চিঠির প্যাডে বাদ কালির টিপছাপ
ইতস্তত লেগে আছে, সেই সঙ্গে রক্তের ছিটেও
'হোলির আবির ফাগ মনে কোনো
দেওয়ালির নেভানো বাদ'---
ইউনিক ইমেজ। আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না,
উৎপল সত্যিই কবি, মনেপ্রাণে কবি নইলে কেউ
মৃত্যুর থাবার নীচে বোসে বোসে পদ্যে চিঠি লেখে?
অখিল   মনে হচ্ছে আমরাও চলে যাই সম্মুখ সমরে
নর্থ - ইস্ট ফ্রন্ট আর কত দূর, উৎপলের চিঠি
জীবন্ত, হৃদয়স্পর্শী, চোখের সামনে ভেসে উঠছে যেন!
গণপতি   শিল্পীদের পক্ষ থেকে কিছু একটা করা উচিত আজ
নিখিলেশ এই সময় ডুব মারল, নইলে ওকে দিয়ে---
তিলক   কিছুই হবে না আরও ওকে দিয়ে। নিখিলেশ সেনগুপ্ত শেষ
He is a missing man! He is no more
ন্দ্ধড় ত্তব্দক্ক সব গৌরচন্দ্রিকা খতম,
পোড়া হাউইয়ের মতো ফিরে আসছে নিখিল মাটিতে,
সুতরাং 'আগে কহ আর' তোমরা নিজেরা কী পারো?
অখিল   কী হয়েছে নিখিলের? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?
তিলখ   নিখিল বদলে গেছে, মনে হচ্ছে ব্রেন অ্যাফেক্টেড !
সুপার কনশাসনেস সব সময় ঘিরে আছে ওকে
কথা বলছে অসংলগ্ন যেন আরো গভীরে তাকিয়ে,
অবক্সিয়োর ফিলজফি ভারহীন দেহে শুয়ে আছে
কাছে বসে সেই রকমই মনে হয় আমার সেদিন।
গণপতি   কমিটেড সুইসাইড; একে আত্মহত্যা ছাড়া কিছু
অন্য কিছু বলা যায় না। একদিন যে নাকি বলেছে

Let the old age come, দেখা যাবে কার কী নিয়তি,
সে আজ স্থবির, ভী, এসকেপিস্ট! পাততাড়ি গুটিয়ে
পালাচ্ছে কেমন দ্যাখো, পড়ো এই চিঠিখানা পড়ো---
সমর দেখি, আমি জোরে পড়ছি শোনো তোমার, নিখিল লিখেছে---
যদিও আমার কাছে আরো একটি পত্রাঘাত আছে
আপাতত উহ্য থাক সেই চিঠি, তিলককে লেখা তোমরা শোনো---
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে
আর অহংকারে চুর্ণ হল সমস্ত পৃথিবী
ফেরারি ফৌজ আমরা, মৃত আগ্নেয়গিরি,
মুখ চাওয়াচায়ি করে একসঙ্গে রয়েছি
কলকাতায় বাংলা দেশে তামাম ভারতবর্ষে
রাজা উজির অনেক আছে
কিন্তু তারা গলায় সোনার বকলস এঁটে বসে আছে
তাসের বিবি তাসের গোলাম,
তারা আমাদের কফির টেবিলে
দু - বেলা জবাই হয়;
শয্যাকোতল হতে লাগে কয়েক মুহূর্ত,
এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমাদের
সমস্ত উঁচু - নিচুর নাকের ডগায় তুড়ি মেরে
আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা শিল্পীগোষ্ঠী
সমাজের বুকের উপর
ডুগডুগ বাজিয়ে চলে যেতে চাই।
জীবনের পরীক্ষা - নিরীক্ষার সালতামামি
আমাদের গদ্যে পদ্যে
কোটেশন - সুলভ প্রশান্তিতে আশ্রিত হয়ে আছে।
জীবনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছি
চিতায় জ্বলন্ত মানুষকে
শ্মশানডোম যেমন করে খোঁচায়।
ব্যাধির মতো একনিষ্ঠা আর আসক্তি আমাদের
দেহ ব্যাপারে,

রক্তমাংস মেদমজ্জা কুরে কুরে খাচ্ছি
অনুভূতিশীল কীটের মতো
দেহের আঁকিবুকি, রেখা হরতন চিড়িতন
আমাদের পরিশ্রান্ত এবং পরিতৃপ্ত করে।
রমণী ইজ ইকোয়াল টু নরম মাংসখণ্ড
কেননা এক নম্বর, দু- নম্বর, তিন নম্বর
এইসব কারণ ইত্যাদি---
অবিশ্যি নামে বদনামে এখনো সমান বিচলিত আমরা

চটিরকম পদ্যের বই রীতিমতো বুকের পাঁজর
আর, আড়াই ইঞ্চি পুস্তক চাপড়ানিতে
তাৎক্ষনিক ফানুস,
এবং ইর্ষাই চূড়ান্ত মূলধন আমাদের।
নিন্দুকে অনেক কথাই বলে---
আমরা নাকি Wholetime Whore
দিবারাত্র শয্যাশায়ী নিজের শয্যায়,
শয্যা থেকে শুঁড়িখানা আমাদের দৌড়
পেচ্ছাবখানার দেওয়ালের পরিভাষা দিয়ে
ইচ্ছামতো কবিতা লিখতে পারি।
একেই বলে বর্ন পোয়েট
মগজে এবং কাগজে ফারাক নেই লাইনটাক
চিন্তার নৈরাজ্যে অন্তত ক্রীতদাস নই
কিংবা ছাড়াখানার কালিদাস বা
খবর কাগজের কলমচি;
এডিটোরিয়ালের সঙ্গে সঙ্গত করি না
আমরা জানি, জীবন একটা উৎকৃষ্ট জ্বালানি।
কিন্তু নিজেকে অন্য এবং বন্য প্রমাণ করার জন্যে
এই লেখালিখির আর প্রয়োজন কী?
ইতি নিখিলেশ।
গণপতি আমাদেরই লক্ষ্য করে এই satire এটা ঠিক
কিন্তু কেন? এতকাল এই নব্যরীতি আন্দোলনে
সেও কি ছিল না?
তিলক ছিল। আজ নেই, শুধু এই কথাই আমরা জেনেছি।
সমীর এইমাত্র আমি আসছি আরো একটি দুঃসংবাদ নিয়ে
অসুস্থ নিখিল কোথা চলে গেছে
একটুকরো চিঠিতে জানিয়ে
'চলে যাচ্ছি' শুধু এই কথাটুকু; কাল রাত্রি থেকে
নিদ্দিষ্ট নিখিলেশ হয়তো এ- কলকাতা ছেড়ে
চলে গেছে। খুঁজে দেখব যেখানে সে যাক।
এখানেও কেউ নেই, কফিহাউস ফাঁকা কাচঘর,
সমস্ত দেওয়াল ঠুনকো, প্রতিবিম্ব অস্থায়ী সঞ্চারী
সবুজ অ্যালবার্ট হল স্বীকারোক্তিহীন Remember
There are also others কিন্তু কেই নেই কিছু নেই
জীবনের পরিমাপ হয় কি এ কফির চামচেয়
ক্লান্ত মালবিকা বসল, ভাবল, একী হেঁয়ালির মতো
উৎপল উধাও হল শেষ নাম স্বাক্ষর পাঠিয়ে!

।।দশ ।।

মুঙ্গেরের কথা আজ মনে পড়ছে। পড়ার টেবিলে
প্রতিমার মতো শুধু বসে থেকে, দূরের জানালা
যেন সব খোলা বই, স্থির ঝাপসা রহস্য নিবিড়
চোখ শুধু ছুঁয়ে আছে মন নেই, মন আজ অস্থির উধাও
প্রবাসী অতীতে; এই কলকাতার কিছু নেই, দেখি পসারিনি
কী আছে দিনের পণ্যপুঁজি তোর এই পশরায়
তোর শেষ পারানির কড়ি কিছু জমেছে কি, যৌবনে যোগিনী
কেন তুই, নির্বাসিত অজ্ঞাত - বসতি
পলাতকা নারী, তুই কলকাতার নজর - বন্দিনী,
শেক্সপিরিয়ান স্টেজ, চসারের সংলগ্ন সময়
অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ যেন পড়ে আছে সমস্ত য়ুরোপ,
জ্ঞানবৃদ্ধ গ্রন্থাবলী, গ্যামাকসিন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি,
Man is an island চতুর্দিকে অজ্ঞাত বেদনা
অকথিত কথা, বাষ্প, জলমগ্ন সব ব্যবধান;
সমস্ত সংকল্প স্বপ্ন, প্যাথেটিক ফ্যালাসির মতো।

হীরকখণ্ডের মতো ধীরদীপ্তি কাকে মনে পড়ে
যৌবনপ্রতিম বন্ধু ক্ষণিকের অতিথি পথিক
এসেছিল একদিন প্রিয়তম প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
পুষ্পের স্তবকে গুচ্ছে ভরে উঠল বুকের ফুলদানি
স্মিতহাস্যে পরিহাসে সাহচর্যে গল্পে ও কথায়
সুধন্যকে মনে হল জন্মান্তের সহযাত্রী যেন
বহুকাল পরে ফের পথে দেখা, পথের দেখার
নিকট আত্মীয় তাই মুহূর্তকে যুগ মনে হল।
রাজগীর চুনার ফোর্ট বেনারস নালন্দা রাঁচিতে
বিচিত্র রঙিন দ্রুত ধাবমান দিনগুলি কেটেছে,
বাদামি ধূসর গাড়ি বুকে নিয়ে জ্বলন্ত লিকার
ছুটেছে মসৃণ মূর্তি স্টিয়ারিং হুইলে শর্মিলা
হাতেখড়ি নিচ্ছে আর মধুবাবু সিগার সমেত
নিদ্রার সমাধিতে পিছনেই নিশ্চিন্ত - শায়িত
রথী ও সারথি পাশে মৃদুস্মিত; এবং তারপর
বর্ণোজ্জ্বল পরদা জুড়ে অতিকায় বাদুড়ের মতো
অকস্মাৎ অন্ধকার নেমে আসে তালগোল পাকিয়ে
ছেঁড়া সেলুলয়েডের ফিতে সব ছবি ছুঁড়ে দেয়
অদৃশ্য নরককুণ্ড লক্ষ্য করে ঠিক তেমনি যেন
কদর্য ফুৎকারে আলো ফিতে সব ছবি ছুঁড়ে দেয়
অ্যামেচার মেকানিক সুধন্যর প্রায় অগোচরে
মৃত্যুকীট রক্তে ঢুকল, টিটেনাস, বিলম্বে, কেবল
নামটুকু জানা গেল, মৃত্যুরো নামের প্রয়োজন!

অত্যন্ত নিকটে দিন ধার্য ছিল, তার চেয়ে নিকটে
মৃত্যুদিন, কেবা জানত; তণ ডি. এম. চলে গেল
অলৌকিক প্রমোশন নিয়ে। যেন মধুবাবু তাকে
খুঁজতে বেরোলেন আরো কিছুকাল বাদে একা একা।
সানাই বাজল না কোনোখানে, গাঁথা মালা ছিঁড়ে গেল....

মানুষের স্পর্শ প্রীতি আকর্ষণ নিত্যদিন স্মৃতি তৈরি করে
নিশ্চিহ্ন স্লেটের মতো পুনরায় অক্ষরে রেখায়
বক্ষপট ভরে যায়; বাল্যে বিসর্জিত জননীর
নব গাঢ় ছায়া ভাসে এ - বাড়িতে, সমস্ত শূন্যতা শুভ্র শোক
রেখেছিল বাক্যহীন করে তাকে উদাসীন বিদগ্ধ কলকাতা
ঋবিদ্যালয় রন্ধ্রে মৌমাছি গুঞ্জনে সারাবেলা
ক্লান্ত একা অর্থহীন মনে হত। সহসা কখন একদিন
দ্যাখে পিতৃস্নেহ তার পিঠে হাত রেখে চেয়ে আছে,
জননীর জাদুস্পর্শ সেই সঙ্গে রক্তের অতীত আত্মীয়তা
অলীক কল্পনা নয়, স্বার্থে অর্থে পীড়িত পৃথিবী
মৌচাকের মতো বুকে মধু রাখে গোপনে গহনে
নিতান্ত পরের জন্য, পরার্থপরতা আজো আছে।

উনিশের দু - নম্বর বৃন্দাবন মিত্র লেনে এসে
নিজেকে টবের গাছ মনে হল, তোলা মাটি, সার
সমবেদনার ছায়া স্নেহবারি গাঢ় মনোযোগ
তাকে ঘিরে আছে যেন অহর্নিশ, এই গৃহতলে
একমাত্র লক্ষ্য সেই, সৌম্যকান্তি পালক - পালিকা
পালিতা কন্যার মতো তাকে দ্যাখে, পেইং গেস্ট হয়ে
থাকবে ভেবে এসেছিল বাঁচার নতুন অর্থ জেনে
আজ যেন ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সুখ মানুষের
পরম বিচ্ছেদ, তাকে একা করে, অসুখ - বেদনা
কাছে আনে দুটি সমব্যথিত হৃদয়
নিভৃত অন্তরে জাগে পরস্পর পরিমিত ছায়া।

একই পিপাসায় জ্বলছে এই প্রৌঢ় দম্পতি এখানে
সব স্বচ্ছলতা যেন ছলনা কেবল হৃদয়ের
এই ক্ষুদ্র অট্টালিকা সুরচিত, কিন্তু সুরোচিত নয় যেন
প্রতিদিন যাপনের ছন্দ, প্রাণধারণের বাণী
কণ কান্নার চিহ্ন এ - ঘরের বিচিত্র ফাটলে
লেগে আছে; চার দেয়ালে নিঃসন্তান প্রাণের বেদনা
পেয়ে হারানোর দুঃখ ম্রিয়মাণ; নবীন তান্ত্রিক
নিখিলেশ প্রতিদিন আত্মহত্যা করে যাচ্ছে দ্রুত

সমস্ত সংস্কার ভেঙে, স্নেহ ভেঙে, প্রেম ভেঙে, দেহ
চিন্তার বাদে পুড়ছে ঊর্ধ্বগামী হাউই - এর মতো
ছন্নছাড়া নিখিলেশ, এই ঘরে, স্বজনে প্রবাসী

অগ্রজের মতো নিখিলেশ, এই ছন্নছাড়া নিখিলেশ
বৈনাশিকতায় যেন উন্নাসিক; জীবনকে পবিত্র জুয়ায়
অমিল ভগ্নাংশে, মদে, অর্থহীন ঘোড়দৌড়ে, তাসে
বিচিত্র মেলার মধ্যে ভানুমতীর খেল বলে জেনেছে ---
নারী তার কাছে নগ্ন, পুষার্থে বলিষ্ঠ কঠিন
কতিপয় মাংসপেশি, শিল্প একটি মৃত্যুর দ্যোতনা
চতুর চিচিং ফাঁক আর ব্যাখ্যা হিং টিং ছট
এই দুই মন্ত্র আছে পৃথিবীতে ফাটকা বাজারের পৃথিবীতে
শর্মিলার দুঃখ হয় আত্মঘাতী নিখিলকে দেখে।
মৃত্যু - মুখ থেকে ফিরে এসেছে নিখিল, শুয়ে আছে।
বড়ো অসহায় লাগে বিছানায় যৌবনে এমন
জটায়ুর মতো শুয়ে থাকতে দেখে, আকাশের পাখি
পক্ষাঘাতে পড়ে আছে মনে হয়, মৃত নক্ষত্রের মতো ম্লান
কাছে গিয়ে দাঁড়াল শর্মিলা।
নিখিলেশ একা একা কথা বলছে, দৃশ্যমান প্রতিপক্ষ নেই
টেলিফোন রিসিভার নিদ্রিত শিশুর মতো শুয়ে।

আদিম নারীর ঘাড় প্রসাধন আচ্ছাদন ছিঁড়ে
নাকে এল, যেন কোনো মত্ত সাগরের লোনা হাওয়া
মুখে লাগল নিখিলের, অরণ্য চঞ্চল
পাতা - খসার ধ্বনি তুলে শাড়ি খসখস চূর্ণবোল
চুড়ি বাজে রক্তে যেন সুপ্রাচীন সঙ্কেতের মতো।
রমণীর একটি ভঙ্গিমা।
ভালোবাসা, বারে বারে ঝুঁকে পড়ে দেখা ভালোবাসা
নিয়ে সব নারী আসে পুষ - শরীরে ফিরে ফিরে।
শর্মিলার নারীমূর্তি অব্যক্ত কান্নার মূর্তি ধরে
এসেছে, নিকটে, লব্ধ নিশ্বাসের কবোষ্ণতা
নিদাণ দিনরজনীর
রমণীর দেহের বেদনা
একটি বিরল বাক্যহীন প্রতীক্ষায়
প্রতি অঙ্গ এক হয়ে থাকে
প্রসাধন গলে যায়, অন্তর্বাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে
সব পদক্ষেপ শেষে আক্ষেপে দাঁড়ায়
ভগ্নস্তূপ সমস্ত শাসন---
অনুশাসনের নীচে প্রবঞ্চিত প্রদাহ কেবল

দেহের উজ্জ্বল ত্বক, তেল রং, সব প্রসন্নতা
একদিন স্পর্শ করে অন্তর্ভেদী বুকের ভেতর
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে তুষমাটি, কাঠ খড় কঠিন কাঠামো
যেখানে সমস্ত নারী এক
আর জন্মব্যাপী পবিত্র যৌবতা
প্রতিমাকে ধরে আছে বিসর্জন আয়োজন করে।
অস্পৃশ্য ছায়ার মতো যন্ত্রণার নাম ভালোবাসা
আসলে কোথাও কোনো প্রেম নেই
ভালোবাসা নেই, প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল পীড়ন আছে, পরস্পর
দেহে দেহে বিচিত্র হনন
সহবাস, সহযাত্রা, অবশেষে শবযাত্রা হয়
দেহকে বহন করি দেহ দিয়ে
বড়ো পরিশ্রমী ভালোবাসা
হে নারী, প্রভূত মেদ, মাংস, ত্বক, স্নায়ুর চেতনা,
নির্ভুল তালার মতো রহস্যের ভণিতা কেবল;
'এসো আলিঙ্গনে এসো, প্রচণ্ড বাহুর মধ্যে এসো
গলিত মোমের মতো পরিতপ্ত
অশ্রুময়ী দলিত আঙুর
স্বয়ংবরা হে দয়িতা অন্ত্যঋণী কোমলাস্থি নারী'...

সরৌদ্র রজনী যেন উলটে গেল প্রদীপের নীচে
চিৎকার, শীৎকার, কম্প, লজ্জা, ভয়, ভর্ৎসনা বেদনা।
সব কিছু আপেক্ষিক, সব কিছু স্থানকালপাত্রে বর্তনীয়
কত দ্রুত বদলে যায় একটু আগের ভালোবাসা!
শ্রদ্ধা মানসিক শ্রম, উপলব্ধি নিষ্ফল তাকানো,
বিশ্বাস আয়নার মতো আত্মসমীক্ষণ ক্ষণকাল,
আসলে শৌখিন ঠুনকো কাচমাত্র, ভঙ্গুর আধার
কিছুই রাখে না ধরে, রূপ মনস্তাত্ত্বিক রটনা
পিচ্ছিল পারদ যেন মুষ্টিমেয় হয় না কখনো
কিছুই ধারণ - যোগ্য নেই মানবিক ধারণায়
শর্মিলা এখন তাকে ঘৃণা করে, কাল যার কাছে তর্পণীয়
ছিল এই নিখিলেশ, আজ মাত্র তণ তস্কর
লম্পট চরিত্রহীন, যেন এক লহমার ভুলে।
শর্মিলার কথাগুলি ভেসে আসছে প্রতিধ্বনি হয়ে
'কোনখানে পেলে তুমি স্পর্ধা জানি না নিখিল,
নারীর হৃদয় - হীন দেহ স্পর্শ করার সাহস
কেবল মুর্খের থাকে; ঘৃণ্য, হীন, মজ্জমান তুমি
সামাজিক আবর্জনা; রমণীকে মুদ্রা - লভ্য জানো---

বাহুবলে বশীভূতা, কামদগ্ধা, কামনাকুপিতা!
কেবল জানো না কাকে প্রেম বলে
ভালোবাসা পাওনি কখনো
জীবনে যৌবনে তুমি অপ্রেমিক, পরস্বাপহরণে তৎপর
কখনো কাউকে যদি ভালোবাসতে
কেউ ভালোবাসত তোমাকে
পরশপাথর প্রেম বুকে লাগত, দেখতে পেয়ে যেতে
এই পৃথিবীতে শুধু কাম নেই, বহু মূল্যবান
পবিত্র প্রতিষ্ঠা আছে মানুষের বুকের ভেতর।
আমি অন্যপূর্বা তুমি জানো না নিখিল, বর - মালা
মৃত্যুকে পরিয়ে দিয়ে বসে আছি শবরীর মতো
আমার যৌবন জ্বলছে পিলসুজের প্রদীপে শিখা
তীব্র শুভ্র বেদনায়, সুনির্মম সঙ্গহীনতায়,
ইন্দ্রিয় অর্পণে দেহ উপভোগ্য আমার কাছে না।'
শর্মিলার কথাগুলি বাষ্পদ্ধ কান্না হয়ে গেল,
কী যেন ভাবল বসে নিখিলেশ, তারপর উঠে
দাঁড়াল আয়নার সামনে লঘু মনে
শিস দিয়ে বাজালো
'তাহার অধিক মিঠে কন্যে তোমার কোমল হাতের চাপড়ি'

শোনপাপড়ির সাথে মিল দিয়ে এমন উপমা
কী করে কবির মনে জেগেছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে
নিশ্চয় আশ্চর্য এই বস্তুচিত্র মনে এসেছিল,
আয়নায় তাকিয়ে হাসল নিখিলেশ
গালে হাত বুলাতে বুলাতে
পাঁচটি রক্তিম পাপড়ি শর্মিলার চরম স্বাক্ষর
ফুটেছে মসৃণ গালে, শোণিত অর্থে কথাটার
নিশ্চয় ব্যবহার চলে, অপব্যহার নয়।

ঘড়ি থেমে থাকে না কোথাও
ছায়া দীর্ঘতর হয়, বেলা পড়ে আসে, সন্ধ্যা হয়
চিন্তা উপচিন্তা শরশয্যা হয়ে ওঠে,
আত্মভুক মানুষের মন
ক্ষুরধার স্মৃতি নিয়ে ছায়ার পিছনে ছুটে যায়,
সঙ্গহীনতায় ক্রমে রাত্রি ঘনীভূত হয়ে ওঠে।
বেতার তরঙ্গে গান বাজে
নিজের বুকের মধ্যে নিখিলেশ কান পেতে শোনো
কে মোরে ফিরাবে অনাদের
কে মোরে ডাকিবে কাছে

কাহার প্রেমের বেদনায়
আমার মূল্য আছে

।। এগারো ।।
ডেলি - প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায় দিগ্বিদিকে, উৎকর্ণ কুটিরে
সন্নিকট মফস্বলে পলাতক আসামীর মতো
ফুলকপি ঝুলিয়ে হাতে স্পেশাল মালে বেঁধে সন্ধ্যার ইলিশ
লোকাল কীর্তন শুনে 'হাতকাটা - তেল' কিংবা আশর্স্য মলম,
টক ঝাল মিষ্টি আর র‍্যাট - কিলার, মেট্রিক ওজন
হাড়ের চিনি, সস্তা মন ভোলানো ফাউন্টেন পেন;
মুখস্ত স্টেশনগুলি কিস্তিবন্দী ঘুম ছুঁয়ে যায়
লোকাল কিউল ছোটো আযৌবন
নিয়ে আলো থেকে অন্ধকারে
কাঁধের চাদরে জমে কেরানিকুলের ক্লান্ত তাস
প্রসূতিসদন আর কিশলয়, বড়োবাবুর কল্পিত জবাব
চুলে রং ধরে চোখে চশমা, ছোটোখাটো দুর্ঘটনা
চলন্ত সংসার ঘোরে -- মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যায়
ছেলের বেফয়দা পাস, অ্যাপ্রেন্টিস,
ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ...
ডেলি - প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায় দিগ্বিদিকে
উৎকর্ণ কুটিরে।

ক্ষণিকের অতিথিরা তেমনি করে ফিরে গেছে
ঠিকানাবিহীন জনান্তিকে
কোথায় তাদের ঘর রানীবালা জানে না সে - কথা,
কারো আজ স্মৃতিচিহ্ আছে, কারো ক্ষতচিহ্ আছে
আবার আবার আসব বলে গেছে
কিন্তু কেউ আসেনি আবার।
ছাদের আলসেয় সেই একই রোদ শাড়ির মতন ঝুলে থাকে
একই ঘনঘটা করে মেঘ নামে, অলসগমনা সন্ধ্যাকাশ
জানালায় চেয়ে থাকে, ট্র্যাফিক কলকাতা, কাঁকড়াবিছে,
চৌবাচ্চার করতলে শব্দ করে পিপাসার জল
ক্লান্ত পরাভূত দিন চলে যায় অপরাহ্ পাপোশে পা মুছে।
ট্রামের হ্যান্ডেল ছুঁয়ে বুক কাঁপে, রজনীগন্ধার ফেরিআলা,
ফুটপাতে আরো সব দিনরজনীর চিহ্ কাঁপে
নির্বাসিত যুবরাজ ফিরে আসছে বুঝি অপরাহ্ আলো করে
না - দেখা নদীর শব্দ, স্রোত, তার ভাটিয়ালি গান
পদাঘাতে চুর্ণ করে মৃত্যু, অপমৃত্যু, আয়ুক্ষয়
কীর্তিমান কেরানিরা ফিরে আসছে, বিস্ফারিত নখর বিকেলে;

হাতের কবজিতে বাঁধা প্রাণ - ভোমরা কোষমুক্ত তরবারি চোখে
সম্মুখ সমরে স্বর্গ নানা দিকে অপেক্ষায় আছে
যৌবন এখনো যায়নি শেষকৃত্য পথিমধ্যে হবে
দীর্ঘজীবী কফিখানা, বহু বিস্তৃত বন্ধুজন,
নিকটতমার জন্য দূরতম দরজা খোলা আছে।

যখন সময় আর কাটে না কিছুতে, রানীবালা
কোনো দুমড়ানো সেই বইখানা হাতে নিয়ে বসে
বর্ষণ - মুদ্রিত কোনো অন্ধকার রাত্রির কাহিনী
বিদ্যুতের মতো দ্রুত ঝলসে যায় চোখের ওপরে
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে অশরীরী আলিঙ্গনে যেন
জলজ আঘ্রাণ - স্মৃতি পীড়া দেয়, দেয়ালে আহত
কোনা ভাঙা উপন্যাস মন্ত্রঃপূত দর্পণের মতো
হাতে ফিরে আসে তার, অভ্যন্তরে পরিচ্ছেদগুলি
তাকেই ঘোষণা করছে, আসে না যে কখনো আসে না
যার আসা থেমে গেছে অনেক অনেককাল আগে
তার করতল - স্পর্শ ছেদচিহ্নে, মুদ্রিত অক্ষরে...
বহুমুখী সম্ভাষণে, অন্তর্ঘাতী সংলাপে সংঘাতে।
কোন কালো কালিন্দীর পরপারে এমন মাথুর
দাণ বাঁশিতে বাজে, রাণীবালা, দাণ নিশীথে।

খাজনার খাতা হাতে নিয়ে
পাওনাদার বসে আছে বহুমুখ বহুমুণ্ধারী
ছদ্মবেশী মহাজন মুখে চোখে কোনো মোহ নেই
সপ্তাহে একবার আসে এই ফ্ল্যাটে কসাইখানার মালিকের মতো
কীরকম বিক্রি হচ্ছে রানীবালা।
একটু খতিয়ে দেখে যায়।
অসহ্য ঘৃণায় রানী অপলক চোখে চেয়ে দ্যাখে
নকল - প্রেমের রাজা, স্কটিশের লম্পট ভ্রমর
যে তাকে ঘরের বাইরে এনেছিল যে তাকে এমন
অনুদ্ধার্য অন্তরিনে রেখে গেছে ত্রুদ্ধ রজনীর
ক্রীতদাসী করে, আজ সেই তার সামনে বসে আছে।
কেমন সচ্ছল সুখী, ঘুরছে ফিরছে, ভাগ্যবান সমাজে সংসারী,
আইন পায়নি খোঁজ, পাপপুণ্য স্পর্শও করেনি
তার এই মেদস্ফীতি, এই ক্রীতদাসী ব্যবসায়;
ঘৃণা, শুধু ঘৃণা, শুধু ঘৃণা তার সারা জীবনের হত্যাকারী
যৌবনের দস্যুকে এখন---

ব্যঙ্গ মুখভঙ্গি করে টাকা গুণতে গুণতে বলে ওঠে,

‘তারপর কেমন লাগছে তোমার এই পাতানো সংসার?
হাল ফ্যাশানে দিব্যি আছ, ডেকরেটর এবেলা ওবেলা
বদলে দিচ্ছে ফার্নিচার, পরিচারিকাও একটি আছে
কোনো চিন্তাভাবনা নেই, চীন আসুক অচিন আসুক
মানচিত্র বদলে যাক, পৃথিবীতে উলটপালটা
হোক, কিছু যায় আসে না তাতে,

কিন্তু ঘৃণা - বাষ্প কন্ঠরোধ করে দিল, ‘চমৎকার।’
সযত্নে নোটের তাড়া পকেটে ডুবিয়ে হেসে ওঠে,
‘চমৎকার? হাঃ হাঃ জানি, চমৎকার, হাঃ হাঃ চমৎকার!
অল - কন্ডিশন্ড ফেসিলিটি পেয়ে
চমৎকার না - থাকা চলে না
কী বই মুখস্থ করছ? দেখি দেখি, বহুদ্দিন ধরে দেখছি যেন?
ওঃ, সেই হ্যাগার্ড ছোকরা লেখকের বই ওখানা নাকি?
ওয়ার্থলেস, রাবিশ, ট্র্যাশ’ --
‘বিস্ট! বিস্ট! বিস্ট! পশু তুমি’ ---
‘বাংলায় তর্জমা করে গাল দিচ্ছ মাইরি তিলোত্তমা
রেখেছি এমন সুখে তাও কেন মন বসে না ভাবি,
আমার নিজের স্ত্রীরও আজ এমন সচ্ছলতা নেই!’
‘এখনি দূর হও! যাও! নরাধম শয়তান কসাই!’
আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস মূর্তি নিয়ে আগন্তুক....

দু - হাতে তছনছ করে চলে গেল, খিস্তিতে খেউড়ে ঘর ভরে।
বিস্রস্ত শাড়ির মধ্যে ছিন্নপক্ষ পক্ষিনীর মতো।
বেহুঁশ ব্যথিত - দেহ রানীবালা লুটিয়ে রয়েছে
বারান্দায় আলো জ্বলছে, অন্ধকারে গুমরে আছে ঘর
কান্নার গোঙানি স্তব্ধ, অপমান নিঃশব্দ এখন,
ফুলদানি, কাপড়ে টুকরো একরাশ ছেঁড়া বইয়ের পাতা
মেঝেতে ছড়িয়ে আছে
বাহিরে কুয়াশা, ধোঁয়া, দুরন্ত শীতের ঠাণ্ডা রাত
চাবুকের মতো হাওয়া পথে পথে শিস দিয়ে চলেছে
প্রেতাত্মার মতো শুধু নির্জনতা বন্ধদ্বারে জানালার শার্সিতে
দূষিত নখরে যেন আঁচড়ে যাচ্ছে, রাজপথে রজনীগমন
অলীক স্বপ্নের মতো দর্শনীয়! ঝাপসা ম্লান ঘোর - লাগা আলো
কী এক ব্যথার মতো সোনাগছি মুখের উপর
ছড়িয়ে রয়েছে যেন পাণ্ডুমূর্তি হুমড়ি খেয়ে আছে।

ঠিক যেন জ্বরের ঘোরে বাবার প্রাচীন মুখখানা
দেখতে পেল, চেয়ে আছে ভর্ৎসনায় স্নেহে রোমাঞ্চিত।

শিবপুরের বাড়ির, ছাদ, তাদের পড়ার ঘরখানা
কান্নায় ব্যাকুল ভাই বোনগুলি,
বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর
চারপাশে সমবেত, যেন তাকে আবার ফিরিয়ে
নিয়ে যাবে বলে, যেন টি.বি. স্যানিটোরিয়াম থেকে
কিংবা আরো দুরারোগ্য অন্য কোনো হাসপাতাল থেকে
এবার এখন তার ছুটি হবে, কতকাল পরে
বাইরে আকাশ দেখবে ফুসফুসের পোষা হাওয়া ঢেলে
ঢাকুরে গড়ের মাঠ, উদার আকুল গঙ্গা থেকে
নিশ্বাস কুড়াবে, আহা ঘাস মাটি পায়ের তলায়
মায়ের চোখের জল ভোরের শিশির ফিরে পাবে
ছোট্ট শিশুর মতো রানীবালা ভাষাহীন কাঁদে
স্ট্রেচার নামানো পাশে অন্ধকার
কারা কারা নিতে এল আজ?
কিংবা তার মৃতদেহ এই ঘর এই খাট থেকে
ঠিকানাবিহীন অন্য অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হবে
শ্মশানের কটু গন্ধ নাকে এল, পিঠে আগুনের উষ্ণ খোঁচা।

তারপর কতক্ষণ কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে।
মনে হল বহু দূরে কড়া নাড়ল কেউ দ্রুত হাতে
গভীর জলের তলদেশ থেকে, যেমন সুদূরে মনে হয়
মজ্জমান রানীবালা তেমনি শুনতে পেল কড়া - নাড়া
দরজা খুলল, কেউ মৃদু প্রতিবাদে কাউকে জানল---
'আজ নয়, আজ নয়, অসুস্থ এখন শুয়ে আছে',
নিশ্চয় মুক্তির মার গলা কেউ রাতের অতিথি
দরজায় এসেছে, চাই জবরদখল নেশার খোরাক।
আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে উঠে বসল ভীত রানীবালা
এর চেয়ে মৃত্যু ভালো, এই গ্লানি পীড়ন, বেদনা,
মর্মান্তিক প্রহসন, অগনিত বিষাক্ত মানুষ
ঘনিষ্ঠ দংশন করতে উদ্যত কেবল অন্ধকারে
লোভী জিহ্বা, গুপ্ত নখ, বর্বর বাহুর বাধ্য হতে
আর পারবে না এই রানীবালা, আজ মৃত্যু ভালো, ঢের ভালো।
ঝরা পালকের মতো ছড়ানো শাড়িটা তুলে নিল
তারপরে উঠে গেল টালমাটাল পায়ে কোনোমতে
সমস্ত ছড়িয়ে ঘেঁটে খুঁজতে লাগল মুক্তির উপায়
মৃত্যুর সংক্ষিপ্ততম পথ, অতি দ্রুত যে পাথেয়
তাকে নিয়ে যেতে পারে পরপারে, ঘৃণার ওপারে।

অবশেষে পেয়ে গেল সস্তা ছাপা এক প্যাকেট বিষ নিকৃষ্ট প্রাণীর জন্য অনবদ্য মানবীয় দান

র‍্যাট - কিলার বেশি নয়, মাত্র দু - আনায় বহু দূরের চিকেট
সব ব্যর্থ চুক্তি ছিঁড়ে পৃথিবীর সমস্ত দলিল
তুচ্ছ করে চলে যাবার এর চেয়ে মহৎ উপায়
আর নেই, রানীবালা এতদিন কেন যে দ্যাখেনি
বচসা চিৎকার সব শেষ করে ঘরের চৌকাঠে
পদধ্বনি এসে থামল; দীর্ঘদেহ লম্পট মাতাল
এখনি কুৎসিত হাতে ছুঁয়ে ফেলবে,
বাবার প্রাচীন
মুখখানা মনে পড়ল, শৈশবে হারানো জননীকে,
কান্নায় ব্যাকুল ভাইবোনগুলি। মুখে ঢেলে দিল
পৃথিবীর শেষ ওষুধ রানীবালা,
একটুখানি কালো রঙের গুঁড়ো;
আলো জ্বলে উঠল ঘরে, নিখিলেশ, একী নিখিলেশ!
সামনে দাঁড়িয়ে কেন নিখিলেশ, এত দেরি কেন নিখিলেশ!
তোমারই নিজের লেখা পাতাগুলো দু - পায়ে মাড়িয়ে
শব্দ করে তুমি এলে, কেন একটু আগেই এলে না
এখন কোথায় আমি বসতে বলি,
কী তোমাকে দিই নিখিলেশ,
আমার যাবার বেলা হল, আমায় চলে যেতে হবে---
উদাস নিখিল বলল, 'একটা কথা জানতে এসেছি
কাউকে কখনো তুমি ভালোবাসতে, কাউকে এখনো,
কিংবা কোনোদিন তুমি ভালোবাসবে বলো রানীবালা,
তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে, ভালোবাসা ছাড়া
তীব্রতম ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না;
আমার প্রথম নারী তুমি, আমার অজ্ঞাত প্রেয়সী
সব দিয়েছ একদিন, ভালোবাসো কিনা শুধু বলো'---
সমস্ত শরীর কাঁপছে রানীবালার
পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল
দু-চোখ জলের ধারা বাঁধ মানে না, এ কোন বেদনা
নিখিলের চোখ পড়ল এতক্ষণে রানীবালার হাতে,
শিউরে উঠল, 'একী! তুমি বিষ খেয়েছ একী রানীবালা,
একী করলে! কতক্ষণ? আমি যে তোমাকে
সত্যি করে নিতে এলাম, আজ রাত্রে এতদিন পরে
অমৃতে গরল মিশল, কবে মিশবে গরলে অমৃত!'

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com